বিলাতী হাওয়া

(উপন্যাস)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ,

প্রকাশক

শ্রীহৃষীকেশ মিত্র

কলিকাতা

১৩২৪

মূল্য দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীহৃষীকেশ মিত্র
মিত্র এণ্ড কোং
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১নং কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিং
কলিকাতা।

কলিকাতা,
২১।১।১এ, বৌ ষ্ট্রীট ;
"বরদায়িনী প্রেসে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার

এই পুস্তকখানি

আমার

প্রীতি-উপহার প্রদত্ত
হইল।

তারিখ

দু'কথা

'বিলাতী হাওয়া' নাম দিয়া গতবৎসর 'যমুনা' পত্রিকায় একটী উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে বাহির হইয়াছিল। সে 'বিলাতী হাওয়া'র সহিত এ 'বিলাতী হাওয়া'র কোন সম্বন্ধই নাই। ইহাকে একখানি সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, কারণ বক্তব্য বিষয়টি একেবারে নূতন আকারে লিখিত হইয়াছে ; কেবল চরিত্রের নামগুলি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল মহাশয় এই উপন্যাসখানি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

২৬।৩ স্কটস লেন,
কলিকাতা
২৩শে ভাদ্র, ১৩২৪।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

গ্রন্থকারের প্রণীত পুস্তক

১।	ইন্দুমতী (সচিত্র উপন্যাস)	১৷৷০
২।	বিলাতী হাওয়া (উপন্যাস)	১৷৹
৩।	সইমা (গল্পের বই)	১৷৹
৪।	সুকুমার (সচিত্র গল্পের বই)	১৲
৫।	স্বামীর ভিটা (গল্পের বই)	৸০
৬।	চক্রীর চক্র (উপন্যাস)	৷৷৶০
৭।	ময়ূর-পুচ্ছ (উপন্যাস)	৷৹
৮।	ছোটবউ (বড় গল্প)	৷৶০

বিলাতী হাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নির্ম্মলা যখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কাঁপিতেছিল, তখন রাত্রি একেবারে পোহাইয়া যায় নাই। কলিকাতার ধূসর আকাশের গায়ে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে স্বামী সুধীরচন্দ্র নিদ্রামগ্ন। নির্ম্মলা ভয়-ব্যাকুল নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিয়া কম্পিত বাহুলতায় নিদ্রিত স্বামীর দেহ জড়াইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। শেষ রাত্রির শীতল হাওয়া ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেও তাহার আর নিদ্রা আসিল না।

রাত্রির অন্ধকার দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মলা শয্যাত্যাগ করিয়া সম্মুখের ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোরের পাখী ডাকিবার বহু পূর্ব্বেই আবর্জ্জনাবাহী শকটের ঘড়ঘড় শব্দে কলিকাতা মহানগরী সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাসের লীলাক্ষেত্র, ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্না, সুরম্য

বিলাতী হাওয়া

হর্ম্ম্যমালা-পরিশোভিতা মহানগরী, যৌবন-চঞ্চলা জমিদার-ঘরণী নির্ম্মলার নিকট একটা বিরাট দানবীর মত বোধ হইল। এখনও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয় নাই, কে যেন তাহাকে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে আঘাত করিয়া জানাইয়া দিয়া গিয়াছে, এইখানেই তাহাকে জীবনের সমস্ত কাম্য সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হইবে—উদ্ধারের পথ নাই, পথ নাই! কলিকাতায় ত সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার আসিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু কই কখনও ত এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখে নাই, তবে হঠাৎ আজ কেন এমন হইল,—স্তব্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে কেবল এই কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার স্বামী যে পল্লীগ্রামের বাস তুলিয়া কলিকাতায় নূতন করিয়া ঘরসংসার পাতিতে আসিয়াছেন! প্রথমেই এ কি বাধা!

ঘুম ভাঙ্গিয়া সুধীর দেখিল পার্শ্বে নির্ম্মলা নাই; খোলা ছাদের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার স্তব্ধ মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুধীর সেই মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইয়া অতি সন্তর্পণে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ধরিল। সেই চির-পরিচিত কর-পল্লবের স্নেহস্পর্শ যে কাহার, তাহা নির্ম্মলার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। পাছে হাত টানিয়া লইলে এই স্পর্শ-সুখ উপভোগে সে বঞ্চিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু তাহাতেও তাহার আশা পূর্ণ হইল না; কেন না অল্প কিছুক্ষণ পরেই সুধীর চোখ ছাড়িয়া দিয়া তাহার

পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা, টের পেয়েছিলে [redacted] ?" তুমি ?"

অন্য দিন হইলে নির্ম্মলা উত্তর করিত, "তা টের পাব কেন !" কিন্তু আজ নির্ম্মলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল, "কল্‌কাতায় থেকে কাজ নেই, চল বাড়ী ফিরে যাই।"

তাহার এই বিষাদ-পূর্ণ কণ্ঠস্বর—এই কাতর অনুরোধ সুধীরের নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিল। এক রাত্রে এমন কি ঘটিয়াছে, যাহাতে নির্ম্মলার এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল? সুধীর তাহার শুষ্ক কাতর মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরে বিষম ব্যথা অনুভব করিয়া কহিল, "মুখখানা অমন শুকিয়ে গেছে যে? অসুখ করেছে বুঝি? একলা চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ আমায় একবার ডাকতে নেই!"

নির্ম্মলা স্বামীর মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "অসুখ কিছু করে নি, খানিক আগে এমন দুঃস্বপ্ন দেখেছি যে, বুকটা এখনও ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

সুধীর কতকটা আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কহিল, "স্বপ্ন দেখেছ তার জন্যে এখনও মুখখানি শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছ? আচ্ছা, কি স্বপ্ন দেখেছ শুনি?"

নির্ম্মলার বুক আরও বেশী কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু স্বপ্নের কথা না বলিলেও নয়; নহিলে অন্তরের বোঝা কিছুতেই হাল্কা

হইবে না। সে কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "একটা বিকটাকার মানুষ আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে কট্‌মটিয়ে চেয়ে বল্লে, 'কল্‌কাতায় যদি বাস করবার মতলব করিস্‌, তা হ'লে তোর নিস্তার নেই, তুই তোর সমস্ত কাম্য, সমস্ত সুখ হারাবি, কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না'।"

সুধীরের পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই প্রকারের একটা অর্থহীন উদ্ভট স্বপ্নেও মানুষকে এতটা বিচলিত করিতে পারে!

নির্ম্মলা ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি হাসছ; কিন্তু সত্যি বলছি আমার বড্ড ভয় করছে। তোমার সেবা করা ছাড়া এ জগতে আমার আর কি কাম্য আছে?"

সুধীর তাহার মুখের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "সেবার ব্যাপার কি কল্‌কাতাতে চলতে পারবে না? আচ্ছা ক্ষেপা ত! স্বপ্ন ত মানুষ কত রকম দেখে, ওতে ভয় পাবার কি আছে!"

নির্ম্মলা তেমনই বিষণ্ণমুখে কহিল, "ভোরের স্বপ্ন যে বড্ড ফলে যায়, তাই আমার বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "ও সব মেয়েলি শাস্ত্রের কথা রেখে দাও। তোমার বুকের ভেতর কাঁপছে, সেটা সারবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে আবেগভরে পত্নীকে বুকের মধ্যে

টানিয়া লইল। নির্ম্মলা স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া একান্ত আগ্রহে তাহার দুইখানি সুকোমল বাহু দিয়া স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুধীর কহিল, "এই ত আসবার আগের দিন আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম যেন তোমার সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হ'য়েছে; এমন ঝগড়া যেন এ জীবনে আর আমাদের মিল হ'বে না।

নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিয়া সুধীরের মুখের দিকে ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া কহিল, "কাজ নেই, চল বাড়ী ফিরে যাই।"

সুধীর সপ্রেমদৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "ও স্বপ্ন যদি সত্যি বলে মানতে হয় তা হ'লেই ত গেছি! যা অসম্ভব, তাও কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে। যাকে এক দণ্ড কাছে না দেখলে অস্থির হ'য়ে উঠি, যার মুখের হাসিটুকু আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, তার সঙ্গে ঝগড়া হ'বে, এমন তেমন ঝগড়া নয় এ জীবনে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে; হায়রে এমন স্বপ্নও বিশ্বাস করতে হ'বে! স্বপ্ন দেখে যখন জেগে উঠলাম, তখন সত্যিই আমার হাসি পেল। দূর তাও কি হয়!"

নির্ম্মলা আবার স্বামীর কাঁধে মুখ লুকাইল।

এমন সময় নীচে শরতের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "সুধীর, সুধীর।" নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি মাথার উপর অঞ্চলপ্রান্ত টানিয়া দিয়া সুধীরের গলা ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। সুধীর কহিল, "ওপরে এস হে শরৎ।"

বিলাতী হাওয়া

শরৎ উপরে আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুণ, বাড়ীটি পছন্দ হয় কি না একবার দেখবে চল?"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "আমার অত পছন্দ অপছন্দ নেই; তোমাদের পছন্দ হ'লেই আমার পছন্দ ঠাকুরপো।"

কথায় কথায় নির্ম্মলার দুঃস্বপ্নভারগ্রস্ত মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

শরৎ চলিয়া গেলে নির্ম্মলা কহিল, "সত্যি ঠাকুরপোর মত ভাল ছেলে এখন দেখতেই পাওয়া যায় না। সে আমায় ঠিক নিজের বউদিদির মতই দেখে। তোমায় সে তেমন গ্রাহ্য করে না বটে, কিন্তু আমায় খুব ভক্তি করে।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "তোমায় ভক্তি না করে থাকবার জো আছে! তুমি যে ভক্তি আদায় করতে জান!"

বাড়ীটা কমলার স্বামী বিনয়কুমারের। বিনয় সুধীরের ভায়রা-ভাই। কাল সন্ধ্যার সময় সুধীর যখন ষ্টেশনে আসিয়া নামিল, বিনয় কিছুতেই তাহাদের নূতন বাটীতে উঠিতে দিল না; নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল। শরৎ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল, সেও তাহাদের সঙ্গে বিনয়ের বাড়ীতে আসে এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্পগুজব করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

সুধীর ও শরতের এক গ্রামেই জন্মস্থান। শিশুকাল হইতে তাহারা দুই জন গ্রামের স্কুলে এক সঙ্গে পড়িয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে কোন রকমে উঠিয়া সুধীর সরস্বতী দেবীর আরাধনা

ছাড়িয়া দেয়, শরৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসে। সেই অবধি সে কলিকাতায় আছে; তবে মাঝে মাঝে পূজার ও গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে গ্রামে বেড়াইতে যাইত। এখন সে এম, এ পাশ করিয়া ওকালতি পড়িতেছে। সুধীর জমিদার হরকিশোর বাবুর একমাত্র সন্তান, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। শরৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সুধীর বয়সে শরৎ অপেক্ষা অল্প কিছু বড়, উভয়ের অবস্থারও অনেক পার্থক্য, তথাপি একজন আর একজনের প্রকৃত বন্ধু।

সুধীর আজন্ম পল্লীগ্রামের শান্ত সুষমার মধ্যে বর্দ্ধিত। কিন্তু পিতৃ-বিয়োগের পর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই, পল্লী-জীবন তাহার নিকট নিতান্ত একঘেঁয়ে ঠেকিল। পত্নী নির্ম্মলাকে লইয়া শুধু ঘরের কোণে বসিয়া গল্প করিতে হয়, তাহাকে বিবিধ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া কোথাও বেড়াইবার উপায় নাই, সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যাপারটাই তাহার নিকট একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে স্থির করিয়া ফেলিল, আর পল্লীগ্রামে থাকা হইবে না। নির্ম্মলাকে সে কথা জানাইলে, সে কহিল, "এখানে ত বেশ আছি, কি হ'বে কল্‌কাতায় গিয়ে।"

সুধীর কহিল, "না এখানে আর কিছুতেই থাকা হ'তে পারে না, তোমাকে নিয়ে দু'দণ্ড কোথাও বেড়াব তার জো নেই, অমনই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "তোমার মতলবটা কি, সেখানে গিয়ে

আমায় মেম সাজাবে না কি? তা কিন্তু এখন থেকে তোমায় বলে রাখছি, সেখানে গিয়ে আমি বেহায়া-পণা করে বেড়াতে পারব না, তুমি যাই কেন বল না।"

সুধীর নির্ম্মলাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "সে তখন দেখা যাবে।"

নির্ম্মলা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "এই সব দুষ্টুমি বুদ্ধি বুঝি তোমার মাথায় চেপেছে! তা হ'লে কিন্তু আমি কল্‌কাতায় যাব না।"

সুধীর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "তা বেশ যেয়ো না, আমি একলাই যাব।"

নির্ম্মলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তোমায় যেতে দিলে ত যাবে, ও সব বুদ্ধি করলে কখ্‌খনও যেতে দেব না।"

সুধীর মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। নির্ম্মলাও খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার সঙ্গে দেখছি পারবাব জো নেই, একটুতে মুখ ভার করে ফেল। যদি কল্‌কাতায় গিয়ে সুখী হও তাই যেয়ো। আমার কি, তুমি যখন কাছে থাকবে, তখন আমার সবই সমান; কল্‌কাতাও যা, পাড়াগাঁও তাই।"

সুধীর জানিত অল্প কিছুক্ষণ মুখ ভার করিয়া থাকিতে পারিলেই নির্ম্মলার সম্মতি পাইতে বিলম্ব হইবে না, তাই তাহার এই কথায় এতটুকু আশ্চর্য্য না হইয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল, "কেমন হারিয়েছি ত!"

নির্ম্মলা কহিল, "আমার হার কিসের! তুমি ত আর আমায় একলা ফেলে যেতে পারলে না; তা হ'লে বুঝতাম আমার হার হ'ত।"

সুধীর পর দিনই বৃদ্ধ ম্যানেজারের হাতে সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় সাহেব-পাড়ায় একটী বাটী ভাড়া করিবার জন্য শরতকে তার করিয়া পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই-চারি দিনের মধ্যেই নির্ম্মলা কলিকাতার গৃহটি গুছাইয়া লইল। বাড়ীটি তাহার খুব পছন্দমত হইয়াছিল। গৃহের সম্মুখে ও পিছনে অনেকখানি খালি জমি, যেটা কলিকাতায় সচরাচর দুষ্প্রাপ্য। এখানে সেখানে দুই একটী গাছ শাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহের দুই ধারে ফুলের বাগান। সন্ধ্যাকালে বেলা, জুই, হাসনাহানা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া কক্ষগুলি আমোদিত করিয়া তোলে। বাড়ীটি রাস্তার উপর নহে। বাহিরের বারান্দায় বসিলে রাস্তা হইতে দেখা যায় না।

সুধীরের গৃহ দাস-দাসীতে পূর্ণ থাকিলেও, তাহার সমস্ত কাজ নির্ম্মলা নিজেই করিত। ভৃত্যেরা বিছানা করিয়া যাইত, নির্ম্মলার তাহা পছন্দ হইত না। তাহার মনে হইত তোষকখানি হয় ত কোথায় কুঞ্চিত হইয়া আছে, শুইতে গেলে স্বামীর দেহে ব্যথা লাগিবে; চাদরখানি কোথায় গুটাইয়া আছে, স্বামী অস্বস্তি বোধ করিবে; বালিশটা ঠিক সোজা করিয়া রাখা হয় নাই, তাহার কষ্ট হইবে; কাজেই বিছানা তাহাকে প্রতিদিনই নূতন করিয়া পাতিতে হইত। এমন অনেক দিন গিয়াছে, বিছানা একবার নূতন করিয়া পাতিয়া তাহার মন উঠে নাই, দুইবার তিনবার করিয়া পাতিয়াছে। স্বামীর দুই বেলার আহার্য্য সে নিজহস্তে রন্ধন

করিত, পাচকের উপর ভার দিয়া সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

সেদিন সকালবেলা সুধীর বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল, নির্ম্মলা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, "আজ কিন্তু আমি চা তৈরী করব।"

নির্ম্মলা সুধীরের মুখের দিকে আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাদের অন্ন মারবার চেষ্টা, তা হ'বে না।"

সুধীর জেদ ধরিল, আজ সে কিছুতেই নির্ম্মলাকে চা তৈয়ারী করিতে দিবে না, সে নিজেই করিবে, কিন্তু নির্ম্মলার সহিত পারিয়া উঠিল না।

নির্ম্মলা সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার করা চা বুঝি পছন্দ হ'বে না।" এ কথার কি উত্তর দিবে, কাজেই সুধীরকে হার মানিতে হইল।

এক পেয়ালা চা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সম্মুখে ধরিয়া দিতেই সুধীর কহিল, "এক পেয়ালা চা করলে যে, তোমার কই ?"

নির্ম্মলা কহিল, "আমি বুঝি রোজ এখানে বসে চা খাই যে, তুমি ও কথা জিজ্ঞেস করচ !"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "রোজ খাও না তা জানি, কিন্তু আজ খেতে হ'বে ; আমি তৈরী করে দেব, তুমি আমার সামনে বসে খাবে। একলা একলা খেতে আর ভাল লাগে না।"

নির্ম্মলা তাহার মুখের দিকে সলজ্জ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তোমার খালি দুষ্টুমি বুদ্ধি, তোমার সঙ্গে বসে কিছুতেই খেতে পারব না।"

সুধীর কাগজখানি তুলিয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা বেশ, আমিও আজ চা খাবার কিছু খাব না, এই রইল পড়ে সব।" বলিয়া কাগজে অনাবশ্যক মনঃসংযোগ করিল।

নির্ম্মলা দেখিল চা জুড়াইয়া যায়, তখন ক্ষিপ্রহস্তে সুধীরের হাত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ঢের কাগজ পড়া হ'য়েছে,—ক'লাইন পড়া হ'ল শুনি?"

সুধীর অতিরিক্ত মাত্রায় গম্ভীর হইয়া কহিল, "ক'লাইন কি, এক পাতা পড়ে ফেলেছি!"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "জানি গো জানি, তুমি খুব বাহাদুর, এখন চা যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল, খেয়ে ফেলে যা হয় কর।"

সুধীর কহিল, "কখ্খনও খাব না?"

নির্ম্মলা দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, "আমার ঘাট হ'য়েছে। আচ্ছা লোক যাহ'ক, যা ধরবে না করে ছাড়বে না। তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।"

সুধীর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দূর করিয়া হাসিতে হাসিতে চাদানি হইতে পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল।

নির্ম্মলা সুধীরের আনত মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, যেন ঐ মুখের উপর জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বার-বার মনে মনে বলিতে লাগিল, "তোমার ভালবাসা আমার এ নারী-জীবনের একমাত্র সম্বল। তোমাকে সুখী করিবার জন্য, তোমার মুখের হাসি দেখিবার জন্য আমি তুচ্ছ প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন করিতে পারি। হে ভগবান, যেন তাই পারি! স্বামীর মুখ দেখিতে দেখিতে যেন তোমার কোলে গিয়া আশ্রয় লইতে পারি। এ ছাড়া আমার অপর কোন কামনা নাই। আমাকে সঙ্গে লইয়া চা খাইতে যদি তিনি তৃপ্তি অনুভব করেন, আমি কেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব। তিনি যখনই যে আদেশ করিবেন তাহাই পালন করিব। হে ঠাকুর, সে সুখ হইতে যেন বঞ্চিত না হই।" তার পর সে প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিল, "বললাম বাড়ীর ভেতর বসে চা খাও, তা হ'ল না, বারান্দায় বসে খাব—বেশ তাই বারান্দায় এসে তোমায় চা তৈরী করে দিচ্ছি। আবার এখন হ'ল একলা বসে খাব না, তোমার সঙ্গে খাব, বেশ তাতেও না হয় রাজি হ'লাম; কিন্তু এর বেশী যদি কিছু বল, তা কিছুতেই শুনব না। তুমি তাতে রাগ করতে পারবে না, তা এখন থেকে বলে রাখছি।"

নির্ম্মলা এ কথা কতবার বলিয়াছে, কিন্তু একবারও রাখিতে পারে নাই। পাছে তাহার কোন কার্য্যে সুধীর অন্তরে এতটুকু ব্যথা পায়, তাই সে মুখে যাহাই বলুক না কেন, কার্য্যে সুধীরের কোন ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

সুধীরের একান্ত পীড়াপীড়িতে নির্ম্মলা সবেমাত্র চায়ের

পেয়ালায় চুমুক দিয়াছে, এমন সময় বারান্দার অদূরে দাঁড়াইয়া শরৎ কহিল, "সুধীর আমাদের জন্যে চা আছে ত, না একলাই সব খেয়ে ফেলেছ?" নির্ম্মলা লজ্জায় এতটুকু হইয়া পেয়ালাটী টেবিলের উপর রাখিয়া ক্ষিপ্রপদে বারান্দা ত্যাগ করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। ছি ছি ঠাকুরপো কি মনে করিল! এই ব্যাপার লইয়া সকলে মিলিয়া হয় ত কত হাসাহাসি করিবে! ওঁর কিন্তু এ ভারি অন্যায়!

নির্ম্মলা যাহা আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই ঘটিল। শরৎ একলা আসে নাই, তাহার সঙ্গে হরিশ ছিল। হরিশ, সুধীর ও শরতের বন্ধু। এই কলিকাতায় তাহাদের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ; অবস্থাও তাহার খুব ভাল। তাহাদের সাড়া পাইয়া কে একজন তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল, তাহা হরিশের দৃষ্টি এড়ায় নাই। টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটী চায়ের পেয়ালা দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "কি হে সুধীর, গিন্নিকে নিয়ে বুঝি চা খাওয়া হ'চ্ছিল? বেশ, বেশ! তোমার স্ত্রী যে এতটা উন্নত হ'য়েছেন খুব আনন্দের কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি ত আমাদের সাম্‌নে বেরুবেন না যে, দেখে আনন্দ উপভোগ করব।"

নির্ম্মলা একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

হরিশ কহিল, "তুমি যে মেয়েদের এই মিথ্যে লজ্জার ভাবটা দূর করবার চেষ্টা করছ, দেখে সত্যই আমার ভারি আনন্দ হ'ল। এই ত চাই!"

শরৎ কহিল, "তোমার বক্তৃতার জ্বালায় অস্থির; যেখানে যাবে কেবল ঐ এক কথা। এখন একটু চুপ কর দিকি, শুধু কথায় ত আর পেট ভরবে না। হ্যাঁ হে সুধীর, চা-টা আছে, না ভেতরে গিয়ে জোগাড় করে আসব?"

সুধীর কহিল, "চার জন্যে তোমাকে বউঠাকরুণেরই শরণাপন্ন হ'তে হ'বে।"

শরৎ কহিল, "তা'হ'লে ভেতরেই যাই। একেবারে শুধু মুখে যাব তা হ'চ্ছে না। কিছু মিষ্টিমুখ করা যাক্, কি বল হে?" এই বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া রেকাবি হইতে সন্দেশ তুলিয়া মুখে দিয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইলে সুধীর কহিল, "এই চায়ের পেয়ালাটা ভেতরে নিয়ে যাও।"

চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া কক্ষের ভিতরে দাঁড়াইয়া শরৎ ডাকিল, "বউঠাকরুণ।"

নির্ম্মলা ভিতরের ঘরে ছিল, শরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই চায়ের পেয়ালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

শরৎ কহিল, "বউঠাকরুণ তোমার চা যে জুড়িয়ে গেল।"

নির্ম্মলা যেন সে কথা শুনিতে পায় নাই এমনই ভাব দেখাইয়া কহিল, "তুমি আজ আসবে না বলেছিলে, তাই আর তোমার জন্য চা তৈরী করে রাখি নি, যাই শীগ্‌গির তৈরী করে আনি; বাইরের ও বাবুটি কি চা খাবেন?"

বিলাতী হাওয়া

শরৎ কহিল, "চা আবার খাবে না!"

নির্ম্মলা কহিল, "তবে শীগ্‌গির দু পেয়ালা চা করে আনি।"

সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শরৎ কহিল, "তোমার চা?"

নির্ম্মলা সে দিকে না চাহিয়া কহিল, "যেখানে হ'ক রেখে দাও।"

শরৎ বাহিরে গিয়া দেখিল, হরিশ খুব জমকাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

হরিশ বলিতেছিল, "দেখ সুধীর, মেয়েদের প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, এমন বোধ হয় আর কোন দেশে করে না। স্ত্রীকে আমরা মনে করি পেটভাতের রাঁধুনী দাসী, আর সেই আমরা গর্ব্ব করে কিনা বলে বেড়াই, ইউরোপের লোকেরা আর কদিন সভ্য হ'য়েছে, ইউরোপে যখন সভ্যতার আলো দেখা দেয় নি, তার বহু পূর্ব্বে,—সেই কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে আমরা সভ্য। কি মূঢ়তা!" এই বলিয়া হরিশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ তিনজনেই চুপ করিয়া রহিল।

শরৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "সব ত বুঝলাম, এখন মেয়েদের নিয়ে কি করতে হ'বে বল ত?"

হরিশ কহিল, "তোমাকে সে কথা বোঝাতে পারব না। যে কিছুতেই বুঝতে চাইবে না, তাকে বোঝান বড় শক্ত। আমি আর কিছু বলতে চাই না, শুধু এইটুকু বল্‌তে চাই, তোমরা মেয়েদের অমন অশ্রদ্ধার চোখে দেখ না; তাদের কাজ যে কেবল পুরুষের গোলামী করা, এটা মনে কর না।"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "আমরা যে মেয়েদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখি বা তাদের দিয়ে গোলামী করাই এ কথা তোমায় কে বল্‌লে। আমি ত বলি আমরা তা করি না। সেটা তোমাদেরই বোঝবার ভুল।"

হরিশ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আচ্ছা কিসে আমাদের ভুল দেখলে, তুমি এখন যা বল্‌লে, কাজের বেলায় সত্যই কি তাই করে থাক। মেয়েদের ভাল করে লেখা পড়া শিখতে দেবে না, রাতদিন ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেবে—।"

শরৎ বাধা দিয়া কহিল, "এই দেখ, কোন্‌ কথা থেকে কোন্‌ কথায় এসে পড়লে; আমরা কি মেয়েদের চাবি বন্ধ করে রাখি, না তাদের বলে দিয়েছি, খবরদার ঘর থেকে বেরিয়ো না; সেটা ত তাদের ইচ্ছে; বেরুলেই পারে।"

হরিশ কহিল, "যাদের সে ইচ্ছের ওপর কেউ বাধা না দেয়, তারা ত বেরিয়েই থাকে, কিন্তু ক'জনকে তোমরা স্বাধীন ইচ্ছে মত কাজ করতে দাও। আমি এমন কত বাড়ী দেখেছি, কোন মেয়ে যদি রাস্তার ধারের জানালায় বা বারান্দায় এসে একটু দাঁড়িয়েছে, অমনই বাড়ীর যে যেখানে আছে, এমন কি তের চোদ্দ বছরের একটা ছেলে পর্য্যন্ত দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এমন তাড়া করবে যে তারা পালাতে পথ পাবে না। আচ্ছা, তোমরা কি মনে কর মেয়েদের কোন চরিত্রবল নেই? পুরুষের সামনে বেরুলে বা কারুর সঙ্গে দুটো কথা বল্‌লে অমনই তারা উচ্ছন্ন গেল, তাদের জাত ধর্ম্ম সব ভেসে গেল!"

এমন সময় বেহারা দুই পেয়ালা চা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া উপস্থিত হইল।

শরৎ কহিল, "বকে বকে গলা তোমার শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে, একটু গলাটা ভিজিয়ে নাও, তারপর না হয় আবার সুরু কর।"

সুধীর এতক্ষণ নীরবে তাহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতেছিল, এইবার কহিল, "হরিশ ঠিক কথাই বল্‌ছে। আমরা মেয়েদের ঘরের কোণে আটকে রেখে রেখে তাদের এমন করে তুলেছি যে, তারা এখন বাইরে বেরুতে গেলেই একেবারে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। তাদের ধারণা জন্মেছে, বাইরে বেরুলেই পাঁচ কথা শুনতে হ'বে, তাদের জাত যাবে। অবস্থাটা সত্যই কি রকম দাঁড়িয়েছে বল দেখি ?"

হরিশ পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "শুনলে ত শরৎ, যার একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে সে এ কথা স্বীকার করবেই। একটা কথা ধর না কেন, আমার স্ত্রী যদি তোমার কিংবা সুধীরের সাম্‌নে না বেরোয়, তোমাদের আদর-যত্ন না করে, সেটা কি খুব ভাল দেখায় ? স্ত্রীর ওপর যদি এটুকু বিশ্বাস না থাকে, তা হ'লে সে স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেই কি আমরা খুব শান্তিতে থাকব। ও সব আমি মানি না। দেখ শরৎ, তোমার জন্যে সত্যই আমার ভারি দুঃখ হয়, তুমি লেখা-পড়া শিখে কি করে যে ঐ সব কুসংস্কার বজায় রেখেছ, এটা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য্য বোধ হয়।"

শরৎ তখন চায়ের পেয়ালা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, বাকি যেটুকু ছিল, সেটুকু শেষ করিয়া কহিল, "সব না হয় বুঝলাম, বন্ধুদের মধ্যে সবাই যে তোমার মত চরিত্রবান্ হ'বে এমন ত কোন কথা নেই। তখন ত একটা অশান্তির সৃষ্টি হ'তে পারে। মোট কথা আমি মেয়েপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলভাবে মেলামেশাটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না; তোমরা আমায় গাল দাও, আমি নাচার। মানুষের মন ত! দেখ, যে ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত নই, সে রকমের একটা নতুন কিছু করতে যাওয়াই আমাদের অন্যায়, তার ফলটা হয় ত অনেক সময় খারাপ দাঁড়াতে পারে! ও সব বিলাতী-হাওয়া ঘরে না ঢোকানই ভাল।"

এমন সময় ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সকলে উঠিয়া পড়িল; সে দিনকার মত তর্ক বন্ধ হইয়া গেল।

সুধীর ভিতরে যাইতেই নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের হরিশবাবু লোকটা কি খ্রীষ্টান?"

সুধীর কহিল, "কেন বল দিকি?"

নির্ম্মলা কহিল, "কেন আবার জিজ্ঞেস করছ! না হ'লে ঐ রকমের সৃষ্টিছাড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! আমি জোর করে বল্‌তে পারি উনি কখ্‌খন হিন্দু নন।"

সুধীর কহিল, "না গো না, ও আমাদের মতই হিন্দু, খ্রীষ্টান নয়। তবে হরিশ উদ্ভুটে হিন্দু নয়।"

নির্ম্মলা জোর দিয়া কহিল, "উনি যাই হ'ন গে, তুমি কিন্তু ওঁর

সঙ্গে ও সব কথা নিয়ে আর তর্ক করতে পাবে না। শেষে তোমার অবধি মন ঐ দিকে গড়িয়ে যাবে।” একটু থামিয়া হাসিতে হাসিতে আবার কহিল, “একে মনসা তাতে আবার ধূনোর গন্ধ পেলে আর রক্ষে থাকবে!”

নির্ম্মলার এ অনুরোধের কিন্তু কোন ফল হইল না। সুধীরের গৃহে এই রকমের তর্ক মাঝে মাঝে খুব চলিতে লাগিল। এক দিকে হরিশ ও সুধীর, আর এক দিকে একলা শরৎ। তাহারা যত রকম তর্ক তুলিত, শরৎ একে একে তাহার খণ্ডন করিয়া যাইত। তবে কোন পক্ষই হার স্বীকার করিত না। হরিশ ও শরৎ উভয়েই শুধু তর্কের জন্যই তর্ক করিত না, অন্তরের মধ্যে যে কথা তাহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই জোরের সহিত বাহিরে প্রকাশ করিত। হরিশ শুধু কথায় নহে, কার্য্যেও তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। তাহার স্ত্রীকে লইয়া সে বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্রে বেড়াইত, একত্রে গল্প করিত; এ দিকে সে নিজেকে হিন্দু বলিয়া প্রচার করিত। সে জোর করিয়া বলিত, কোন হিন্দুশাস্ত্রেই মেয়েদের আটক করিয়া রাখিবার বিধান নাই, তবে কেনই বা সে তাহা মানিতে যাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরিশের স্ত্রী শ্রীমতী ইভা এতদিন কলিকাতায় ছিল না, পশ্চিমে তাহার পিতৃগৃহে বেড়াইতে গিয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিবার পর দিনই হরিশ তাহাকে লইয়া সুধীরের চায়ের টেবিলে উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমন সংবাদ পাওয়ামাত্রই নির্ম্মলা টেবিল ছাড়িয়া ভিতরে পলাইয়া গেল।

তাহাদের দেখিয়া সুধীর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যেন সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

হরিশ এমন সময় কহিল, "এই ভাই আমার স্ত্রী এসেছে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে; জান ত এতদিন কল্‌কাতায় ছিল না।"

ইভা সুধীরকে নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার ঠিক সম্মুখেই বসিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'বার সৌভাগ্য এতদিন ঘটে নি, কিন্তু আপনার বন্ধুর মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি এখানে বেশ ভাল আছেন ত?"

সুধীর প্রতিনমস্কার করিতে না পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এটা যে ঠিক ভদ্রতা হইল না,

তাহা বুঝিয়াও সে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। এখন যদি তাহার কথার উত্তর দিতে না পারে, তাহা হইলে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করা হয়; তাই সে বিশেষ সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমি ভাল আছি আপনি—"

তাহাকে কথা সমাপ্ত করিবার অবকাশ না দিয়া ইভা কহিল, "আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন? আমি সেখানে বেশ ভালই ছিলাম। সেখানকার জল-হাওয়াটা খুব ভাল। তবে এঁকে ছেড়ে থাকতে হ'য়েছিল বলে মনটা তেমন প্রফুল্ল ছিল না। বাবা মা ছাড়লেন না, না হ'লে আরও আগে চলে আসতাম!"

হরিশ হাসিতে হাসিতে কহিল, "কি বল ইভা, বিয়ে হওয়ার পর থেকে এতদিন আমরা কখনও ছাড়াছাড়ি হ'য়ে থাকি নি। যে ক'দিন ইভা কাছে ছিল না মনটা আমার এমনই ফাঁকাফাঁকা ঠেকত তা আর তোমায় কি বল্‌ব স্থধীর।"

স্থধীরের মনের চাঞ্চল্য তখন একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছিল, সেও হাসিমুখে কহিল, "ওটা আমি খুব ভাল বুঝি হরিশ, আমি ত নির্ম্মলাকে ছেড়ে দুসন্ধ্যে একলা থাকতে পারি না। তুমি যে কি করে এত দিন একলা ছিলে, সেটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে।"

হরিশ কহিল, "কি করব ভাই, দায়ে পড়ে কষ্টটা কোন রকমে সহ্য করে নিয়েছি।"

তিন জনে মিলিয়া হাসিতে লাগিল।

ইভা কহিল, "আপনার স্ত্রী বোধ হয় আমাদের দেখে পালিয়েছেন।"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ, আপনি আসবেন জানলে তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করতাম।"

ইভা কহিল, "অভ্যেস হ'য়ে গেলে তাঁর আর ও লজ্জাটুকু থাকবে না। স্বামী যা ভালবাসেন প্রত্যেক স্ত্রীরই তা করা কর্ত্তব্য, এটুকু তাঁকে বুঝিয়ে বললেই তিনি বুঝবেন। এটা সত্যই কি রকম বিশ্রী দেখায় বলুন ত সুধীর বাবু,—স্বামীর বন্ধুবান্ধবের সাম্‌নেও আমরা বেরুব না, তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজবও করব না! আমি আমার স্বামীর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করি, বেড়াই বলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, আমি সে সব কথায় কানই দিই না! তারা এটুকু বোঝে না যে আমরা গায়ে পড়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াই না; আপনাদের মত পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেই যা আলাপ করি।"

সুধীর উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার মত সবাই যদি এ রকম ভাবে সব কথা বুঝত, তা হ'লে সংসার কত সুখের হ'ত।"

হরিশ জোর দিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই, তা আর বলতে! ঘরে ঘরে যে দিন আমদের মেয়েরা ঐ সব মিথ্যে সঙ্কোচ দূর করে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে চলতে পারবে, সে দিন সত্যই আমরা

নবজীবন লাভ করব, আমাদের জাতটা ইউরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য হ'বে।"

এমন সময় শরৎ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তার এখনও অনেক দেরী হে হরিশ! রাধাও নাচবে না, চোদ্দ মন তেলও পুড়বে না!" হঠাৎ ইভার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থামিয়া গেল। ইভা যে পিত্রালয় হইতে ফিরিয়াছে, এ খবরটা সে ইতিপূর্ব্বে পায় নাই। প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, বুঝি সুধীরের জবরদস্তিতে পড়িয়া নির্ম্মলা হরিশের সম্মুখে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছে।

ইভা তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এই যে শরৎবাবু, আসুন। দেখুন সুধীর-বাবু, শরৎবাবু বেশ মজার লোক, আমাদের গাল দিতেও ছাড়েন না, এ দিকে আমাদের সঙ্গে মিশতে কিন্তু এতটুকু ইতস্ততঃ করেন না।"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "এ আপনি আমার ওপর অন্যায় দোষ দিচ্ছেন। আমি আপনাদের কখনও গাল দিই নি; বরং আমি সবাইকে খুব শ্রদ্ধা-সম্মানের চোখেই দেখে থাকি। আমি কখনও কারু নাম ধরে কোন কথা বলি না। আমি যা বলি সাধারণ ভাবেই বলে থাকি; আমার সেইটা অন্তরের বিশ্বাস বলেই বলে থাকি। আমার বিশ্বাস আমাদের যে অভ্যাসটা মজ্জাগত হ'য়ে গেছে, সেইটাকে জোর ক'রে টেনে ফেলতে গেলে, অনেক সময় মন্দই হ'য়ে থাকে। আপনার মত মনের বল, আপনার মত

শিক্ষাদীক্ষা ক'জনের আছে। হরিশের মত এমন উদার সরলপ্রাণ স্বামীই বা ক'জন স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে! সংসারে. সবাই যদি আপনাদের মত হ'ত তা হ'লে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু তা যে হয় না!"

তিন জনে একমনে শরতের কথাগুলি শুনিতেছিল। এ সব কথার উত্তর দিবার মত তাহারা কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। তর্কপ্রিয় হরিশেরও আজ কোন কথা জোগাইল না। শরৎ, হরিশ ও ইভার চরিত্রের এমন জায়গায় আঘাত দিয়া কথা বলিয়াছিল, যে তাহাদের কিছু বলিবার থাকিলেও তাহারা বলিতে পারিল না। কিন্তু হরিশের পক্ষে এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই সে অল্প কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল, "হয় না এ কথা তুমি কিছুতেই বল্‌তে পার না। অবশ্য ভাল মন্দ লোকের কথা বল্‌ছ, সে সব সমাজেই আছে, তাই বলে অন্য কোন সমাজ কি আমাদের সমাজের মত মেয়েদের এত নীচু করে দেখে?"

ইভা কহিল, "শরৎবাবু আপনি আমাদের সব সময় খুব বড় করে দেখেন, যেখানে সেখানে ঐ কথাই বলে বেড়ান, ওতে আপনারই মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়; ঐ জন্যেই আপনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে কথা বল্‌লেও, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।"

চা ও খাবার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঐখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

ইভা কহিল, "আপনার স্ত্রীর ত এদিকে খুব কেতা দুরস্ত দেখছি। তাঁকে আমি খুব তৈরী করে নিতে পারব। যাই তাঁর সঙ্গে আগে একবার দেখা করে আসি।"

সুধীর কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "চা খাবার খেয়ে গেলে হ'ত না ?"

ইভা কহিল, "বাড়ীর কর্ত্রীর সঙ্গে আগে দেখা করা দরকার। তা হ'লে আপনারা খেতে থাকুন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

সুধীর কহিল, "তা হ'লে আপনার চা ভেতরে নিয়ে যেতে বলি ?"

ইভা হাসিয়া কহিল, "সেই ভাল।"

হলঘরেই নির্ম্মলার সহিত ইভার সাক্ষাৎ হইল। সে কহিল, "আমি আপনাদের হরিশবাবুর স্ত্রী। আপনি বোধ হয় এবার আমায় চিন্‌তে পেরেছেন ?"

নির্ম্মলা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এক-জন হিন্দুঘরের মেয়ে যে এমন স্বচ্ছন্দে স্বামীর নাম ধরিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারে, এ ধারণা তাহার পূর্ব্বে ছিল না। ইভা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি ভাই বোধ হয় আমায় স্বামীর নাম করতে শুনে খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছ !"

নির্ম্মলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমাদের যে স্বামীর নাম করতে নেই, স্বামীর কেন শ্বশুর ভাশুর কারু নাম ধরতে নেই, তাতে যে পাপ হয় !"

ইভা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি দেখছি ভাই একেবারে সেকেলে লোক হ'য়ে আছ। আমরা এমন কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি যে কারু নাম করতে পাব না। পাপ হয়, না ছাই হয়। বুঝতাম যদি আমাদের শাস্ত্রকারেরা এমন কোন বিধান করে গেছেন তা হ'লে আমি তা মেনে চলতে বাধ্য হ'তাম, ও সব মেয়েলি কথার কি মূল্য আছে ?"

নির্ম্মলা কহিল, "আমি শাস্ত্রটাস্ত্র ত কিছু পড়ি নি, তাতে কি আছে না আছে তাও জানি না। তবে সবাই যে কাজটা পাপ বলে মনে করেন, আমি কেনই বা তা করতে যাব। আপনার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ইভা পেয়ালার দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার চা ?"

নির্ম্মলা লজ্জাজড়িতস্বরে কহিল, "আমি পরে খাব'খন।"

ইভা কহিল, "সে হ'বে না, তুমি ভাই বেয়ারাকে আর এক পেয়ালা চা আনতে বল; তা না হ'লে আমি কিন্তু খাব না।"

নির্ম্মলা অগত্যা আর এক পেয়ালা চা আনাইতে বাধ্য হইল।

স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত, অবরোধ-প্রথা দেশের কত অনিষ্ট করিতেছে, এই সকল কথা ইভা নানারকম করিয়া নানা উদাহরণ দিয়া নির্ম্মলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নির্ম্মলা নিঃশব্দে তাহার কথা শুনিতেছিল। কথা বলিতে বলিতে ইভার হঠাৎ একটা খেয়াল চাপিল। সে কহিল, "তুমি

ভাই দু'মিনিট একটু বস, আমি বাইরে গিয়ে ওঁদের একটা কথা বলে আসি।"

ইভা কক্ষের বাহিরে গেলে নির্ম্মলা তাহারই সম্বন্ধে মনে মনে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল। মিনিট দু'য়ের মধ্যেই ইভা ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প জুড়িয়া দিল।

গল্প যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ ইভা থামিয়া পিছনের দিকে চাহিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এই চেয়ারখানায় বস না, তুমি ত আর বাঘ ভালুক নও যে, নির্ম্মলা তোমায় দেখে ভয় পাবে।"

ইভার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিয়া নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি চক্ষু নত করিয়া লইল; সে লজ্জায় একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং ক্ষিপ্রহস্তে অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া দিল। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ব্যাপারে তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। সে কি করিবে না করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মুখখানি তেমনই নত করিয়া জড়পদার্থের মত চেয়ারখানিতে বসিয়া রহিল।

হরিশের মনে হইল যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি ধরিয়া বিদ্যুৎ-বিকাশের মত একবার চমকিয়া সরিয়া গেল! সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এত রূপ!

এমন সময় সুধীর ও শরৎ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেই সকলে মিলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নির্ম্মলা চমকিয়া

উঠিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে নামিয়া কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল।

ইভা বুঝিল কাজটা ভাল হয় নাই। আজ প্রথম আলাপের দিনই এতটা করা সঙ্গত হয় নাই। এই ভাবিয়া সে নির্ম্মলাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিল।

শরৎ গম্ভীর মুখে কহিল, "এ কিন্তু তোমাদের ভারি অন্যায়। বউঠাকরুণ যা পছন্দ করেন না, জোর করে তাকে তা করাবার দরকার কি? দেখ হরিশ, তুমি নিজে যেটাকে ভাল বলে মনে কর সেইটা আর পাঁচজনেও যে ভাল মনে করবে এমন ত কোন কথা নেই! তুমি আমাদের দোষ দাও, আমরা জোর করে মেয়েদের আটকে রাখি, সেটা একেবারেই সত্য নয়, মেয়েরা ইচ্ছে করেই অবরোধ-প্রথা মেনে চলে; কিন্তু তোমরা সেই প্রথা ভাঙ্গবার জন্যে মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর বলপ্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছ এটা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। যাক্ ও কথা। বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে, আমি বাড়ী চললাম্।" এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ইভা ও হরিশকে বিদায় দিয়া সুধীর নির্ম্মলার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইতেই সে কহিল, "যাও তোমরা ভারি দুষ্টু। হ'লেই বা তোমার বন্ধু, বলা নেই কওয়া নেই অমনই ভেতরে চলে আসা! আচ্ছা তোমারই বা কি রকম আক্কেল তুমি হরিশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বসে বেশ গল্প করছিলে। হরিশবাবর স্ত্রীই বা কি রকম: তোমার সঙ্গে

আলাপ নেই পরিচয় নেই, তুমি কোথাকার কে একজন বেশ গল্প করতে লেগে গেল! আজ যা করলে করলে কিন্তু ফের যদি এ রকম কর তা'হলে আমি দেশে চলে যাব।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "একলা ?"

নির্ম্মলা কহিল, "একলা কেন, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব এখানে থাকতে দেব না। ঠাকুরপোও এ সব পছন্দ করে না, দেখলে ত রাগ করে চলে গেল। এ সব কিন্তু তোমাদের ভারি অন্যায়।"

সুধীর কহিল, "সত্যি শরৎ আজ ভারি চটে গেছে।"

নির্ম্মলা কহিল, "রাগ করবার কথাই ত! আমারই রাগে গা গস্‌গস্‌ করছিল।"

বাড়ী পৌছিয়া হরিশ ইভাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলে ?"

ইভা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "একেবারে পাড়াগেঁয়ে।"

হরিশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "সুধীরকে খুব সৌভাগ্যবান্‌ বল্‌তে হ'বে। কি চমৎকার দেখতে! আমি ত আজ পর্য্যন্ত এমন সুন্দরী দেখি নি!"

ইভা কহিল, "সুন্দরী বটে, কিন্তু এই কুণোস্বভাব বলে সুধীর-বাবু মনে মনে বোধ হয় অসুখী।"

হরিশ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তা হ'তে পারে। কিন্তু তোমার সংস্পর্শে এলে, কুণোস্বভাব যেতে কতক্ষণ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরিশ ও ইভা প্রতিদিনই সুধীরের চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিতে লাগিল। নির্ম্মলা সেখানে উপস্থিত না থাকিলেও প্রতিদিনই কোন না কোন সময়ে হরিশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এমনই করিয়া অল্পে অল্পে তাহার প্রথম সঙ্কোচের ভাবটা কাটিয়া গেল। হরিশকে দেখিলে সে ঘোমটাটা টানিয়া দেয় সত্য, কিন্তু তাহাতে মুখখানা একেবারে ঢাকা পড়ে না। হরিশের সহিত স্পষ্ট কথা না বলিলেও, তাহার সম্মুখেই চাপা গলায় ইভার প্রশ্নের উত্তর দেয়। হরিশের সহিত দৈবাৎ চোখোচোখি হইলে সে তখনই চক্ষু ফিরাইয়া লয়, কিন্তু লজ্জাবতী লতার মত একেবারে নুইয়া পড়ে না।

শরতও প্রতিদিন চায়ের টেবিলে বসে, কিন্তু হরিশের সহিত আর কোন তর্ক করে না, গম্ভীর হইয়া থাকে। হরিশ ও সুধীর তাহাকে লইয়া নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করে, সে কোন উত্তর দেয় না। সকলে চলিয়া গেলে সে নির্ম্মলার কাছে গিয়া বসে। তখন আর সে গম্ভীর হইয়া থাকে না। নিত্য নূতন খাবারের ফরমাস করিয়া তাহার বউঠাকুরাণীকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। নির্ম্মলা হাসিমুখে তাহার সমস্ত আব্দার পূরণ করে।

তাহার সহিত দেখা হইলেই নির্ম্মলা মনে করে, হরিশ ও ইভার কথা তুলিয়া সে নিশ্চয় কিছু বলিবে কিন্তু সে কিছুই বলে না। শেষে একদিন নির্ম্মলা নিজেই হরিশের কথা পাড়িল।

নির্ম্মলা কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, হরিশবাবু লোকটি কেমন, তোমার কেমন লাগে?"

তাহার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বেশ লোক! ধনবান্, সচ্চরিত্র, বিদ্বান্।"

নির্ম্মলা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, বুঝিল, শরৎ তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; তাই আবার প্রশ্ন করিল, "সে ত আমিও জানি ঠাকুরপো, কিন্তু তাঁকে তোমার কেমন লাগে?"

শরৎ সংক্ষেপে কহিল, "ভালই লাগে; সে যে আমার একজন বিশেষ বন্ধু।"

সেদিন আর কোন কথা হইল না। সন্ধ্যার সময় নির্ম্মলা সুধীরের সহিত মোটরে বেড়াইতে বাহির হইল। এখন আর খোলা মোটরে বেড়াইতে তাহার কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না।

মোটরখানি যখন রেডরোডে গিয়া পৌঁছিল, তখন সারা সহরটী গ্যাসের আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। যেন তাহাদেরই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মানসে তারার দল আকাশের গায়ে জমকাইয়া বসিয়াছে। মোটরখানি অতি ধীরে ধীরে

চলিয়াছিল। গঙ্গাসলিল-কণবাহী বায়ুর মৃদুমধুর হিল্লোলে নির্ম্মলার অলকগুচ্ছ নৃত্য করিতে লাগিল। চঞ্চল বায়ু দুরন্ত শিশুর মত মাঝে মাঝে তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। বার বার অবগুণ্ঠন যথাস্থানে টানিয়া দিয়াও নির্ম্মলা কিছুতেই দুষ্ট বায়ুর হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া বিরক্ত হইয়া আপন মনে কহিল, "দূর হ'ক্‌গে ছাই, আর পারি না।"

এমন সময় মোটরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হরিশ বলিয়া উঠিল, "সুধীর যে, রোজই এখানে বেড়াতে এস না কি?"

নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন টানিয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মোটর দাঁড় করাইতে বলিয়া সুধীর কহিল, "না রোজ এদিকে আসি নি, তুমি কতক্ষণ? একলা যে, ইভা আসেন নি?"

হরিশ কহিল, "এই আসছি, ইভা আমায় মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী নিয়ে ভবানীপুরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে, ফিরতে তার রাত হবে। আমি খানিক বেড়িয়ে ভাড়া-গাড়ী করে বাড়ী যাব ঠিক করেছি।"

সুধীর কহিল, "আর গাড়ী ভাড়া করবার দরকার কি? আমরাও ত এখনই ফিরব। পথে তোমায় নামিয়ে দেব'খন। তোমার তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার দরকার নেই ত? চল ইডেন-গার্ডেনে খানিকটা বেড়িয়ে যাওয়া যাক্‌।"

হরিশ কহিল, "বেশ ত, আমার কোন আপত্তি নেই। একলা বাড়ী বসে থাকার চেয়ে বেড়ানই ভাল।"

সুধীর কহিল, "তবে উঠে পড়।" এই বলিয়া সে নির্ম্মলার দিকে সরিয়া গিয়া হরিশের জন্য স্থান করিয়া দিল। নির্ম্মলা সুধীরের উপর মনে মনে রাগিয়া আরও জড়সড় হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। হরিশের সম্মুখে সে অনেকদিন পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু এমন বিপদে সে একদিনও পড়ে নাই। সে মনে মনে কেবলই বলিতে লাগিল, এ ভারি অন্যায়, আর কখনও বেড়াইতে বাহির হইব না।

খানিক পথ যাইয়া হরিশ বলিয়া উঠিল, "না হে আমি গাড়ী ভাড়া করেই যাই। দেখছ না বউঠাকরুণের কষ্ট হ'চ্ছে।"

সুধীর কহিল, "কষ্ট আবার কিসের, কই তেমন ঘেঁষাঘেঁসি হয় নি ত;" তারপর নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া কহিল, "হ্যাঁ গো তোমার কোন অসুবিধা হ'চ্ছে? বল না হয়, হরিশকে নামিয়ে দিই?"

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিল না, তেমনই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সুধীর কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে, মৃদু ধাক্কা দিয়া কহিল, "চুপ করে রইলে যে, তোমাকে বলতেই হ'বে।"

নির্ম্মলা তবুও চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

সুধীর তাহার আরও নিকটে সরিয়া গিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ করেছ?"

নির্ম্মলা চকিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া চাপা গলায় কহিল, "যাও।"

সুধীর সরিয়া বসিয়া হরিশের দিকে চাহিয়া ভারি গলায় কহিল, "তা হ'লে তোমাকে দেখছি নেমে যেতে হ'ল হরিশ, নির্ম্মলার অসুবিধে হ'চ্ছে।"

অসুবিধা হইলেও নির্ম্মলা এখন কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে পারে না। যখন বিপদের প্রথম বেগটাই কাটিয়া গিয়াছে, তখন কোনক্রমে বাকিটাও সে কাটাইয়া দিতে পারিবে। সুধীরের দিকে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে সে কহিল, "না।"

কথা কয়টি হরিশেরও কানে গেল। সে মনে মনে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিল।

হরিশ ও সুধীর সবেমাত্র মোটর হইতে নামিয়াছে এবং নির্ম্মলা গাড়ীর ভিতর বসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় শরতের সঙ্গে দেখা।

সুধীর শরতের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি রে শরৎ ফিরছিস্ না কি? তা হ'বে না, চল্ আর খানিকটা বেড়াবি।"

শরৎ কহিল, "না ভাই আর ভাল লাগছে না।"

সুধীর কহিল, "ভাল লাগছে না বল্লেই আমরা ছেড়ে দেব! এখানে দাঁড়িয়ে মিছে কথা কাটাকাটি করে আর কি হবে, চল্, এস নির্ম্মলা।"

নির্ম্মলা সে কথায় কান দিল না। শরতের সামনে এমন নিলর্জ্জ-

ভাবে সে কখনই বেড়াইতে পারে না! তাই শরৎকে পাইয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; মৃদুস্বরে ডাকিল, "ঠাকুরপো!" শরৎ তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই কহিল, "চল ঠাকুরপো তোমাদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। ওঁরা ততক্ষণ বাগানে বেড়ান, মোটরখানা আমাদের পৌঁছে দিয়ে ওঁদের নিয়ে যাবে।"

শরৎ মহাখুসী হইয়া কহিল, "তাই চল বউঠাকরুণ, বউদিদি তোমায় দেখলে কত খুসী হবেন।" এই বলিয়া সে মোটরে গিয়া বসিল।

সুধীর হাসিয়া কহিল, "দেখলে হরিশ শরতের আক্কেল, নির্ম্মলকে আমাদের দল ছাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে।"

হরিশ জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

বাড়ী পৌঁছিয়া শরৎ ডাকিল, "বউদিদি বউদিদি দেখবে এস কে এসেছে?"

একজন প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়া বিধবা আসিয়া দাঁড়াইতেই নির্ম্মলা নত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

উমাসুন্দরী সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন, "এস দিদি, চির আয়ুষ্মতী হও।"

শরৎ কহিল, "কে বল দিকি বউদিদি?"

উমাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "শুনছ বোন্, তোমাকে না কি চিনতে দেরী হয়। কল্‌কাতা কেমন লাগছে?"

নির্ম্মলা কহিল, "আমার দিদি পাড়াগাঁই ভাল লাগে। শরৎ

ঠাকুরপো না থাকলে এখানে টিকতেই পারতাম না। এখানে কেবল আপনাদেরই ভরসাতে আছি দিদি ?”

শরতের প্রশংসায় উমাসুন্দরীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার এই দেবরটিকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে লালনপালন করিয়াছেন। যখন তিনি এ বাড়ীর বধূ হইয়া আসেন, তাহার দুই বৎসর পর শরৎ ভূমিষ্ঠ হয় এবং জন্মাইবার ছয় মাসের মধ্যেই সে পিতামাতা দুইই হারায়। সেই সময় উমাসুন্দরী তাহাকে পুত্রাধিকস্নেহে বুকে তুলিয়া লন। শরতও তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

উমাসুন্দরী কহিলেন, “তোমার যখন কোন অসুবিধে হ’বে শরতকে দিয়ে জানিয়ো বোন, আমি যতদূর পারি দূর করবার চেষ্টা করব।”

এমন সময় তাঁহার কন্যা কুসুম সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া জননীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

উমাসুন্দরী কহিলেন, “তোর মাসিমা,—প্রণাম কর্।”

কুসুম গড় হইয়া নির্ম্মলাকে প্রণাম করিতেই নির্ম্মলা দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া কহিল, “তোমার নাম কি মা ?”

কুসুম কোমলকণ্ঠে কহিল, “কুসুমকুমারী।”

শরৎ কি জন্য তাহার পড়িবার ঘরে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “কুসুম বুঝি এর মধ্যে বউঠাকরুণের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে-

ছিস্। শুধু মুখে ভাব করলে ত চলবে না, তোর মাসিমার জন্যে চা খাবার নিয়ে আয়।”

নির্ম্মলা চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার শরতের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “এ কি খাওয়ার সময়, তুমি তোমার কাকাবাবুর কথা শুন না কুসুম ?”

শরৎ কহিল, “তা হবে না বউঠাকরুণ, তোমায় শুধু মুখে বাড়ী ফিরতে দেব না। তুমি যখন দয়া করে আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলো দিয়েছ, তখন কিছুতেই ছাড়ব না, কি বল বউদিদি ?”

উমাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, “ছোট বোন দিদির কাছে এসেছে, সে কখনও কি কিছু মুখে না দিয়ে যেতে পারে! দিদির কাছে কি লজ্জা করতে আছে বোন্। তোমরা ততক্ষণ বসে গল্প কর, আমি তাড়াতাড়ি খানকতক লুচি ভেজে আনি।”

এই বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শরৎ কহিল, “আগে বউঠাকরুণের জন্যে এক পেয়ালা চা করে পাঠিয়ে দাও বউ-দিদি; ওঁর সন্ধ্যের সময় চা খাওয়া অভ্যেস, বোধ হয় খুব কষ্ট হ’চ্ছে।”

নির্ম্মলা মিনতি জানাইয়া কহিল, “আপনি ঠাকুরপোর কথা শুনবেন না দিদি, চা আমি খাব না।”

উমাসুন্দরী কহিলেন, “খাবার বিষয় লজ্জা করতে নেই বোন। চা খাওয়া কি দোষের যে তুমি অত কুণ্ঠিত হ’চ্ছ। অন্য যার কাছে হ’ক লজ্জা করতে পার, কিন্তু আমার কাছে তোমার লজ্জা করা

কিছুতেই চলবে না। তোমরা বসে ততক্ষণ গল্প কর, আমি চা খাবার তৈরী করে আনি।"

নির্ম্মলা কহিল, "সে হবে না দিদি, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

শরতও উৎসাহের সহিত কহিল, "সেই ভাল বউঠাকরুণ, চল সকলে মিলে চা খাবার তৈরী করা যাক্।"

উমাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বোন, তোমার ওখানেও শরৎ এই রকম করে বিরক্ত করে?"

নির্ম্মলা শরতের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো এখনও আমাকে তেমন আপনার মত দেখে না, তাই একটু দূরে দূরে থাকে।"

শরৎ কহিল, "আচ্ছা বউঠাকরুণ, তুমি যখন এত বড় কথা বললে তখন এবার দেখা যাবে কত জ্বালাতন সইতে পার। বউদিদি তুমি সাক্ষী রইলে, শেষকালে বউঠাকরুণ না আমার ওপর বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।"

নির্ম্মলা কহিল, "বেশ দেখা যাবে।"

উমাসুন্দরী সবেমাত্র খাবারের থালা ও চায়ের বাটী নির্ম্মলার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, এমন সময় বাহিরে সুধীরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "শরৎ, শরৎ।"

শরৎ তাড়াতাড়ি উমাসুন্দরীকে কহিলেন, "সুধীর হরিশের জন্যে দু'পেয়ালা চা আর খানকতক লুচি করে দাও বউদিদি।" এই বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে যাইতেই সুধীর বলিয়া উঠিল, "তোমার বউঠাকরুণকে যে চুপি চুপি খাওয়াবে তা হ'চ্ছে না। আমরাও এই বসলাম, না খেয়ে উঠছি না।"

হরিশ কহিল, "তা ত নিশ্চয়ই!"

শরৎ বসিয়া কহিল, "বেশ ত!"

তিন জনে বসিয়া নানা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। শীকারের দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনার মাঝখানে বাঙ্গালার রাজা মহারাজার চরিত্রের কথা উঠিল। তাহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক চর্চ্চাও বাদ পড়িল না। এ সব বিষয়ে হরিশ বড় সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। তাই হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "ও সব রাজনীতিক আলোচনায় আমাদের দেশের কোনই উন্নতি হবে না, এখনও আমাদের সে অবস্থা আসে নি, দেশের উন্নতি যদি সত্যি সত্যি কামনা কর, তা হ'লে মানুষ হও; মানুষ হ'তে হ'লে আগে মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার পথ মুক্ত করে দাও, অবরোধ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত কর, গৃহের বদ্ধ দূষিত বায়ুর মধ্যে তাদের আটকে রেখ না, প্রকৃতির বিমল জলহাওয়ার মধ্যে তাদের বৰ্দ্ধিত হ'তে দাও!"

শরৎ বাধা দিয়া কহিল, "একটু থাম হরিশ, একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছ যে। একটু জিরিয়ে না হয় বাকিটুকু শেষ কর।"

হরিশ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল, "তুমি কি চিরকালেই ছেলেমানুষ থাকবে? দেখ সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। তোমার এ সব কথা ভাল না লাগে শুন না, কিন্তু এ রকম করে বাধা দেওয়াও তোমার অন্যায়!"

শরতকে গম্ভীর হইয়া থাকিতে দেখিয়া হরিশ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "না, শরতের সঙ্গে কিছুতেই পারবার জো নেই, তোমার কাছে বলা আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা! বুঝলে হে সুধীর; শরতের বিয়ে হ'লে, ও তার স্ত্রীকে ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখবে।"

সুধীরও হাসিয়া কহিল, "পাছে শিকলি কেটে উড়ে যায়, কি বল হে হরিশ?"

শরৎ কহিল, "নিশ্চয়ই তাকে একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা করে রেখে দেব। হরিশ মাথামুণ্ড খুঁড়লেও তার দেখা পাবে না যে বক্তৃতা দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তুলবে। আমার কাছে সেটি হবে না। তোমার যত অস্ত্র আছে শাণিয়ে রাখ না কেন সব ভোঁতা হ'য়ে যাবে।"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "সে তখন দেখা যাবে। দেখ শরৎ, ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বললে বটে, কিন্তু তোমার মনের ভাবও যে তাই, সেটা আমি বেশ জানি; তোমার ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত, অসঙ্গত তা একবার ভেবেও দেখ না, এইটকু আশ্চর্য্য! তুমি

কি বলতে চাও, মেয়েরা অবরোধপ্রথা ভেঙ্গে বেরুলেই অবিশ্বাসিনী—"

শরৎ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে আবার সম্পূর্ণ ভুল বুঝছ।"

হরিশ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুসুম আসিয়া ডাকিল, "কাকাবাবু!"

শরৎ কহিল, "কি রে কুসি খাবার হ'য়েছে?"

কুসুম মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া কহিল, "হ্যাঁ কাকাবাবু, মা তোমায় ডাকছেন, খাবার দেওয়া হ'য়েছে।"

আহারের পর সুধীর কহিল, "ও হে শরৎচন্দ্র এইবার তোমার বউঠাকরুণকে ডাক, বাড়ীর কথা একেবারে ভুলে গেলে চলবে কেন?"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "যাঁরা ঘরের লক্ষ্মী তাঁরা কি বাড়ীর কথা ভুলতে পারেন, তোমার আমার মত লোকই বাড়ীর কথা ভুলে যায়।"

হরিশ কহিল, "শরতের সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই; তোমার ইচ্ছাটা কি, সারারাত্রি এখানে তাঁকে আটকে রাখবে না কি? কিন্তু আমরা তাতে রাজি নই, আমরা ত তোমার মত লক্ষীছাড়া না। এখন ডেকে দাও বউঠাকরুণকে, দেখছ না সুধীর তাঁর অদর্শনে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠেছে।"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "বউঠাকরুণ অনেকক্ষণ বাড়ী চলে গেছেন।"

উভয়ে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শরতের মুখপানে চাহিল। তার পর হরিশ জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "সুধীরের ওপর এ রকম দৌরাত্ম্য ভাল না, কেন মিছামিছি তাকে ভাবিয়ে তুলছ। সত্যি আর দেরী কর না, বউঠাকরুণকে ডেকে দাও। রাত্রিও অনেক হ'য়ে গেছে; ইভার কাছে আমার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যাবে।"

শরৎ কহিল, "সত্যি বউঠাকরুণ আমাদের ঝিকে সঙ্গে করে বাড়ী চলে গেছেন, বিশ্বাস না হয়, সফারকে জিজ্ঞেস কর।"

তবুও তাহারা শরতের কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু মোটরচালককে প্রশ্ন করিবার পর তাহাদের আর কোন সংশয় রহিল না। সুধীর মোটরে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ নির্ম্মলার জিত, আমাদের হার।" হরিশ কোন উত্তর করিল না, গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সকালবেলা সুধীরের চায়ের টেবিলে বসিয়া ইভা কহিল, "সুধীরবাবু, আজ সন্ধ্যের সময় আমাদের ওখানে পার্টি হ'বে, আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "আমাদের সৌভাগ্য।"

শরত সেখানে বসিয়াছিল। নির্ম্মলা ভিতরে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। শরতের দিকে চাহিয়া ইভা কহিল, "আপনারও নিমন্ত্রণ রইল শরৎবাবু।"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "দেখ শরৎ, সেখানে গিয়ে যেন আমায় গালটাল দিও না। তোমায় আগে থেকে বলে রাখছি, ইভার জন কয়েক মেয়েবন্ধুও আসবেন। তুমি ত এ সব দেখলে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠ।"

শরৎ কহিল, "তোমার এ কথা মানতে পারি না। মেয়েদের স্বাধীনতার বিরোধী আমি কখনই নয়, তবে তোমাদের এতটা বাড়াবাড়ি—এই উচ্ছৃঙ্খলতা আমি পছন্দ করি না।"

ইভা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা শরৎবাবু আপনি বাড়াবাড়ি কাকে বলছেন, স্বামীর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা গল্প

করাকে কি আপনি উচ্ছৃঙ্খলতা বলতে চান্? ধরুন আপনাকে কি সুধীরবাবুকে দেখে যদি বিশ হাত ঘোমটা দিয়ে পালিয়ে যাই সেটা কি খুব ভাল দেখায়!” এই বলিয়া সে একবার বক্রদৃষ্টিতে পর্দ্দার দিকে চাহিয়া দেখিল।

শরৎ নিরুত্তর হইয়া রহিল। হরিশের সহিত এ বিষয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু ইভার সহিত চলে না।

ইভা ছাড়িল না, কহিল, “আপনি যে চুপ করে গেলেন, জবাব দিন?”

হরিশ হাসিতে হাসিতে কহিল, “এ ত আমাকে পাও নি শরৎ যে অমনই যা তা বলে উড়িয়ে দেবে; এ বড় শক্ত জায়গা! দেখি কত বড় বীরপুরুষ! তর্কযুদ্ধে ইভাকে হারাও দেখি?”

সুধীরও তাহার দলে যোগ দিয়া কহিল, “কেমন জব্দ, মুখে যে কথা নেই।”

শরৎ এ সব কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, “দেখুন, আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি বাধ্য, কিন্তু আজ না হ’লে হয় না? আজ বউদিদি যে বউঠাকরুণকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।”

ইভা কহিল, “বা তা কেমন করে হবে। আজ নির্ম্মলাকে আমাদের ওখানে যেতেই হবে; আপনাদের ওখানে আর একদিন যাবে।”

হরিশও ব্যগ্র হইয়া কহিল, “সে হ’বে না শরৎ, তোমাদের সবাইকে

আজ আমাদের ওখানে যেতে হবে। ধরতে গেলে তোমাদের জন্যেই এ আয়োজন।"

শরৎ মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "বউদিদি যে দু'তিন দিন আগে থেকে জোগাড়জাগাড় করেছেন, আরও দু'তিন জনকে খেতে বলেছেন, তাঁরা বউঠাকরুণকেই দেখতে আসবেন। বউঠাকরুণ আর একদিন না হয় তোমাদের ওখানে যাবেন।"

হরিশ মুখখানি সহসা গম্ভীর করিয়া কহিল, "তুমি আগে বললে না হয় আজ আমাদের ওখানে বন্ধ রাখতাম, এখন আর তা হবার জো নেই। ইভা কাল তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এসেছে, তাঁরা সব বউঠাকরুণের সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন। ওঁকে আজ আমাদের ওখানে যেতেই হবে, তোমার বউদিদিকে আজকের মত মাপ করতে বল হে শরৎ। তুমি বুঝিয়ে বললে তিনি রাগ করবেন না। তুমি না পার ত বল, আমি গিয়ে বলে আসি।"

শরৎ ভারি মুস্কিলে পড়িল। কি উত্তর দিবে চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় ভিতরে ঘন ঘন চাবি নাড়ার শব্দ শুনিয়া সুধীর উঠিয়া গেল।

নির্ম্মলা কহিল, "তুমি হরিশবাবুদের নেমন্তন্ন রেখে এস, আমি ঠাকুরপোদের ওখানেই যাব, না হ'লে দিদি রাগ করবেন। কি বল সেই ভাল না ?"

সুধীর কহিল, "এই ব্যবস্থাই ভাল, হরিশদের ওখানে কাল পরশু গিয়ে বেড়িয়ে এস তা হ'লেই হবে। তাই বলি গে।"

বাহিরে গিয়া সেই প্রস্তাব করিতেই হরিশের মুখখানি যেন সহসা কাল মেঘে ছাইয়া গেল। ইভা কিন্তু প্রফুল্লমুখে কহিল, "নির্ম্মলার ব্যবস্থাই ভাল। শরৎবাবুর বউদিদি না হ'লে সত্যিই অসন্তুষ্ট হবেন।"

অগত্যা স্থির হইল, সুধীর হরিশদের বাড়ী ও নির্ম্মলা শরৎদের ওখানে যাইবে।

বাড়ী ফিরিয়া শরৎ উমাসুন্দরীকে কহিল, "বউদিদি, আজ বউ-ঠাকরুণকে রাত্রে নেমন্তন্ন করে এসেছি, কি কি কিনতে হবে বলে দাও, আমি এখনই কিনে আনি।"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "তা নির্ম্মলাকে একলা কেন?"

শরৎ কহিল, "সুধীরের হরিশের ওখানে নেমন্তন্ন। তাকে আর একদিন খাওয়ালেই হবে।"

রাত্রি আটটার সময় নানারূপ হাসিগল্প ও আহার শেষ করিয়া ইভার নারীবন্ধুদ্বয় চলিয়া গেলে ইভা সুধীরকে কহিল, "চলুন সুধীরবাবু আজ বায়স্কোপ দেখে আসা যাক্?"

হরিশ কহিল, "তা মন্দ নয়, গড়ের মাঠে খানিকক্ষণ হাওয়া খেয়ে বায়স্কোপ দেখা যাবে'খন।"

সুধীর কহিল, "ফিরতে অনেক রাত হবে! নির্ম্মলা বড্ড রাগ করবে।"

ইভা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আপনি দেখছি একেবারে স্ত্রৈণ, তাঁকে ছেড়ে বুঝি একদণ্ড থাকতে পারেন্ না?"

সুধীরও হাসিয়া কহিল, "সেই রকম, যেখানেই যাই না কেন, দশটার পর বাড়ী ফিরতেই হয়। একদিন একটু দেরী হ'লে, নির্ম্মল ছেলেমানুষের মত অস্থির হয়ে পড়ে, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে।"

ইভা গালে হাত দিয়া কহিল, "বলেন কি সুধীরবাবু, আপনি যে অবাক্ করলেন। একালে এমন মেয়ে যে থাকতে পারে এ যে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তিনি চান কি, আপনি রাত-দিন তাঁর আঁচল ধরে বসে থাকবেন। তা কিছুতেই হ'তে পারে না। আপনাকে আজ বায়স্কোপে যেতেই হ'বে।"

সুধীর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সে একদিনের জন্যও নির্ম্মলাকে ফেলিয়া এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকে নাই। থিয়েটারে বায়স্কোপে যেখানে গিয়াছে সেই খানেই নির্ম্মলাকে সঙ্গে লইয়াছে। নির্ম্মলা যাহাতে অন্তরে এতটুকু ব্যথা অনুভব করে, এমন কাজ সে কিছুতেই করিতে পারে না। অথচ একজন ভদ্রমহিলার অনুরোধ উপেক্ষা করাও নীতিসঙ্গত নহে।

এমন সময় হরিশ কহিল, "দেখ সুধীর এক কাজ করা যাক, বউঠাকরুণের এতক্ষণে নিশ্চয় খাওয়া হয়ে গেছে। আমাদের ত পথেই পড়বে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বায়স্কোপে যাওয়া যাবে।"

সুধীর যেন একটা কিনারা পাইল, উৎসাহের সহিত কহিল, "ঠিক বলেছ হরিশ, তাই করা যাক্।"

বিলাতী হাওয়া

গ্রীষ্মের রাত্রি! নির্ম্মল আকাশ জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত। চন্দ্রকিরণ-রশ্মিতে গ্যাসের আলোকগুলি পর্য্যন্ত হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছে। হরিশ, ইভা ও সুধীর মোটরে করিয়া শরতের বাটীর অভিমুখে চলিয়াছিল।

ইভা সুধীরের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেমন সুন্দর রাত বলুন দেখি?"

সুধীর কহিল, "চমৎকার। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এ চাঁদের আলো আরও সুন্দর বলে মনে হয়।"

ইভা চাপা হাসি হাসিয়া কহিল, "আজ যদি নির্ম্মলা কাছে থাকত, তা হ'লে এখানকার চাঁদের আলোও বোধ করি তেমনই সুন্দর দেখাত, কি বলেন সুধীরবাবু?"

সুধীর অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিশ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ইভা একেবারে তোমার মনের কথা টেনে বলেচে। কথাটা কিন্তু ঠিক। ইভা সেটা বেশ ভালই বোঝে, ও কাছে না থাক্‌লে আমারও কোন্ এ জ্যোৎস্না ভাল লাগত।"

এমন সময় মোটর আসিয়া শরতের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। শব্দ শুনিয়া শরৎ বাহিরে আসিতেই হরিশ কহিল, "বউঠাকরুণকে এবার ছুটি দেবে ত শরৎ? তাঁকে সঙ্গে না নিলে সুধীরের যে বায়-স্কোপ দেখাই হবে না।"

শরৎ সুধীরের মুখের দিকে চাহিল। নির্ম্মলা তখন সবেমাত্র

আহার শেষ করিয়া উমাসুন্দরীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল, কিন্তু শরৎ হঠাৎ কি ভাবিয়া কহিল, "বউঠাকরুণের এখনও খাওয়া হয় নি, এগারটার কম কিছুতেই হবে না।"

ইভা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবে আর কি হবে! নির্ম্মলাকে ফেলে ত আর সুধীরবাবু বায়স্কোপে যাবেন না। যাক্, বেশ জ্যোৎস্নারাত, চলুন চৌরঙ্গীতে ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আসা যাক্; কি বলেন সুধীর বাবু? আপনার নির্ম্মলার ফিরতে ত অনেক রাত হবে।"

হরিশ এ প্রস্তাবে কোনরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সুধীরেরও না বলিবার কোন কারণ রহিল না।

সুধীর মোটর চালাইবার আদেশ দিল; এমন সময় শরৎ কহিল, "একটু দাঁড়াও সুধীর, বউঠাকরুণ বুঝি কিছু বলবেন; আমি জিজ্ঞেস করে আসি।"

ফিরিয়া আসিয়া শরৎ কহিল, "বউঠাকরুণের বড্ড মাথা ধরেছে, তোমাকে থাকতে বলছেন সুধীর।"

সুধীর ইভার দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আজকের মত আমায় মাপ করুন। আর একদিন নির্ম্মলাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে বায়স্কোপ দেখতে যাব।"

ইভার একবার ইচ্ছা হইল সে বলিয়া ফেলে, "আর মাপ চাইতে হবে না;" কিন্তু সে কিছুই বলিল না; নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মোটরচালক জিজ্ঞাসা করিল, "বায়স্কোপে যাব?"

ইভা কহিল, "হ্যাঁ।" তারপর সুধীরের দিকে চাহিয়া আবার কহিল, "মোটর থাক, আপনার অসুবিধে হবে। আমরা ট্রামেই যাব।"

এই কথা বলিয়া ইভা ও হরিশ মোটর হইতে নামিতে উদ্যত হইলে সুধীর অনুনয় করিয়া কহিল, "তা হ'লে আমি কিন্তু সত্যই ভারি দুঃখিত হব; বুঝব আপনারা আমায় ভালবাসেন না।"

ইভার বলিতে ইচ্ছা হইল, "আপনি দুঃখিত হবেন তাতে আমাদের কি!" কিন্তু তাহা না বলিয়া আবার মোটরে বসিল।

পথে যাইতে যাইতে ইভা কহিল, "একেবারে অসভ্য, ভদ্রতার ত্রিসীমা কখনও মাড়ায় নি! কাল থেকে আমি কিন্তু ওদের ওখানে যাব না।"

হরিশ গম্ভীরমুখে কহিল, "কি দরকার; আমরা বেশী ঘনিষ্ঠতা করি বলে বোধ হয় ওরা মনে মনে এঁচেছে আমরা ওদের খোসামোদ করি। সুধীর না হয় বড় জমিদার, আমরাও ত আর গরীব নয় যে ওদের তাঁবেদারী করব।" তারপর একটু থামিয়া আবার কহিল, "সুধীরের তত দোষ নেই, যত দোষ শরতের, যাতে নির্ম্মলা আমাদের সঙ্গে না মেশে এইটাই তার ইচ্ছে, বেশ তাই হ'ক।"

মোটর বায়স্কোপ-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ইভা কহিল, "না, আজ আর বায়স্কোপ দেখব না। বাড়ী চল।"

মোটরচালক আশ্চর্য্য হইয়া নীরবে তাহার আদেশ পালন করিল।

তিন চারিদিন চায়ের টেবিলে হরিশ ও ইভাকে দেখা গেল না।

একদিন সকালে উঠিয়া সুধীর কহিল, "নির্ম্মলা, চল আজ হরিশের ওখানে গিয়ে চা খাওয়া যাক। না হ'লে তাদের রাগ পড়বে না। সেদিন তুমি নেমন্তন্নে যেতে পারলে না, তার ওপর রাত্রে আমিও বায়স্কোপে গেলাম না, তারা নিশ্চয় খুব অপমানিত বোধ করেছে। আমাদের একবার না যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

নির্ম্মলা, কহিল, "যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি সঙ্গে করে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই আমি যাব। তবে দোহাই তোমার, একটা কথা আমার রাখতে হবে; সেখানে আমায় এক টেবিলে ব'সে চা খেতে পীড়াপীড়ি কর না। তুমি বললে আমি না বসে পারব না।"

সুধীর তাঁহাকে নিকটে টানিয়া আনিয়া কহিল, "আচ্ছা গো আমি কিছু বলব না। কিন্তু ইভার সঙ্গে কি পেরে উঠবে!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহারা যখন হরিশের বাটী গিয়া উপস্থিত হইল, তখন হরিশ ও ইভা চা খাইবার আয়োজন করিতেছে। দূর হইতে তাহাদের দেখিতে পাইয়া হরিশ তাড়াতাড়ি টেবিল ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া কহিল, "কি সৌভাগ্য আমাদের, বউরাণীর পায়ের ধূলো পড়ল।"

নির্ম্মলা ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া সুধীরের পাশে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

সুধীর কহিল, "দেখ হরিশ, তুমি যদি আমাদের অতি ভক্তি দেখাও তা হ'লে কিন্তু—"

হরিশ বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল, "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ, তাই ভয় না কি হে? সৌভাগ্য না ত আর কি বলব।"

সুধীর কহিল, "তোমার যা খুসী বল, তুমি ত আর কথা শুনবে না। নির্ম্মলা সে দিন আসতে না পেরে ভারি দুঃখিত হ'য়েছে, তাই আজ তোমাদের এখানে চায়ের নেমন্তন্ন নিতে এসেছে।"

তাহারা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেই ইভা নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, "এস ভাই নির্ম্মলা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি তা বলতে পারি না। না হ'লে তোমার পায়ের ধূলো পড়ে!"

নির্ম্মলা অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল, "ও কি কথা ভাই, এমন করে যদি ঠাট্টা কর তা হ'লে ত আমার আর আসা চল্‌বে না।"

হরিশ ইভাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বউরাণীকে দাঁড় করিয়ে কষ্ট দিচ্ছ কেন, বসাও।"

ইভা তাহার হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইল এবং নিজে আর একখানি চেয়ারে বসিল। ঠিক তাহার সম্মুখে টেবিলের অপর পার্শ্বে হরিশ ও সুধীর আসন গ্রহণ করিল।

ইভা সুধীরের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেমন আছেন সুধীরবাবু?"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "আর আপনারা ত আমাদের কোন খবর নেবেন না। আপনি আমার ওপর সেদিন খুব রাগ করেছিলেন, না ?"

ইভা গম্ভীরমুখে কহিল, "আপনার ওপর রাগ করবার কি অধিকার আমার আছে ?" তাহার কথার মধ্যে একটা চাপা অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল।

সুধীর কহিল, "আপনি বলেন কি, সে অধিকার যদি আপনাদের না থাকে ত আর থাকবে কার।"

ইভা হাসিয়া কহিল, "বেশ, এবার থেকে না হয় সেই অধিকার দাবি করা যাবে।"

সুধীরও হাসিয়া কহিল, "কিন্তু শুধু কথায় আর চলছে না।"

ইভা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মাপ করবেন সুধীরবাবু, আমি এখনই চার বন্দোবস্ত করছি।" এই বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

দুই একটা বাজে কথার পর হরিশ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ সুধীর, বউরাণী কি চিরকালই আমাদের দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ?"

সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি করব ভাই ; এতে ত কারু জোর নেই !"

নির্ম্মলার মনে হইল, স্বামীর এই কথাগুলির মধ্যে একটা বেদনার সুর বাজিয়া উঠিল ! সেও অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, কিসের লজ্জা,

কিসের সঙ্কোচ, কিসের ভয়! এভাবে থাক্‌ব না। যাতে স্বামী সুখী হন তাই করব।" এই ভাবিয়া সে সোজা হইয়া বসিয়া সম্মুখে চাহিল। চাহিতেই হরিশের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল সত্য কিন্তু তাহার মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল না। সে স্বামীর মুখের দিকে তাহার সেই উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী স্থাপিত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে হরিশ অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল। সুধীরও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন সময় ইভা এক পেয়ালা চা ও দুই তিন রকম কেক টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া কহিল, "এই যা ভুল হ'য়ে গেছে নির্ম্মল, তোমাকেও এখানে চা দিয়ে ফেলেছি। চল, না হয় তুমি আমি ভেতরে গিয়ে খাই। আজ ভাই তুমি আমার অতিথি, আজ তোমার সমস্ত সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি-রেখে আমায় চলতে হ'বে।"

নির্ম্মলা সহজ শান্ত স্বরে কহিল, "না ভাই তোমার কিছু করতে হবে না, আমি আজ এক সঙ্গে বসেই চা খাব।"

ইভা হাসিয়া কহিল, "পারবে! গলায় আট্‌কে যাবে না?"

নির্ম্মলা কহিল, "তোমার আটকায় না আমার কেন আটকাবে!"

ইভা কহিল, "আমার ত কোন কালেই আটকাত না। তোমার যে দুদিন আগে চায়ের পেয়ালা মুখেই উঠ্‌ত না।"

নির্ম্মলা কহিল, "আজ আমি ঠিক খাব।" বলিয়া সে চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া লইল।

হরিশ এতক্ষণ উভয়ের কথাবার্ত্তা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া খাবারের রেকাব আগাইয়া দিয়া কহিল, "শুধু চা খাবেন না বউরাণী।"

নির্ম্মলা কম্পিত হস্তে একখানি কেক তুলিয়া লইল।

হরিশ সানন্দে কহিল, "আরও নিন।"

নির্ম্মলা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "নেব'খন।" এই তাহার হরিশের সহিত প্রথম কথা।

সুধীর বলিয়া উঠিল, "তোমার গিন্নীর খুব বাহাদুরী আছে; নির্ম্মলাকে ত বেশ দলে ভিড়িয়ে নিয়েছেন। তা ত হ'ল, এখন নূতন লোক পেয়ে পুরোণ লোকদের ভুললে ত চলবে না। খাবারের রেকাবটা আমাদের দিকে একবার এগিয়ে দাও। আমিই বা কেন শুধু চা খেতে যাব।"

হরিশ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি খাবে নাও না?"

সুধীর একখানি কেক তুলিয়া লইল। নির্ম্মলা কহিল, "আর একটা নাও?" আজ যেন নির্ম্মলা তাহার সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে! খাইতে খাইতে নির্ম্মলা সহজ ভাবেই ইভার সহিত গল্প করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটা কথায় হরিশের প্রশ্নের উত্তর দিতেও সে কুণ্ঠা বোধ করিল না। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিলে উচ্ছ্বসিত জলপ্রবাহ যে-ভাবে

ছুটিতে থাকে, সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নির্ম্মলার মনের গতি আজ সেই ভাবে প্রবাহিত হইল। পুরাতনের এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত সে যেন রাখিতে চায় না।

বিদায়ের সময় নির্ম্মলা স্বামীকে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আজ হরিশবাবুদের বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন কর।"

হরিশ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, সে অমনই বলিয়া উঠিল, "আপনার কথাই যথেষ্ট, সুধীরের আর নেমন্তন্ন করতে হবে না।"

নির্ম্মলা তাহার কথায় উত্তর না দিয়া ইভার হাত ধরিয়া কহিল, "যেয়ো ভাই, আমি সে দিন আস্‌তে পারি নি বলে রাগ করে তার শোধ নিয়ো না।"

ইভা কহিল, "যদি নি?"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "এসে ধরে নিয়ে যাব।"

শরতেরও চায়ের নিমন্ত্রণ হইল। সে আসিয়া নির্ম্মলার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। এক রাত্রের মধ্যে যে কি করিয়া এমন পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অবাধ মেলা-মেশার বিরোধী হইলেও সে নির্ম্মলার শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া নিজের মতের দাঢ্য শিথিল করিতে বাধ্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় চা খাইয়া ফিরিবার পূর্ব্বে ইভা নির্ম্মলাকে কহিল, "চল ভাই, ভবানীপুরে জ্যোৎস্না ও পার্ব্বতীর ওখানে বেড়িয়ে আসি।"

নির্ম্মলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সুধীর কহিল, "বেশত যাও না।" নির্ম্মলার আর কোন আপত্তি রহিল না।

ইভার সহিত নির্ম্মলা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে সুধীর শরতকে কহিল, "চল শরত, একবার যদুবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি; অনেকদিন তাঁর ওখানে যাওয়া হয় নি।" যদুবাবু সুধীরের পিতৃবন্ধু।

উভয়ে যখন যদুবাবুর বাটী হইতে বাহির হইল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। তাহারা গলির ভিতর দিয়া ট্রামের অভিমুখে আসিতেছিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর হইতে চৈত্রের আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়াছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। কখন যে সেই খণ্ড মেঘ একটু একটু করিয়া বিস্তৃত হইয়া নক্ষত্রগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা উভয়ের চক্ষে পড়ে নাই। বিশেষতঃ সেই অন্ধকারের মধ্যে গ্যাসের আলোকগুলি

আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছিল, তাই আকাশের জলধর মূর্ত্তি দেখিবার কোন উপায় ছিল না। ট্রামের রাস্তা তখনও কিছু দূর ছিল, এমন সময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে ছাতা না থাকায় তাহারা তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটী বাড়ীর রকে গিয়া দাঁড়াইল। রকের সম্মুখেই ঘর, সেই ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। তাহারা তখনই মনে করিল সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

এমন সময় রমণী-কণ্ঠের কাতর চীৎকারধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৃহাভ্যন্তরের অস্পষ্টালোকে দেখিল, অদূরের আর একটি কক্ষে একজন পুরুষ ও রমণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভের জন্য ভয়-ব্যাকুলিতা একটী যুবতী কাতরে চীৎকার করিতেছে! যুবতীটি কাতরকণ্ঠে কহিল, "ওগো তোমাদের দু'খানি পায়ে পড়ি; আমায় ছেড়ে দাও।" কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই উন্মত্ত যুবকটি টলিতে টলিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মোহিনি ভাল চাও ত এখনও রাজি হও।" তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মোহিনী সভয়ে দুইপা পিছাইয়া গিয়া মিনতি-ভরা-কণ্ঠে কহিল, "অনিলদা আমি যে তোমার ছোট বোন।" অনিল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "ওসব বাজে কথা রেখে দাও এখন সহজে কথা শুনবে কি না বল?" মোহিনী এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "কখনও না, প্রাণ থাকতে

নয়।” এই বলিয়া সে গৃহের একেবারে কোণে গিয়া আশ্রয় লইয়া কাঁপিতে লাগিল। অপর রমণীটি ছুটিয়া গিয়া তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিল, মোহিনী আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। অনিল তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবা মাত্র রুদ্ধ দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। বাহির হইতে সুধীর চীৎকার করিয়া কহিল, “ভয় নেই, ভয় নেই।”

অনিল চমকিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল, সেই রমণীটিও মোহিনীর হাত সহসা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে মোহিনী ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেই সঙ্গে সঙ্গে শরতের কঠিন হস্ত অনিলের গ্রীবাদেশ ধারণ করিল। কি যে ব্যাপার তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অনিল হতভম্ব হইয়া গেল! দুষ্টা রমণী বেগতিক দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মোহিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। সুধীর কহিল, “কোন ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে এস, আমরা তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব।”

মোহিনী নিঃশব্দে তাহাদের অনুসরণ করিয়া সেই পাপপঙ্কিল কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরের রকে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শরৎ একখানি গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল এবং তিনজনে মিলিয়া গাড়ীতে উঠিল। মোহিনী প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিল বটে কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য।

গাড়োয়ান কহিল, “কোথায় যেতে হবে বাবু?”

এই প্রশ্নে শরৎ ও সুধীর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। কোথায় যে যাইতে হইবে তাহা ত তাহারা জানে না। . মোহিনী কে, কোথায় তাহার বাড়ী তাহারও কোন পরিচয় তাহারা পায় নাই। তাহাদের অবস্থা অনুমান করিয়া মোহিনী কহিল, "আমার মেসো—রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছিলাম।"

শরৎ গাড়োয়ানকে সেই ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, তিন জনেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এতক্ষণ উত্তেজনা বশতঃ কেহই কোন বিষয় ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। এইবার সে সময় আসিল, সুধীর ও শরৎ উভয়েই ভাবিতে লাগিল। এই ভাবে একজন অপরিচিত যুবতীর সহিত একত্রে যাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হইল? কিন্তু তাহাদের যে আর উপায় ছিল না। কি যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা তাহারা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও এটা তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে এই বালিকাটিকে ভুলাইয়া আনিয়া তাহার উপর দুর্ব্বৃত্তেরা বল-প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছিল। বাহিরে তখনও টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তায় লোকসমাগম অত্যন্ত বিরল।

মোহিনী বসিয়া ভাবিতেছিল। ভবিষ্যতে কি হইবে, লোকে কি বলিবে এসব কথা মোহিনীর মনে উদয় হয় নাই। সে ভাবিতেছিল, গত তিন দিনের ঘটনা। উঃ কি ভয়ানক দিনগুলা! সে কয়দিনের কথা মনে উদিত হইবামাত্র তাহার অন্তর কাঁপিয়া

উঠিতে লাগিল! তাহার রক্ষাকর্ত্তাদ্বয়ের নাম ও পরিচয় জানিবার জন্য সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও তাহা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তখন উত্তেজনার মুখে কথা বলিয়াছিল সত্য, কিন্তু এখন যে তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতে চাহে না! তাই বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কোন উপায় ছিল না।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী তিন চারিটি রাস্তা ও গলি পার হইয়া কথিত গলির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেই গাড়োয়ান কহিল, "বাবু কোন্ বাড়ী?"

এতক্ষণে শরৎ ও সুধীরের চৈতন্য হইল, গাড়ী থামাইতে বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। মোহিনী গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিল। তাহারা অগ্রে অগ্রে ও গাড়ীখানি পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। আট দশটি বাড়ী পার হইয়া একটী ছোট বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ী?"

মোহিনী অতি মৃদুস্বরে কহিল, হ্যাঁ, এই বাড়ী।"

সুধীর কহিল, "তোমার মেসোমশায়ের নাম?"

মোহিনী কহিল, "রমণীবাবু।"

সুধীর শরতকে কহিল, "ডাক না ভাই।"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "তুমি আর ডাকতে পারলে না, কেন ভয় করছে বুঝি?"

সুধীর তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "ডাক ডাক আর চালাকি করতে হবে না।"

শরতের ডাক শুনিয়া রমণীকান্ত বাটীর বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনারা, কি চান?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শরৎ কহিল, "আপনার বাড়ীর একটি মেয়ে পথ হারিয়ে গেছল, তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।"

রমণীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আমার বাড়ীর মেয়ে পথ হারিয়ে গেছল! না মশায় এ বাড়ী নয়, আপনারা বোধ হয় বাড়ী ভুল করেছেন।"

মোহিনী গাড়ীর ভিতর হইতে রমণীকান্তকে দেখিয়াই চিনিল। গাড়ীর দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল, সে কম্পিতপদে ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া রমণীকান্তর পায়ের উপর গড় হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমণীবাবু তাহাকে দেখিয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিল, "আমি তোর মামার চিঠিতে সব শুনেছি, ও কালামুখ নিয়ে এখানে কি করতে এসেছিস্, দূর হ'য়ে যা, দূর হ'য়ে যা। এখনও দাঁড়িয়ে রইলি! যে চুলোয় গেছলি, সেই চুলোয় গিয়ে থাক, এখানে মরতে এসেছিস্ কেন?"

মোহিনী আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কথা যে তাহাকে শুনিতে হইবে তাহা সে একেবারেও ভাবে নাই! হায়, হায় কেন সে এমন ভুল করিয়াছিল! এখন সে কোথায় দাঁড়াইবে?

তাহার মেসোমহাশয় যখন তাহাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন এই অজানা অচেনা স্থানে কে তাহাকে আশ্রয় দিবে! সে একবার চকিতে পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেই দুইটী ভদ্র-লোক তখনও অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার অন্তরে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল।

রমণীকান্ত অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া কহিল, "তোর স্পর্দ্ধা ত কম নয়! তুই এখনও ঐ পোড়ার মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্!"

মোহিনী কাতরকণ্ঠে কহিল, "আমি তোমার কাছেই আস-ছিলাম মেসোমশায়।"

রমণীকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "মুখ উজ্জ্বল করতে!"

মোহিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমরা আমায় জায়গা দেবে না?"

রমণীকান্ত কহিল, "ভারি আপদ দেখছি। দূর হ'য়ে যা, দূর হ'য়ে যা।"

সুধীর আর থাকিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "আমি জানি ইনি নিষ্কলঙ্ক।"

রমণীকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "কোন সুবিধে হ'ল না, তাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে এসেছ।"

সুধীরের অসহ্য বোধ হইল, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "আপনি ত অত্যন্ত নীচ! এমন কথা মনে স্থান দিতেও লজ্জা হ'ল না!"

"পাজি নচ্ছার, পুলিশকে ধরিয়ে দিই নি এই তোদের ভাগ্যি

আবার এসেছিস্ চোটপাট করতে। ভাল চাস্ ত এখনই বেরো।” বলিয়া রমণীকান্ত সুধীরকে ধাক্কা মারিল।

শরৎ দুই পা অগ্রসর হইয়া রমণীকান্তের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “খবরদার!”

পাছে চীৎকার করিলে কেলেঙ্কারীর কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এই ভয়ে রমণীকান্ত নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে ফুলিতে লাগিল।

সুধীর মোহিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আমি কোথায় যাব?”

সুধীর কহিল, “ভয় কি, তুমি আমাদের সঙ্গে এস।”

কে তাহারা, কোথায় তাহাদের বাড়ী মোহিনী কিছুই জানে না, সে সব কথা ভাবিবার মত অবস্থা তাহার নাই। সে যে এখন নিরাশ্রয়া দুঃখিনী! মামা-মামির অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় মেসোমহাশয়-মাসিমার নিকট সে যে ছুটিয়া আসিয়াছিল! তাঁহারা তাহাকে দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন! কোথায় সে দাঁড়াইবে একথা মেসোমহাশয় একবার ভাবিলেন না! সে মনে মনে স্থির করিল, যখন অকূল সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন না হয় তৃণ-খণ্ডেরই মত সে এই ভদ্রলোক দুইটীর অযাচিত আশ্রয়ই গ্রহণ করিবে। গাড়ী তখনও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, মোহিনী গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

সুধীর গাড়োয়ানকে তাহার বাটী অভিমুখে যাইতে আদেশ দিল।

পথে তাহারা মোহিনীর সম্বন্ধে এইটুকু জানিতে পারিল,—সে পিতৃমাতৃহীনা অনাথা, মাতুল-মাতুলাণী দয়া করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অনিলের সহিত গোপনে তাহার মেসোমহাশয়ের নিকট আসিতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তাহারা যখন বাটী পৌঁছিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরের বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পথের দিকে কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল। গাড়ী থামার শব্দে সে সিঁড়ির ধারে গিয়া দাঁড়াইতেই শরৎ ও সুধীর গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। মোহিনী গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিল।

নির্ম্মলা শান্ত চিত্তে কহিল, "বেশ মজার লোক ত তোমরা, আমি ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে যাচ্ছি আর তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে এত রাত্তির পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিলে।"

সুধীর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার নিকটে গিয়া মোহিনীর কথা বলিল। কোথায় কি অবস্থায় তাহাকে পাইয়াছে, তাহা না বলিয়া শুধু কহিল, "মেয়েটীর বাপ মা নেই, মামার কাছে থাকত। জ্বর হয়েছিল বাসন মাজতে পারে নি তাই তাকে ভয়ানক গালমন্দ দিয়ে বাড়ীর বার করে দেয়, সে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আমরা সঙ্গে করে এনেছি।" সুধীরের এই কথাগুলি সমস্তই সত্য, গাড়ীতে মোহিনীর মুখে এই কথাগুলি সে শুনিয়া-

ছিল। কলিকাতায় আসিয়া মোহিনী কি অবস্থায় পড়িয়াছিল শুধু সেইটুকু সুধীর পত্নীর নিকটে গোপন রাখিল।

মোহিনী ভগবানের নাম করিতে করিতে কম্পিতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখে নির্ম্মলাকে দেখিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল।

মোহিনীর মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন ছিল। অনভ্যাসবশতঃ তাহা মাথা হইতে কেবলই সরিয়া যাইতেছিল। নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল, মুখখানি ভারি সুন্দর। বিভ্রমবিলাসশূন্য আয়ত চক্ষু দুইটী, ঘনকৃষ্ণ ভ্রুযুগল, রক্তিম কপোলদ্বয় ও উন্নত নাসিকা,—দেখিলেই মনে হয়, যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি নয়ন-মনোরঞ্জন ছবি! নির্ম্মলা মোহিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "এস বোন!" তারপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনীর হাত ধরিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত্রে মোহিনী তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষের কপাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিল, কিন্তু বহুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়াও তাহার নিদ্রা আসিল না। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও গাছের পাতাগুলি ভিজা ছিল। সেই বর্ষণসিক্ত পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুশীতল চন্দ্রকিরণ আরও আর্দ্র হইয়া তাহার মুখে চোখে পড়িতে লাগিল। মোহিনী তাহার মুখের উপর হইতে চূর্ণ কুন্তলগুলি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তাহার কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। জনকজননীর জন্য আবার নতন করিয়া তাহার

প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে অনন্ত আকাশের দিকে প্রাণপণে চাহিল, যদি একটী মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহার স্নেহময় জনকজননীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পায়! কিন্তু হায়! তাহার ক্ষুদ্র আশাও পূর্ণ হইল না। শুধু তাহার ব্যাকুলদৃষ্টির সম্মুখে আর্দ্রপত্রগুলি মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল। দুই তিনটি বাদুড় এক বৃক্ষ হইতে উড়িয়া দ্রুতগতিতে অন্য এক বৃক্ষে গিয়া আশ্রয় লইল। বড় বড় জলের ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। মনে হইল যে মূক বৃক্ষটী চোখের জলের ভিতর দিয়া অনাথা মোহিনীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। মোহিনীর ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার 'বাবা, মা' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদে; কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিল! প্রাণ ভরিয়া যে কাঁদিবে এমন অবস্থাও যে ভগবান তাহাকে দেন নাই। যেদিন তাহার পিতা ইহধাম ত্যাগ করিয়া যান সেইদিন সে রোরুদ্যমানা জননীর ক্রোড়ের উপর পড়িয়া 'বাবা বাবা' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিল। দশ দিনের দিন তাহার জননীও যখন তাহার মায়া কাটাইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইলেন তখন আর সে চীৎকার করিয়া কাঁদে নাই, শুধু নীরব ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়াছিল। তার পর মাতুল-মাতুলানীর নিরন্তর গঞ্জনা ও তিরস্কার, পথে ঘাটে মহিতোষের কুৎসিৎ ইঙ্গিত, অসহ্য পরিহাস ও দুষ্ট প্রস্তাব, অনিলদার ঘোরতর প্রতারণা, বারবিলাসিনীগৃহে তিন রাত্রি নিদারুণ যন্ত্রণা, এক দিন এক রাত্রি নিরম্বু উপবাস, এই সমস্ত কথা তাহার পর পর

মনে পড়িতে লাগিল। কি ভীষণ সে তিন রাত্রি! মনে হওয়ামাত্র তাহার সারা অন্তর শিহরিয়া উঠিল! অনেকক্ষণ ধরিয়া গবাক্ষ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে আপনার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কত রকম করিয়া ভাবিল। তার পর ধীরে ধীরে আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল এবং বালিসে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল। কখন যে নিদ্রাদেবীর স্নেহস্পর্শে তাহার সমস্ত চিন্তার অবসান হইল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল বেশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে।

ইভা ও হরিশ আসিয়া যখন চায়ের টেবিলে বসিল, নির্ম্মলা মোহিনীকে ধরিয়া আনিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। মোহিনী কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। হরিশ ও ইভা তাহাকে দেখিয়া মনে করিল, এ কিশোরীটি নিশ্চয়ই নির্ম্মলার কোন আত্মীয়া হইবে, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিল না।

নির্ম্মলা নিজে চা তৈয়ারী করিতে লাগিল। প্রথম পেয়ালাটী হরিশের সম্মুখে ধরিয়া দিতে হরিশ হাসিমুখে পেয়ালাটী হাতে লইল।

এমন সময় অদূরে শরতের পদশব্দ শুনা গেল; সে দূর হইতেই কহিল, "বউঠাকরুণ আমার চা আছে ত? এই যে মোহিনী—" বলিয়াই সে থামিয়া গেল।

মোহিনী একবার চকিতে তাহার দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

শরৎ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কহিল, "মোহিনীকে যে এর মধ্যে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছ বউঠাকরুণ ?"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "তোমার দলে কেউ থাকৃছে না হে শরৎ। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের কথা মনে আছে ত, 'সব লাল হো যাগা', বুঝলে, মেয়েরা একটু বুঝতে শিখলেই, তোমাদের স্বার্থ-পরতার দিকে একবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিতে পারলেই তোমাদের ঘৃণিত অবরোধের গণ্ডীর ভেতর আর কেউ থাকবে না। সমস্ত মেয়েরা স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকারে দাঁড়াবে।"

শরৎ কহিল, "খুব ভাল কথা ; তখন আমি তোমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নেব ! দেখ, তুমি ইচ্ছে করে হ'ক অনিচ্ছে করে হ'ক বরাবর আমায় ভুল বোঝ। আমি আধুনিক অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী নই, তবে উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশাও বরদাস্ত করতে পারি না।"

হরিশ কহিল, "এ তোমার এখনকার মত।"

শরৎ জোর গলায় কহিল, "কথ্‌খনও না, বরাবরই আমার এই মত।"

হরিশ কহিল, "তোমার ব্যবহারে ত তার কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। তুমি ত এতদিন বউঠাকরুণকে নানারকমে বাধা দিয়ে আসছিলে যেন তিনি আমার সাম্‌নে না বেরুন, এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পার ?"

শরৎ চুপ করিয়া রহিল। এ কথা অস্বীকার কবিবার উপায় নাই। এতদিন পরে আজ সে সত্যই হরিশের নিকট পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

ইভা হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা শরৎবাবু, আপনার বিয়ে হ'লে স্ত্রীকে বন্ধুদের সাম্‌নে বের করতে পারবেন ?"

শরৎ কহিল, "নিশ্চয়ই পারব, তবে তাকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেব না।"

সুধীর ঠাট্টা করিয়া কহিল, "কিন্তু সাম্‌নে বের করতে ভয় করবে না ত শরৎ ?"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "তুমি ত ভাশুর হবে, তোমার সাম্‌নে ত আর সে বেরুবে না, কাজেই তোমার ও কথার দরকার কি।"

ইভা কহিল, "তা হ'লে আপনার জন্যে পাত্রীর সন্ধান করা যাক, বিয়ে করতে রাজি ত ?"

শরৎ কহিল, "অন্ততঃ কিছুদিন ত নয়, বেশ আছি। সাধ্ করে ফাঁস গলায় জড়াচ্ছি না। যতদিন কাটে!"

এই প্রকার নানা হাসি কৌতুকের মধ্য দিয়া চায়ের সভা বেশ জমিয়া উঠিল।

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হরিশ কহিল, "আজ সাড়ে আট-টার সময় বালিগঞ্জে এন্‌গেজমেণ্ট আছে। আর বসা চল্‌বে না। আমার ফিরতে বোধ হয় অনেক বেলা হবে, তুমি তা হ'লে একলাই বাড়ী যেয়ো ইভা। আজকের মত বিদায় বউরাণী!" এই

বলিয়া হাসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া নির্ম্মলাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

শরৎ ও সুধীর উঠিয়া গিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিল। ইভা নির্ম্মলা ও মোহিনী চায়ের টেবিলেই বসিয়া রহিল।

এ কথা সে কথার পর ইভা মোহিনীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ ভাই, এ মেয়েটি তোমার কে?"

নির্ম্মলা কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, "ছোট বোন।"

ইভা কহিল, "বেশ মেয়েটি ত? তোমরা ত শুনলাম দু'বোন, এ তা হ'লে তোমার খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো বোন হবে?"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "সেই রকমই!"

ইভা কহিল, "মেয়েটি দেখছি বেশ বড়সড় হ'য়েছে। বিয়ের জন্যে বুঝি তোমার এখানে পাঠিয়েছে?"

মোহিনীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে আরও জড়সড় হইয়া বসিল।

নির্ম্মলা কহিল, "সে অনেক কথা, আর একদিন তোমায় বলব।"

ইভা দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "দেখ ভাই শেষকালে যেন তোমার সতীন হ'য়ে না বসে!"

মোহিনীর মুখ চোখ আরও লাল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা ইভার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "যদি হয়ই বা, তাতে দুঃখ কি।"

ইভা গম্ভীর হইয়া কহিল, "সইতে পারবে ত ?"

নির্ম্মলা সহজ শান্তভাবে কহিল, "কেন পারব না !"

ইভা তেমনই গম্ভীরভাবে কহিল, "আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সুধীরবাবু যদি আর কাউকে লুকিয়ে ভালবাসে—"

নির্ম্মলা বাধা দিয়া কহিল, "কেন ভালবাসতে যাবে !"

ইভা হাসিয়া কহিল, "ধর যদি কেউ তাঁর মন ভোলাতে পারে।"

নির্ম্মলা কহিল, "যা হ'তে পারে না, মিছিমিছি সে কথার দরকার কি ! ভোলালেই বুঝি হ'ল !"

ইভা হাসিয়া কহিল, "এত বিশ্বাস !" তারপর একটু থামিয়া আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা ভাল, আজ তবে এখন আসি ভাই, কথায় কথায় অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।"

এ বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। নির্ম্মলা গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলে সুধীর কহিল, "মোহিনীকে নিয়ে কি করা যায় ? আমি মনে করছি, সমস্ত খবর জানিয়ে তার মামামামিকে চিঠি লেখা যাক।"

শরৎ দুঃখিত হইয়া কহিল, "মোহিনীর বাপ মা নেই, তাই এই দুর্দ্দশা ! মামাকে অবশ্য খবর দিতেই হবে, কিন্তু তার মেসোর ব্যবহার দেখে ত মনে হয় না তার মামামামি ওকে জায়গা দেবে !"

সুধীর কহিল, "তা হ'লে ত ভারি মুস্কিলের কথা হবে। দেখি নির্ম্মলার সঙ্গে পরামর্শ করে, বউদিদিও ত আজ দুপুরবেলা

আসবেন, তিনি কি বলেন দেখা যাক। মেয়েটী যাতে পথে না দাঁড়ায় তার ত ব্যবস্থা করতেই হবে।"

শরৎ কহিল, "নিশ্চয়ই! আচ্ছা মোহিনীকে বউঠাকরুণ কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

সুধীর কহিল, "কাল রাত্রে আর বেশী কথা হয় নি। কোন কথার উত্তর দিতে গেলেই মোহিনীর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরে পড়ে।"

শরৎ ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "কাঁদবারই কথা, কি ভয়ানক অবস্থা ভাব দেখি! বাপ মা নেই, ভাই বোনও কেউ নেই। মামামামি আছে বটে, কিন্তু তারা ত তাকে দূর্‌ছাই করে, তার ওপর এসব কথা শুনলে তাকে বাড়ীতেই জায়গা দেবে না। যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বেলা হ'য়ে গেছে এখন চললাম।"

বিলাতী হাওয়া

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইভা যেন সুধীরকে চরকীর পাকের মত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ মিউজিয়ামে, কাল চিড়িয়াখানায়, পরশু বায়স্কোপে, তার পরদিন ইভার বন্ধুর বাড়ী, এমনই করিয়া সুধীরকে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবধি সময় দিতেছিল না। হরিশ বা নির্ম্মলা প্রতিদিন তাহাদের সঙ্গী হইতে পারিত না। হয় ত হরিশ কোন একটা কাজে অন্য কোথায় যাইতে বাধ্য হয়, নির্ম্মলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, বেড়াইতে বাহির হয় শুধু ইভা ও সুধীর।

সেদিন দুপুরবেলা শরতের বউদিদি নির্ম্মলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় হরিশ ও ইভা আসিয়া উপস্থিত হইয়া সুধীরকে একরকম জোর করিয়া বাটীর বাহির করিয়া লইয়া গেল।

নির্ম্মলাকে হরিশ দুই তিন বার যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃতা হয় নাই।

ইভা তাহাকে অনুরোধ না করিয়া বরং বলিয়াছিল, "না ভাই তোমার গিয়ে কাজ নেই, তুমি যে রকম লজ্জাবতী লতা, সেখানে অত লোকের সামনে গিয়ে একবারে মরে যাবে; তা ছাড়া বউদিদিকে ফেলে ত আর তুমি যেতে পারবে না।"

বিলাতী হাওয়া

তাহারা তিনজনে আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে এ জন্তু, সে জন্তু দেখিবার পর যখন সিংহের ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল, তখন সেখানে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। ভিড়ের মধ্যে হরিশ তাহাদের নিকট হইতে দূরে পড়িয়া গেলে ইভা চুপি চুপি কহিল, "সুধীরবাবু আসুন, ওকে একটু জব্দ করা যাক।"

সুধীর কহিল, "কি রকম?"

ইভা হাসিয়া কহিল, "চলুন না, আমরা এই পাশ দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে যাই, ও চারিদিকে আমাদের খুঁজে বেড়াক।"

সুধীর কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, "বেশ ত।"

তাহারা দুই জনে অলক্ষ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়া উদ্যানের এক নির্জ্জন প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতেই ইভা হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল, "কেমন মজা বলুন ত! খুব জব্দ হবে'খন।" তারপর একটু থামিয়া আবার সে কহিল, "আর চলতে পারছি না, আসুন এই ঘাসের ওপর বসা যাক।" বলিয়া সে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল; সুধীর তাহার একটু দূরে উপবেশন করিল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর ইভা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "নির্ম্মলাকে আপনি খুব বেশী ভাল বাসেন, না?"

সুধীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "খুব, তা ও কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

ইভা তাহার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, "সে বুঝি আপনার সমস্ত হৃদয় জুড়ে আছে, অন্য কারুর জন্যে এতটুকু জায়গা ছেড়ে দেবে না।" বলিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

সুধীর অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। সুধীর কহিল, "আর হরিশকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, চলুন।"

তাহার মুখের উপর মিনতি-ভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইভা কহিল, "আর একটু বসুন।"

সুধীর কিছু বলিল না, নীরবে বসিয়া রহিল।

খানিক পরে ইভা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আর কি হবে, চলুন।"

সুধীর এ কথার কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় সুধীর একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া কি একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল। নির্ম্মলা বাড়ী ছিল না, শরতের বউদিদির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। এমন সময় ইভা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বইখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি বই পড়ছেন সুধীরবাবু?"

সুধীর চমকিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিতনয়নে তাহার দিকে চাহিল। ইভা বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে

কহিল, "এ যে দেখছি বিষবৃক্ষ। আচ্ছা, বিষবৃক্ষের কোন্ চরিত্রটী আপনার সব চেয়ে ভাল লাগে বলুন ত?"

সুধীর কহিল, "কমলমণি।"

ইভা কহিল, "তারপর?"

সুধীর কহিল, "সূর্য্যমুখী, কিন্তু তার পালিয়ে যাওয়াটা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।"

ইভা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আর কুন্দনন্দিনীকে আপনার ভাল লাগে না?"

সুধীর কহিল, "লাগে, তার জন্যে ভারি দুঃখ হয়, সে যদি তার প্রথম স্বামীকে ভালবাসতে পারত, তা হ'লে শেষটা তাকে অত যন্ত্রণা পেতে হ'ত না!"

ইভা গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার কিন্তু কুন্দকেই সব চেয়ে ভাল লাগে। থাকলেই বা স্বামী, ভালবাসার মত লোক পেলে ভালবাসবে না, তাই সে স্বামীর ঘরে থেকেও নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসত। এতে আমি কিন্তু তাকে দোষ দিই না, আমার রাগ হয় সব চেয়ে নগেন্দ্রনাথের ওপর, পুরুষমানুষগুলো ঐ রকমেরই হয়, একজন যদি তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সে দিকে সে ফিরেও দেখে না! কুন্দকে মেরে বঙ্কিমবাবুর কি লাভ হ'ল তা ত আমি বুঝতে পারি না। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় সুধীরবাবু?" ইহার কি উত্তর দিবে সুধীর ভাবিয়া পাইল না। এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া উপস্থিত হইতেই ইভা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,

"হ্যাঁ ভাই নির্ম্মলা, স্বামীকে একলা ফেলে বেড়াতে যাও ভয় করে না? যদি কেউ চুরি করে নেয়?"

নির্ম্মলাও হাসিতে হাসিতে কহিল, "চুরি বুঝি করলেই হ'ল! আমার সে ভয় নেই।"

ইভা কহিল, "অনেকক্ষণ এসেছি, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব বলে বসেছিলাম, বাড়ী চললাম ভাই, তোমরা দুজনে বসে গল্প কর।" এই বলিয়া সুধীরের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল।

ইহার দিন দুই পরে চায়ের টেবিলে বসিয়া হঠাৎ ইভা প্রস্তাব করিল, "কাল আমাদের দমদমার বাগানে বনভোজনের ব্যবস্থা করা যাক, কি বলেন সুধীরবাবু?"

সুধীর কহিল, "তা মন্দ কি!"

ইভা হরিশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ খাওয়ার পর আমি বাগানে গিয়ে সব বন্দোবস্ত করি, তুমি এদিকে জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করে ফেল, কি বল?"

হরিশ কহিল, "বেশ ত।"

ইভা কহিল, "শরৎবাবু আপনার আগে নিমন্ত্রণ রইল।" তারপর সুধীরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি যদি আমায় একটু সাহায্য করেন?"

সুধীর কহিল, "কি করতে হবে বলুন?"

ইভা গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমি একলা বাগানে যাব, তাই

বলছিলাম আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে যান! আপনি খেয়েদেয়ে তৈয়রী হ'য়ে থাকবেন, আমি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। তা হ'লে এই কথাই রইল! বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা তবে এখন চললাম।" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

তাহারা চলিয়া গেলে শরৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "যাই কেন তুমি বল না সুধীর, এ কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে! বউঠাকরুণ, তোমার কি মত?"

নির্ম্মলা উত্তর করিল, "ইভা একটু বেশী বেহায়া, অতটা আমার ভাল লাগে না।"

শরৎ কহিল, "আমি ত তাই বলি।"

সুধীর মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমিও বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী নই; সে যাই হোক গে, আমার ত বিশ্বাস, মাঝি শক্ত হ'লে ঝড়-তুফানে নৌকার কিছু করতে পারে না।"

শরৎ কহিল, "আমি অনেকবার বলেছি, আবার বলছি, এই বিলাতী-হাওয়া আমাদের ঘরে ঢোকান কিছুতেই উচিত নয়। যাঁরা বিলাতে শিক্ষা পেয়েছেন তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। তাঁরা মেয়েদের সেইভাবে শিক্ষিতা করেন, তাঁদের সকলের মন অবস্থানু-যায়ী গঠিত হ'য়ে ওঠে। তবুও কি সবাই ভাল-ভাবে চলতে পারছে। তা ছাড়া সাহেবদের সমাজ একেবারেই বিভিন্নভাবে গঠিত, আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। তাই রয়ে বসে সব কাজ করা ভাল, জোর করে কিছু করা উচিত নয়।"

খানিকক্ষণ তিনজনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তা হ'লে চললাম বউঠাকরুণ।"

সুধীর সবে মাত্র আহার শেষ করিয়া আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া পান চিবাইতেছিল, এমন সময় ইভা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "বা সুধীরবাবু, এখনও তৈরী হন নি! সেখানে যে অনেক কাজ আছে। শীগগির তৈরী হ'য়ে নিন।" নির্ম্মলা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে চাহিয়া ইভা কহিল, "তোমার বুঝি ভাই এখনও খাওয়া হয় নি?"

নির্ম্মলা কহিল, "না, উনি এইমাত্র খেয়ে উঠলেন। আমার রোজই এই রকম বেলা হয়। তুমি ভাই দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।" এই বলিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া দিল।

ইভা কহিল, "আর বসব না; এখন না বেরুতে পারলে, সব জোগাড়যাগাড় করে উঠতে পারব না। ঘরদোরগুলো গোছাতে হবে, বাগানের বনজঙ্গল পরিষ্কার করাতে হবে; অনেক দিন বাগানে যাওয়া হয় নি, কি যে হ'য়ে আছে!" বলিতে বলিতে সে আরাম-কেদারার হাতোলের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "উঠুন সুধীরবাবু, আরাম করে পান চিবুলে ত হবে না, সেখানে গিয়ে খাটতে হবে।"

সুধীর আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া শুইয়াছিল। ইভা হাতোলের উপর বসিতেই সে তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

া তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "নিন সাজগোজ করে; তুমি ভাই দাঁড়িয়ে রইলে কেন নির্ম্মলা, বেলা হ'য়েছে খাও গে যাও।"

র্ম্মলা কক্ষান্তরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সুধীর কহিল, র জামা-কাপড় বের করে দিও গো।" "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল। সুধীরও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া "তা হ'লে আপনি একটু বসুন, আমি জামা-জুতোটা পরে।" ইভা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, কিছু বলিল না।

র্ম্মলা আলমারির চাবি খুলিতেছিল, এমন সময় সুধীর সেখানে ৃপস্থিত হইল। নির্ম্মলা স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাবি খুলিতে।

ধীর কহিল, "চাবি ত খুলছ এখন যাব কি না বল দিকি?"

র্ম্মলা আলমারির কবাট খুলিতে খুলিতে কহিল, "নিশ্চয়ই না গেলে ইভাকে অপমান করা হবে। তোমাকে যেতেই

ধীর কহিল, "কি জানি যেতে ভাল লাগছে না। এর চেয়ে র সঙ্গে বসে বসে গল্প করলে হ'ত!"

র্ম্মলা স্বামীর মুখের দিকে সরল চক্ষু দুইটি স্থাপিত করিয়া "তবে না হয় গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু—" একটু থামিয়া কহিল, "না না তুমি যাও, তবে বেশীক্ষণ থেক না, সন্ধ্যের ঃ ফিরে এস।"

সুধীর নির্ম্মলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার মনে হইল যেন কঠিন বর্ম্মে নিজের দেহ আচ্ছাদিত হইল। শত্রুর তীক্ষ্ণধার বর্শাও সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইবে! নির্ম্মলাকে চুম্বন করিয়া কহিল, "দাও কাপড়-জামা।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "বেশ মজার লোক ত, কি করে দেব। আগে ছেড়ে দাও?"

সুধীর কহিল, "ছাড়তে ইচ্ছে হ'চ্ছে না!"

এমন সময় ইভা তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সুধীর তাড়াতাড়ি নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মলা স্রস্ত অঞ্চল মাথার উপর টানিয়া দিয়া আলমারির মধ্যে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিল। ইভা তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই বুঝি আপনার জামা-জুতো পরা হ'চ্ছে সুধীরবাবু! হাঁ ভাই নির্ম্মলা, তোমার এতেই পেট ভরবে কেমন, ভাতটাত আর খেতে হ'বে না?"

নির্ম্মলা নিরুত্তর হইয়া কাপড় জামা বাহির করিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সুধীর সাজিয়া গুজিয়া ইভার সহিত বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

মোটরে যাইতে যাইতে এ কথা সে কথার পর হঠাৎ ইভা কহিল, "আপনি আমায় 'আপনি আপনি' করেন এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়! এবার থেকে যদি আমায় 'তুমি' বলে কথা না বলেন, তা হ'লে কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না, আপনি হরিশকে বলবেন 'তুমি', আর আমায় বলবেন আপনি!"

সুধীর মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "মেয়েদের সম্মান দেখান ত আমাদের কর্ত্তব্য।"

ইভা তীক্ষ্ণকটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "আর অত ভক্তিতে কাজ নেই, আপনার নির্ম্মলাকে কি 'আপনি' বলেন?"

সুধীর কহিল, "নিজের স্ত্রীকে কে আবার আপনি বলে থাকে!"

ইভা কহিল, "সে যাই হ'ক, আপনি আমায় কিছুতেই 'আপনি' বলতে পারবেন না।"

সুধীর উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আপনি আমায় মাপ করবেন।"

ইভা আর একবার তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বেশ!" চারিদিকের হাওয়ায় তখন ইভার মাথার কাপড়

সরিয়া গিয়া পিঠের উপর লুটাইতেছিল, ইভার সে দিকে একেবারেই দৃষ্টি ছিল না। আজ যে কিসের নেশায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; শুধু তাহার মনে হইতেছিল, যেন একটা প্রবল ঝটিকায় তাহার অন্তর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। উঃ, কি যন্ত্রণা! সে শিহরিয়া উঠিয়া ব্যাকুলদৃষ্টিতে সুধীরের চিন্তাভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে মুখের উপর সান্ত্বনার কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। এমন সময় মোটর একটি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মোটর হইতে নামিতেই একজন মালি আসিয়া তাহাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

ইভা কহিল, "ঘরদোর বেশ পরিষ্কার আছে ত?"

মালি জোড়হস্ত হইয়া কহিল, "হাঁ মা-ঠাকরুণ।"

ইভা সুধীরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর প্রত্যেক ঘর ঘুরিয়া দেখিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, অদূরে প্রকৃতিদেবী বহুদূর-বিস্তৃত একখানি সবুজ গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছেন!

পল্লীগ্রামের কথা মনে পড়ায় সুধীর উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আজ আমার সেই গ্রামের বাড়ীর কথা মনে পড়্ছে। বাড়ীর বারন্দায় বসে নির্ম্মল আর আমি কতদিন এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছি।"

ইভা তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ না হয় দুধের সাধ ঘোলেই মেটান—আসুন এই বারান্দায় বসে আমরা সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি,—সেই সঙ্গে আমাদের জিরোনও হ'য়ে যাবে।"

পাশাপাশি দুইখানি আরাম-কেদারা পাতা ছিল। তাহারা দুই জনে তাহাতে উপবেশন করিল। সুধীর একদৃষ্টে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল, আর ইভা ঈষৎ হেলিয়া সুধীরের প্রফুল্ল মুখের উপর নির্নিমেষ নয়নের দৃষ্টি সন্নিবেশিত রাখিল।

সুধীর একবার ইভার দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এই ত জিরোন হ'ল, এইবার চলুন বাগান ঘুরে দেখে বাড়ী ফেরা যাক। নির্ম্মল শীগগির শীগগির ফিরতে বলে দিয়েছে।"

ইভা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনার নির্ম্মল যাই বলুক না কেন; সন্ধ্যের আগে কিছুতেই ফেরা হ'তে পারে না! দেখবেন সন্ধ্যার সময় এই স্থানটি কি মনোরম হয়।"

সুধীর উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "সন্ধ্যে অবধি আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

ইভা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কেন, ভয় করবে না কি সুধীর-বাবু? দেখবেন যেন মূর্চ্ছা না যান!"

সুধীরের সারাদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; ব্যস্ত হইয়া সে কহিল, "চলুন বাড়ী ফিরে যাই। কাল এসে বাগান দেখব।"

ইভা হাসিয়া কহিল, "আপনি সত্যি সত্যি ভাবছেন না কি

সন্ধ্যে অবধি আপনাকে এখানে আটকে রাখব? চলুন বাগানটা আপনাকে দেখিয়ে আনি।”

সুধীর অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “না না, তা কেন মনে করব! চলুন।”

ইভা কহিল, “বড় জলতেষ্টা পাচ্ছে, চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছি, চলুন দু'জনে মিলে চা তৈরী করে খাওয়া যাক। বন-ভোজনের রিহার্সেলও সেই সঙ্গে হ'য়ে যাবে।” এই বলিয়া ইভা অগ্রসর হইল, সুধীর নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। ইভার প্রত্যেক কথার, প্রত্যেক কার্য্যের সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিল,—ইভার সাজসজ্জার ধরণ, চলিবার ভঙ্গিটী পর্য্যন্ত আজ তাহার নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিল!

এমন সময় ইভা তাহার দিকে ফিরিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “এক মনে কি ভাবছেন সুধীরবাবু, আমার কথা বুঝি? আমি কি বলি, কি করি, তার বুঝি মানে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?” বলিয়া সে নিস্তব্ধ উদ্যান প্রতিধ্বনিত করিয়া হাসিয়া উঠিল! সুধীর কোন উত্তর করিল না, স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। ইভা আবার বলিয়া উঠিল, “এখানে দাঁড়ালেন যে, ভয় পেলেন না কি সুধীরবাবু? ঐ সামনে চা তৈরীর ব্যবস্থা হ'য়েছে, বাগানের মধ্যে ঐ জায়গাটি সব চেয়ে সুন্দর। দেখতেই পাবেন পুকুরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় আপনার মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। আসুন, এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন?” বলিয়া সে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সুধীরের ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

তারপর তাহার মুখের উপর বিভ্রান্তদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "অত কাঁপছেন যে! এতক্ষণ ত খুব বীরত্ব দেখাচ্ছিলেন, এর মধ্যে এমন হ'য়ে গেলেন কি করে!" সুধীর হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইভা হাসিতে হাসিতে আবার কহিল, "নিন চলুন, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত আর জলতেষ্টা মিটবে না।" এই বলিয়া সুধীরকে একরকম টানিয়া লইয়া চলিল।

নিকটেই ঘনপত্রপল্লব সমন্বিত একটি বৃক্ষতলে মালি একখানি মোটা সতরঞ্চি বিছাইয়া তাহারই উপর চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিয়াছিল। ইভা হঠাৎ সুধীরের হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "বসুন সুধীরবাবু, চা তৈরী করা যাক।" সুধীর হতবুদ্ধির মত সতরঞ্চির উপর বসিল। মালি সে স্থান ত্যাগ করিলে, ইভা হাসিয়া কহিল, "ষ্টোভটা আপনি জেলে দিন সুধীরবাবু, আমি ঐ কাজটা কিছুতেই পেরে উঠি না।"

সুধীরও ইহাতে একেবারে অভ্যস্ত ছিল না, তথাপি কোন-রকমে সে ষ্টোভ জ্বালিয়া দিল। সেই গ্যাসের আলোয় ইভার রক্তিম মুখ আরও রাঙা হইয়া উঠিল। বিহ্বলদৃষ্টিতে সে একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া কেটলি জলপূর্ণ করিয়া ষ্টোভের উপর বসাইয়া দিয়া, তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। মাথার উপর শাখান্তরালে বসিয়া একটী প্রিয়াবিরহবিধুর ঘুঘু পক্ষী ক্রমাগতই ডাকিতেছিল। সহসা সে ডানার ঝাপটে বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া সঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে অন্য এক বৃক্ষে উড়িয়া গেল। অদূরে একটি স্বচ্ছসলিল

পুষ্করিণী, তাহার চারিপাশে নানারূপ সুগন্ধ ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুকুরের জল ও ফুলের গন্ধ মাখিয়া মাতোয়ারা বায়ু উভয়ের দেহ স্পর্শ করিয়া ক্রমাগত বহিয়া যাইতে লাগিল। ইভা মিথ্যা বলে নাই ; স্থানটি সত্যই অত্যন্ত মনোরম !

সুধীরের বারবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনই সে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ইভাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, সে ইচ্ছা দমন করিতে বাধ্য হইল ! সে মনে মনে অত্যন্ত আগ্রহে ডাকিতে লাগিল, 'নির্ম্মলা নির্ম্মলা !' সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলার মুখখানি তাহার মনশ্চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ দুইখানি কম্পিত বাহুলতা তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং একখানি সুন্দর মুখ ব্যাকুল আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধীর সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত চমকিয়া উঠিয়া বাহুবন্ধন হইতে সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ছি, ইভা !"

ইভা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সুধীর, সুধীর।" আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষুর তারকাদ্বয় নিশ্চল হইয়া গেল ; এবং সুধীর যদি সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে না ধরিতে পারিত, তাহা হইলে জ্বলন্ত ষ্টোভের উপর পড়িয়া গিয়া সে একটা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিত।

সুধীর অতি সন্তর্পণে ইভার লুণ্ঠিত মস্তক নিজের কাঁধের উপর স্থাপিত করিয়া একবার ব্যগ্রভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল! এ সময় মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে পারিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু সে যে একা—এ অবস্থায় কি করিবে!

এমন সময় অদূরে মোটরের শব্দ শ্রুত হইল, দেখিতে দেখিতে একখানি মোটর তাহাদেরই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হরিশ মোটর হইতে নামিল।

সুধীর যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; ডাকিল, "হরিশ, শীগগির এদিকে এস।" নিকটে আসিতেই সুধীর কহিল, "আঃ তুমি এসে পড়েছ, বাঁচলাম! কি বিপদে পড়েছি দেখ দেখি। ওঁকে ধরে থাকব, না মুখেচোখে জল দেব! এভাবে ওঁকে কোথায় আসতে দেওয়াই তোমার অন্যায়। পথে ঘাটে এরকম ফিট হ'লে কি মুস্কিল হ'ত বল দিকি?" তখনও ইভা মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাহার কাঁধের উপর পড়িয়াছিল এবং সে দুই হাতে ইভার দেহ জড়াইয়া বসিয়াছিল!

হরিশ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিল, "বুঝতে পারি নি, সত্যি অন্যায় হ'য়েছে।"

সুধীর কহিল, "তুমি তা হ'লে এঁকে ধরে বস, আমি জল নিয়ে আসি।"

হরিশ ধীরে ধীরে তাহাদের আরও নিকটে আসিয়া বসিল। সুধীর তখন অতি সন্তর্পণে ইভাকে সতরঞ্চির উপর শোয়াইয়া দিয়া

মাথাটি হরিশের কোলের উপর তুলিয়া দিল। তার পর দ্রুতপদে পুষ্করিণীর দিকে ছুটিল এবং জল আনিয়া ইভার মুখে চোখে ছিটাইতে লাগিল।

প্রায় মিনিট দশেক পরে ইভা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া ডাকিল, "সুধীর!" হরিশের বুকের মধ্যে কে যেন তীক্ষ্ণশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল! তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিতেই ইভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "এ গোয়েন্দাগিরি কবে থেকে শিখলে? বাজার করা ফেলে চোরের মত আমার অনুসরণ করেছ! আমি কি করি না করি দেখবার তোমার কোন অধিকার নেই।" সুধীর আড়ষ্ট ও ভীত হইয়া মাথা হেঁট করিল। তাহার মনে হইল বাহিরের সমস্ত আকাশ বাতাস যেন শিহরিয়া উঠিল!—জলস্থল ভূকম্পনে আন্দোলিত হইতে লাগিল!

ইভা আবার সংজ্ঞা হারাইয়া স্বামীর কোলে ঢলিয়া পড়িল। বহু চেষ্টা করিয়াও এবার তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। তখন বাধ্য হইয়া মোটরে শোয়াইয়া ইভাকে বাড়ী আনা হইল। বনভোজনের আয়োজন এমনই ভাবে শেষ হইয়া গেল!

বাড়ী পৌঁছিয়া ইভার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতে তাহার আবার মূর্চ্ছা হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন, ঔষধেরও ব্যবস্থা হইল কিন্তু রোগ সারিল না। কখনও পনর মিনিট, কখনও আধ ঘণ্টা অন্তর ফিট হইতে

লাগিল। বাড়ীতে কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। কাজেই সুধীর বাড়ী গিয়া নির্ম্মলাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। পথে নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "ইভার কি আগে ফিটের অসুখ ছিল না কি?" সুধীর কহিল, "তা ত বলতে পারি নি, গাছতলায় বসে চা তৈয়ারি করতে করতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।" নির্ম্মলা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। সুধীর যেন বাঁচিয়া গেল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর ইভার যখন জ্ঞান হইত, তখন সুধীর সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। কেবল নির্ম্মলা কাছে বসিয়া হাওয়া করিত, ঔষধ খাওয়াইত, মাথায় হাত বুলাইয়া দিত। হরিশ পত্নীর শিয়রে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে সেবাপরায়ণা নির্ম্মলার প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিত। নির্ম্মলা হাওয়া করিতে করিতে এক একবার সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে হরিশের মুখের দিকে চাহিয়া আবার চক্ষু ফিরাইয়া লইত।

তখনও নার্স আসিয়া পৌঁছায় নাই, এমন সময় ইভার আবার ফিট হইল। নির্ম্মলা মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "হরিশ বাবু?" হরিশ নিকটে আসিলে কহিল, "আবার ফিট হ'য়েছে, ওঁকে ডাকুন?" হরিশ বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ডাকলাম না—আমি ধরছি।" নির্ম্মলা কহিল, "আপনি কি পারবেন?" হরিশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "খুব পারব, কি করতে হবে হুকুম করুন।" নির্ম্মলার নির্দ্দেশ মত সে ইভার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল, নির্ম্মলা চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে

লাগিল। ঘরের সমস্ত জানালাগুলি খোলা থাকায় হুহু করিয়া হাওয়া আসিতেছিল। নির্ম্মলার স্থানভ্রষ্ট কেশগুচ্ছ মাঝে মাঝে হরিশের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে ইভার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে, সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। নির্ম্মলা ভাবিল, স্বামীকে দেখিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়াছে, তাই স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "এই যে হরিশবাবু!"

ইভা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "চোর চোর!" বলিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

নির্ম্মলা মনে করিল, ইভা প্রলাপ বকিতেছে, এখনও ঘোর কাটে নাই; কিন্তু হরিশ অন্তরে ছটফট করিতে করিতে দূরে সরিয়া গেল। এমন সময় সুধীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, পদশব্দে ইভা চমকিয়া চোখ মেলিয়া বলিয়া উঠিল, "এসেছ?" সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। হরিশ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।

সুধীর পার্শ্বের একটী কক্ষে দাঁড়াইয়া, ইভার সহিত প্রথম আলাপের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, হায় অভাগিনী নারী! যদি স্বামীকে শুধু বিলাসের সঙ্গী না ভাবিয়া দেবতা বলিয়া ভাবিতে পারিতে, তাহা হইলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না!

এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া কহিল, "চল বাড়ী যাই, ডাক্তারবাবু নার্স নিয়ে এসেছেন।"

সুধীর অন্যমনস্কভাবে কহিল, "চল।"

নির্ম্মলা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "তোমার দেহটা কি খারাপ বোধ হ'চ্ছে?"

সুধীর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "না, চল বাড়ী যাই।"

বাড়ী পৌঁছিয়া নির্ম্মলাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া চুম্বন করিয়া সুধীর কহিল, "নির্ম্মল ইভা ভারি অভাগিনী!"

নির্ম্মলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিসে? অমন স্বামী যার, সে অভাগিনী হ'তে যাবে কেন? অসুখ অমন হয়, আবার সেরেও যায়। আর না সারলেই বা কি! স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরবার চেয়ে মেয়েমানুষের আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে! আমি ত দিন রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার পায়ে মাথা রেখে হাসতে হাসতে মরতে পারি।" বলিয়া সে স্বামীর বুকের মধ্যে আবার মুখ লুকাইল।

সুধীর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, "তোমরা এমনই স্বার্থপর বটে!"

নির্ম্মলা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর ও বিষয়ে আমরা যেন চিরকালই স্বার্থপর থাকি।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "বেশ তাই থেক।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইভার ফিট কিছুতেই সারিল না। বড় বড় সাহেব-ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তবে আগে যেমন ঘন ঘন ফিট হইত, এখন আর তেমন ঘন ঘন হয় না। দিনে একবার কখনও বা দুইবার হয়।

নির্ম্মলা প্রতিদিনই ইভাকে দেখিতে আসিত, সুধীরও তাহার সঙ্গে যাইত কিন্তু ইভাকে দেখা দিত না। সে বাহিরে হরিশের নিকটে সংবাদ লইত। হরিশ তাহার সহিত বেশী কথা বলিত না! দুই একটি কথায় তাহার প্রশ্নের উত্তর দিত।

ইভা একদিন হঠাৎ নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীরবাবু আসেন নি? তাঁকে ত একদিনও দেখতে পাই না! কোন অসুখবিসুখ করে নি ত?"

নির্ম্মলা কহিল, "না, তিনি ভাল আছেন। রোজই ত তিনি আমার সঙ্গে আসেন, আজও এসেছেন; কারু কষ্ট দেখতে পারেন না ভাই তাই এ ঘরে বড় আসেন না।"

ইভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক, তাঁর এসে কাজ নেই। কষ্ট দেখতে পারেন কি না পারেন আমি খুব বুঝি, তাঁকে বল আমি

এত বোকা না!" বলিতে বলিতে হঠাৎ সে মূর্চ্ছিত হইয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

নির্ম্মলা ব্যস্ত হইয়া হরিশকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে আসিয়া কহিল, "থাক পড়ে, আর পারি না। ভুগুক!" নির্ম্মলা স্তব্ধ হইয়া রহিল। হরিশ আবার কহিল, "এ রোগের অসুধ মৃত্যু।"

নির্ম্মলা কহিল, "আপনি অত অস্থির হবেন না, ইভা নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।"

হরিশ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তাতে আমার কি!"

নির্ম্মলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল,—'হরিশবাবুর এ কথার অর্থ কি! ইভাকে ত তিনি খুব ভালবাসেন!' সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; বাড়ী ফিরিবার সময় সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "হরিশবাবুর সঙ্গে ইভার কি ঝগড়া হ'য়েছে?"

সুধীর ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দিকি?"

নির্ম্মলা কহিল, "হরিশবাবু অস্থির হ'য়ে পড়ছেন দেখে আমি তাঁকে সান্ত্বনা করবার জন্যে বললাম, 'ইভা শীগগির সেরে উঠবে;' তিনি বলে উঠলেন, 'তাতে আমার কি!' কেন বল দিকি তিনি অমন কথা বললেন? আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।"

সুধীর মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "বোধ হয় খুব ঝগড়া হয়ে থাকবে।"

নির্ম্মলা সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "ঝগড়াটা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ত আমাদের উচিত?"

সুধীর কহিল, "তুমিও যেমন, ও রাগ ক'দিন থাকবে!"

নির্ম্মলা কহিল, "সে নিশ্চয়।" সুধীরের ইচ্ছা হইতে লাগিল, সব কথা নির্ম্মলাকে প্রকাশ করিয়া বলে, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

শরতও রোজ ইভাকে দেখিতে আসিত। সে দিন হাসিতে হাসিতে হরিশকে কহিল, "কি হে, এইটুকুতে যে একেবারে মুসড়ে গেছ?"

হরিশ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "তোমার কি!" শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হরিশ যে কেন তাহার এই পরিহাসটুকু এইভাবে গ্রহণ করিল ইহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হরিশ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "খুব আহ্লাদ হ'য়েছে, না? বন্ধু বটে!"

শরৎ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমিও কি বল্‌ছ, তোমার স্ত্রীর অসুখ—" কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই হরিশ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শরৎ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার সময় সুধীরকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সুধীর হরিশের কি হ'য়েছে বল ত?"

সুধীর উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "তার অসুখ করেছে না কি?"

শরতের সহিত হরিশের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিয়া শরৎ কহিল, "হরিশকে কখনও এমন রাগ্‌তে

দেখি নি—স্ত্রীর এই সামান্য অসুখেই তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল ?"

সুধীর অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হ'তে পারে !" তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী ও মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া শরৎ মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ইভা পরদিন শরতকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, "আপনিও আমায় দেখতে আসেন না ?"

শরৎ কহিল, "আমি ত রোজই আপনার খবর নিয়ে যাই।"

ইভা শুষ্কমুখে কহিল, "তা আমি জানি, কিন্তু আপনিও আমার সাম্‌নে আসতে ভয় পান ?" শরৎ এ প্রশ্নের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইল না, কি উত্তর দিবে ! ইভা হাসিয়া কহিল, "না হ'লে সুধীরবাবুর মত আপনিও আসেন না ?"

শরৎ কহিল, "কেন সুধীর ত রোজই আসে। বউঠাকরুণের মুখে শুন্‌লাম, সে না কি কারো কোন কষ্ট দেখতে পারে না, তার মাথা ঘোরে, তাই বোধ হয় আপনার—"

ইভা বাধা দিয়া কহিল, "সে কথা আমিও শুনেছি শরৎবাবু, আপনি যদি একবার সুধীরবাবুকে আসতে বলেন, তা হ'লে আমি বড় উপকৃত হই, তাঁর সঙ্গে আমার গোটাকতক বিশেষ দরকারী কথা আছে।"

এমন সময় নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ ভাই ?"

ইভা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "ভাল আছি, সুধীরবাবু এসেছেন?"

নির্ম্মলা কহিল, "এসেছেন, বাইরে বসে হরিশবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। ঠাকুরপো তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

শরৎ কহিল, "মিনিট পনর;" তারপর ইভার দিকে ফিরিয়া কহিল, "তা হ'লে আপনারা বসে গল্প করুন; আমি বাইরে বসিগে; সুধীরকে ডেকে দেব?"

ইভা মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "ডাকুন, তিনি কি আস্‌বেন?"

নির্ম্মলা কহিল, "কেন আসবেন না, তুমি ত এখন ভাল আছ।" ইভা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল।

খানিক পরে সুধীর আসিয়া কহিল, "আপনি ডেকেছেন?"

ইভা কহিল, "হ্যাঁ, না ডাকলে কি আস্‌তে নেই?"

সুধীর বাহিরে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া কহিল, "এ অবস্থায় আসাটা কি ভাল?"

ইভা অন্তরে তীব্রজ্বালা অনুভব করিয়া কহিল, "ভাল কি মন্দ তা আমি জানি না! বেশ, আপনি আমার সাম্‌নে আসবেন না।"

নির্ম্মলা তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কহিল, "উনি ভাল ভেবেই আসেন নি, তুমি ভাই ওঁর ওপর রাগ কর না। এবার থেকে উনি রোজ তোমাকে দেখে যাবেন।"

ইভা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "কোন দরকার নেই; আমি চাই না পাঁচজনে এসে আমায় বিরক্ত করে! আমার মাথা ঘুরছে

আমি একলা থাকতে চাই।" সুধীর আর কিছু না বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল ; নির্ম্মলা ইভার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া স্বামীর অনুসরণ করিল।

আগের দিন ডাক্তার হাওয়া বদলাইবার কথা বলিয়াছিলেন ; ইভা তাহাতে রাজি হয় নাই। আজ সকলে চলিয়া যাইবার পর সে হরিশকে কহিল, "ডাক্তারেরা কোথায় যেঁতে বলছিলেন না ? আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।"

এ কয়দিন ইভা ও হরিশের মধ্যে কোন কথা ছিল না। তাই এই কথায় হরিশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ।"

ইভা কহিল, "আমি আজই যাব তার বন্দোবস্ত কর।" "আচ্ছা" বলিয়া হরিশ চলিয়া গেল।

পর দিন নির্ম্মলা ও সুধীর ইভার সংবাদ লইতে আসিয়া শুনিল, কাল রাত্রে ইভাকে লইয়া হরিশ পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছে, কোন্ জায়গায় তাহা কেহ জানে না। সুধীর মনের ভাব চাপিয়া কহিল, "ইভাকে পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল করেছে, কিছুদিন থাকলেই শুধরে যাবে।"

নির্ম্মলা কহিল, "ইভার জন্যে সত্যি আমার ভারি দুঃখ হয়।" সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সুধীর মোহিনীর মামাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার উত্তর আসিয়াছে। পত্রে লেখা ছিল, "আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, ওরকম মেয়েকে গৃহে স্থান দিই না। যে ইচ্ছা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া যায়, তাহাকে কি বলিয়া আপনি গৃহে স্থান দিতে লিখিয়াছেন! সে পোড়ামুখীর সংবাদ পাইবার জন্য আমরা এতটুকু ব্যস্ত হই নাই, আপনি তাহার সংবাদ না দিলেই ভাল হইত। আশা করি আর কখনও আপনি আমাকে পত্র লিখিবেন না। আপনার যদি অসুবিধা মনে হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন; সে নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারিবে।" সুধীর পত্র পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। এ পত্রের কথা নির্ম্মলা বা মোহিনী কাহাকেও বলা প্রয়োজন মনে করিল না। শরৎ আসিলে পত্রখানি তাহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায়?"

শরৎ কহিল, "তার মামা যে এরকমের একটা কিছু উত্তর দেবে তা আমি আগেই জানতাম; আমি ত ক'দিনই ভাবছি, কিন্তু কিছু ত ঠিক করতে পারছি না! এ ভাবে ত তাকে বেশী দিন রাখা চলে না! আচ্ছা বউঠাকরুণ এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি?"

সুধীর কহিল, "সে আর কি বলবে, তার একজন সঙ্গী জুটেছে, তাতেই তার আনন্দ! সে কি আর কিছু ভাবছে! আমাকে বলছিল, মেয়েটী ভারি লক্ষ্মী এমন মিষ্টি কথা, লেখাপড়াও বেশ জানে, গেরস্তালি কাজকর্ম্মেও পাকা। কাল সে রেঁধেছিল, তার হাতের রান্নাও দেখলাম খুব ভাল। দেখ শরৎ, অমন মেয়ে যদি না বুঝে একটা ভুলও করে থাকে, তা হ'লে কি তা ক্ষমা করা যায় না?"

শরৎ কহিল, "তা আর বলতে। তা ছাড়া সেদিন ত দেখলে ওর কোন দোষ নেই।"

সুধীর কহিল, "নির্ম্মলাকে ভাবছি সব কথা খুলে বলব। না হ'লে শেষে হয় ত গোলমাল হ'তে পারে।"

শরৎ চিন্তা করিয়া কহিল, "আপাততঃ না বলাই ভাল, বউ-ঠাকরুণ মোহিনীকে আরও ভাল করে চিনে নিন।"

সুধীর কহিল "তাই হবে। ওহে হরিশের কোন খবর পেলে? কোথায় গেল একবার জানালেও না!"

শরৎ কহিল, "কোন খবরই ত পাই নি। আচ্ছা একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব সত্যি বলবে?"

সুধীর উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "কি?"

শরৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ইভাকে কি হরিশ সন্দেহ করেছে?"

সুধীর ঈষৎ চঞ্চল হইয়া কহিল, "বোধ হয়।"

শরৎ কহিল, "আর একটা কথার জবাব দাও। তোমার ওপর হরিশের কোন সন্দেহ হ'য়েছে?"

সুধীর অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোন রকমে সে ভাব চাপিয়া কহিল, "আর একদিন তোমায় সব কথা বলব।"

শরৎ বুঝিল ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। এমন যে ঘটিতে পারে, ইহা সে একদিনও ভাবে নাই। ইভাকে সে বড় বিশ্বাস করিত! তাহার পতন হওয়া কি সম্ভব? আর সুধীর? সে মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠাকরুণ কিছু জানেন?"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "তুমি ভয় পেয়ো না! নির্ম্মলা যাতে এতটুকু ব্যথা পায় এমন কাজ আমি কখনও করব না; এ তোমায় আমি জোর করে বলতে পারি।" সে দিন আর কোন কথা হইল না।

নির্ম্মলা আর এখন বৈকালে স্বামীর সহিত হাওয়া খাইতে বাহির হয় না। সুধীরেরও আর তেমন আগ্রহ নাই। সুধীর এখন সব সময় বাড়ীতে থাকে, কোন দিন দৈবাৎ বেড়াইতে যায়, তবে বেশীক্ষণ বাহিরে থাকে না। সন্ধ্যার সময় নির্ম্মলাকে লইয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়ায়, হাসি-গল্পের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে! সকাল বেলা আগে যেমন চায়ের টেবিলে সভা বসিত, এখনও ঠিক তেমনই বসে। তবে হরিশ না থাকায় কোন তর্কবিতর্ক চলে না।

মোহিনী প্রতিদিনই আপত্তি করিত, প্রতিদিনই নির্ম্মলা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চায়ের টেবিলে বসাইত। ক্রমে ক্রমে তাহারও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। সে এখন চা তৈয়ারী করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে সুধীর ও শরতের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। নির্ম্মলার সহিত চায়ের পেয়ালা লইয়া মাঝে মাঝে সে কাড়াকাড়ি করে। তাহা দেখিয়া সুধীর ও শরৎ হাসিতে থাকে।

একদিন সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "নির্ম্মল, তোমার চেয়ে আজ মোহিনী চা ভাল তৈরী করেছে।"

মোহিনী রাগ করিয়া কহিল, "তা হ'লে কিন্তু আমি আর চা তৈরী করব না। আপনি ভারি মিথ্যেবাদী, দিদির চেয়ে না কি আমি ভাল চা তৈরী করতে পারি! আচ্ছা শরতদা আপনি বলুন ত দিদির তৈরী চা কেমন সুন্দর হয়?"

সুধীর ইসারা করিল, শরৎ হাসিয়া কহিল, "সত্যি বলতে গেলে তোমার তৈরীর চা-ই ভাল—"

মোহিনী আরও রাগিয়া বলিল, "যান আপনারা সবাই মিথ্যে-বাদী, কাল থেকে আমি আর কিছুতেই চা করব না;" বলিয়া মুখ নত করিয়া রহিল।

নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া শরৎ কহিল, "বউঠাকরুণ তুমি রাগ কর নি ত?"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "ছোট বোনের প্রশংসা শুনে বুঝি দিদির রাগ হয়, তোমার যেমন কথা ঠাকুরপো!"

বিলাতী হাওয়া

এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। এই উদ্বেল আনন্দসাগরে ডুবিয়া মোহিনী নিজের ভবিষ্যতের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। নির্ম্মলা তাহার সম্বন্ধে কিছুই ভাবে না। তবে সুধীর ও শরৎ একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে তাহারা মোহিনীর সম্বন্ধে আলোচনা করিত, কিন্তু কোন মীমাংসায় তাহারা পৌঁছিতে পারিত না। এখানে সমাজেরও কোন বন্ধন ছিল না, কেহ কিছু বলিবারও ছিল না, কাজেই মোহিনী তপোবনবিহারিণী কুরঙ্গিনীর মত স্বচ্ছন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন মোহিনী নির্ম্মলাকে কহিল, "দিদি, তুমি হারমোনিয়ম বাজাও না?"

নির্ম্মলা কহিল, "অনেকদিন বাজাই নি; হ্যাঁরে মনি তুই বাজাতে জানিস্?"

মোহিনী হাসিয়া কহিল, "জানি দিদি, বাবা আমায় নিজেই শিখিয়েছিলেন। তবে বাবা মরবার পর থেকে আমি আর বাজাই নি, মামাবাবু আমার হারমোনিয়ামটা কাকে বেচে ফেলেছেন; আমি তখন কত কেঁদেছিলাম, তিনি কিছুতেই শুনলেন না; আমাকে কত গালমন্দ দিলেন।" বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

নির্ম্মলা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "চুপ কর লক্ষ্মী বোন," আর বেশী কিছু সে বলিতে পারিল না, তাহারও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মোহিনী চোখের জল মুছিয়া কহিল, "দিদি, তোমার হারমোনিয়টা বাজাব, দেখব পারি কি না?"

নির্ম্মলা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "ও হারমোনিয়ামটা তোকে দিলাম; তোর যখন ইচ্ছে হয় বাজাবি।"

মোহিনী মহাখুসী হইয়া কহিল, "সত্যি আমায় দিলে দিদি?"

নির্ম্মলা তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কহিল, "সত্যি না ত কি মিথ্যে! তুই কেমন বাজাতে পারিস দেখি।"

মোহিনী গিয়া হারমোনিয়ামের সম্মুখে বসিল। নির্ম্মলা পার্শ্বে উপবেশন করিল। মোহিনীকে সে একজোড়া নূতন চুড়ি ও বালা গড়াইয়া দিয়াছিল। ধীরে ধীরে মোহিনীর সুকোমল মনিবন্ধবেষ্টিত ঝকঝকে চুড়ি ও বলয়ের মৃদুমধুর শিঞ্জন ছাপাইয়া প্রাণহীন কাষ্ঠ পদার্থটীর ভিতর হইতে সুমধুর গীতধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "গাইতে পারিস?"

মোহিনী তাহার দিকে ঈষৎ ফিরিয়া কহিল, "পারি; গাইব?"

নির্ম্মলা কহিল, "গা।"

মোহিনী গায়িতে লাগিল। তাহার চম্পককলিবৎ অঙ্গুলির সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠস্বর এক পর্দ্দা হইতে আর এক পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল।

নির্ম্মলার সহিত শুধু যে আলোকোজ্জল কক্ষের প্রাচীরগুলা, বিমুগ্ধ শ্রোতার মত সেই অমিয় সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল

তাহা নহে, আর দুইজনও পর্দ্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া তাহারই রসাস্বাদন করিতেছিল।

মোহিনী গান শেষ করিয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল।

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "এমন চমৎকার গাইতে পারিস্!"

এমন সময় সুধীর ও শরৎ পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইতেই মোহিনী মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিল।

নির্ম্মলা সহাস্যমুখে কহিল, "আর একটু আগে এলে মনির গান শুনতে পেতে।"

সুধীরও হাসিয়া কহিল, "আমরা বুঝি শুনি নি? এতক্ষণ আমরা পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে। পাছে পায়ের শব্দে গান বন্ধ হয়ে যায়, এই ভয়ে তখন ঘরের মধ্যে ঢুকি নি।"

নির্ম্মলা কহিল, "কেমন লাগল?"

সুধীর ও শরৎ এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

মোহিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। নির্ম্মলা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "মনি এস্‌রাজ বাজাতে পারিস?"

মোহিনী তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিছু বলিল না।

নির্ম্মলা সুধীরের দিকে চাহিয়া কহিল, "কাল মনিকে একটা এসরাজ এনে দিও।"

সুধীর কহিল, "দেব।"

নির্ম্মলা কহিল, "এখনও রাত হয় নি; মনির আর একটা গান শোনা যাক্।"

সুধীর কহিল, বেশ "ত" !

মোহিনীর মুখের উপর চূর্ণকুন্তল পড়িয়াছিল, নির্ম্মলা তাহা সরাইয়া দিতে দিতে কহিল, "মনি আর একটা গা।" মোহিনী তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। প্রথমে তাহার গলা কাঁপিয়া উঠিলেও ক্রমে ক্রমে গান বেশ জমিয়া উঠিল।

গান শেষ হইলে নির্ম্মলা কহিল, "ঠাকুরপো, এত রাত্রে না খেয়ে যেতে পারবে না। সেদিন ত তোমরা মোহিনীর রান্নার খুব সুখ্যাতি করছিলে, আজও মোহিনী রেঁধেছে, কেমন রঁাধলে তার পরীক্ষা করে যেতে হবে।"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "জান ত বউঠাকরুণ আমি পেটুক ; আর কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণ না হ'লেও ঐ খাওয়ার বিষয়ে আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ, তা ছাড়া আজ মোহিনী রেঁধেছে—" হঠাৎ কথা অসমাপ্ত রাখিয়া সে থামিয়া গেল।

মোহিনী চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুরীয়কের উপর অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মোহিনীর সঙ্গীত-বিদ্যার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কোন দিন হারমোনিয়াম, কোন দিন এসরাজ বাজাইয়া মোহিনী গায়িত। নিয়মিত শ্রোতা ছিল তিনজন, নির্ম্মলা, সুধীর ও শরৎ। মাঝে মাঝে, বিনয় ও কমলা আসিয়া শ্রোতার দল ভারি করিত।

নির্ম্মলা হারমোনিয়ম বাজাইতে পারিত, এসরাজ বাজাইতে

জানিত না। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মোহিনীর নিকট সে এসরাজ শিখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন নির্ম্মলা সুধীরকে ধরিয়া বসিল, "তোমারও এসরাজ শিখতে হবে।"

সুধীর অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু নির্ম্মলার নিকট কোন আপত্তিই টিকিল না, সুধীর মোহিনীর ছাত্র হইল।

একদিন সুধীর বাজাইতে বাজাইতে গোলমাল করিয়া ফেলিল, নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "বারবার যদি এরকম ভুল কর, গুরুমশায় কিন্তু জরিমানা করবেন।"

মোহিনী হাসিয়া মুখ নত করিল।

নির্ম্মলা জোর দিয়া মোহিনীকে কহিল, "আজ গুরুমশায় ওকে জরিমানা করতেই হবে।"

মোহিনী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তোমার যেমন কথা দিদি।"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা তুই যখন কিছুতেই পারবি নি, তখন আমিই সাজা ঠিক করে দিচ্ছি। দেখ, আজ তোমায় আরও আধ ঘণ্টা বেশী বাজাতে হবে, মনি তুই ভাই ওকে আটকে রাখ, আমি একটু গড়াগড়ি দিয়ে আসি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেলে, মোহিনী ও সুধীর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মোহিনী মৃদু হাসিয়া কহিল, "দিদির হুকুম অমান্য করছেন।"

সুধীর ত্রস্ত হইয়া কহিল, "ভুলে গেছি।" এই বলিয়া সে

বাজাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এসরাজ হইতে কেবলই বেতালা সুর বাহির হইতে লাগিল। এসরাজ একপাশে রাখিয়া দিয়া সুধীর কহিল, "আজ মাপ করতে হবে গুরুমশায়।" মোহিনী হাসিয়া উঠিয়া গেল।

ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সুধীর তন্দ্রাভিভূতা নির্ম্মলাকে চুম্বন করিল। নির্ম্মলা চোখ মেলিয়া সুকোমল বাহুলতা দিয়া স্বামীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া কহিল, "পালিয়ে এসেছ বুঝি?"

সুধীর আবেগভরে উত্তর করিল, "তুমি কি বলে আমায় একলা ফেলে পালিয়ে এলে?"

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল, "একটু জব্দ করলাম, আমি জানি তুমি এখনই আসবে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন দুপুরবেলা নির্ম্মলা সুধীরকে কহিল, "মোহিনীর ঘরে পারিবারিক প্রবন্ধখানা ফেলে এসেছি, এনে দাও না? ঠাকুরপো রোজ এসে জিজ্ঞেস করে, 'পড়েছ বউঠাকরুণ?' আমি রোজই বলি, 'না'। আজ অন্ততঃ দুটো পাতও পড়ে রাখব।"

সুধীর বই আনিতে গেল। পর্দ্দা ঠেলিয়া মোহিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল, শুভ্র শয্যার উপর মোহিনী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; বইখানি তাহার শিয়রের কাছে পড়িয়া আছে! সুধীর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল! তাহার ইচ্ছা হইল, নির্ম্মলাকে গিয়া বলে, বই পাওয়া গেল না; কিন্তু তখনই মনে হইল যদি নির্ম্মলা নিজে বই লইতে আসে, তাহা হইলে কি মনে করিবে? বইখানি লইয়া যাইতে ইহইবে। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। বইখানি লইবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছে অমনই নিদ্রিতা মোহিনীর শিথিল বাহুলতা পুস্তকের উপর আসিয়া পড়িল। সুধীর সহসা দুই পা পিছাইয়া গেল এবং বইখানি ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই নির্ম্মলা কহিল, "খালি হাতে এলে যে; বই কই?"

সুধীর পত্নীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কহিল, "মোহিনী ঘুমচ্ছে ?"

নির্ম্মলা কহিল, "বইখানা দেখতে পেলে না ?"

সুধীর কহিল, "মোহিনী হাতে ক'রে ঘুমচ্ছে।"

নির্ম্মলা কহিল, "তবে থাকৃগে। ঠাকুরপো এলে বল্‌ব—পড়া হয় নি, আর কি হবে। তুমি খেয়ে উঠে একটুও শোও নি, শোবে এস।"

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুধীর শরতকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে কহিল, "মোহিনীকে নিয়ে কি করা যায় ?"

শরৎ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি ত কিছুই স্থির ক'রতে পারছি না। বউদিদি ত সব কথা জানেন না, তিনি ত মোহিনীর বিয়ে দেওয়ার কথা ব'লছিলেন।" হঠাৎ শরতের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

সুধীর কহিল, "আমিও কাল সারারাত ভেবেছি; আমারও মনে হয়, বউদিদি যা ব'লছেন—তাই ঠিক। নির্ম্মলারও এতে খুব উৎসাহ আছে।"

শরৎ কহিল, "ও ছাড়া আর উপায় কি ?"

সুধীর কহিল, "কিন্তু একটা কথা আছে, মোহিনীকে আমরা যে জায়গা থেকে উদ্ধার ক'রেছি, সেটা যদি কোন রকমে জানা-জানি হয় তা হ'লে গোলমাল হ'তে পারে।"

শরৎ চিন্তা করিতে লাগিল। উভয়ে নীরবে অনেকখানি পথ অতিক্রম করিল। সুধীর কহিল, "যদি এমন কোন পাত্র পাওয়া যায় যে, সব জেনে শুনে বিয়ে করে তা হ'লেই সব গোল চুকে যায়। সেই রকম একজন পাত্র খোঁজা যাক। কি বল হে?"

শরৎ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "আচ্ছা।"

সুধীর সহসা তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, "তুই রাজি আছিস?"

শরৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "যাও!"

সুধীর কহিল, "যাও কেন, রূপেগুণে এমন পাত্রী ক'টা পাওয়া যায়।"

শরৎ কহিল, "সে কথা হ'চ্ছে না, তুমি ত জান আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে ক'রব না।"

সুধীর কহিল, "অন্য কোন আপত্তি নেই ত? ততদিন না হয় মোহিনী আইবুড়ই থাকবে।"

শরৎ কহিল, "না না তা হয় না, মোহিনীর জন্যে পাত্রের সন্ধান কর—" একটু থামিয়া আবার কহিল, "বউঠাকরুণকে এ সব কিছু বল নি ত?"

সুধীর কহিল, "এখনও বলি নি, তুই বলতে বলিস ত, বলি?"

শরৎ ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না না, তাঁকে কিছু ব'ল না। এ সব ব্যাপারে তামাসা ভাল না।"

মোহিনীকে লইয়া সুধীর প্রতিদিন বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিল। কোন দিন বা মোহিনী কাপড় কাচিয়া আর্দ্র বসনে আসিতে

আসিতে সুধীরের সম্মুখে পড়িয়া যাইত; কখনও বা মোহিনীর ভিজা চুল শুকাইবার সময় সুধীরকে কার্য্যবশতঃ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে হইত; মোহিনী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ-বিন্যাসে রত, এমন সময় দর্পণের মধ্যে সুধীরের ছায়া আসিয়া পড়িত।

একদিন সুধীরের কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল, ফিরিতে অনেক রাত হইয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া বেহারার নিকট সংবাদ লইয়া জানিল, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ রাত হইবে জানিয়াই সে নির্ম্মলাকে বসিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিল।

সুধীর কাপড় জামা ছাড়িয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল কক্ষে আলো নাই। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া সে একবার শয্যার ভিতরটা দেখিয়া লইল। তারপর কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া সে শয্যার উপর গিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিতা পত্নীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া যেমন সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিবার জন্য তাহার দেহ স্পর্শ করিল, অমনই মোহিনী জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি, সুধীরবাবু কি এখনও আসেন নি?"

সুধীর শিহরিয়া উঠিয়া সরিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! তাহার বক্ষঃস্থল জোরে জোরে কাঁপিতে লাগিল।

মোহিনীও ভয় পাইয়া উঠিয়া বসিল। ঘোর অন্ধকার সে কিছুই দেখিতে পাইল না। সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কে, কে, দিদি?"

সুধীর কম্পিত হস্তে আলো জ্বালিয়া কহিল, "আমি তোমার দিদি কোথায়?" তখনও তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

মোহিনীও শয্যা হইতে নামিয়া ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া কহিল, "দিদি আর আমি ত একসঙ্গে শুয়েছিলাম, তিনি কখন্ উঠে গেছেন তা ত জানি না। আপনি বুঝি এই এলেন?"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ, চল দেখি খুঁজি, তোমার দিদি কোথায় গেল?"

বারান্দায় গিয়া তাহারা দেখিল, শ্বেত প্রস্তরের মেঝের উপর শুইয়া নির্ম্মলা নিদ্রা যাইতেছে।

তাহাদের পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেই নির্ম্মলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া সুধীরকে দেখিয়া সে কহিল, "আমি তোমার জন্যে পথের দিকে চেয়ে ব'সে ব'সে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা ঠিক পাই নি। তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

সুধীর কহিল, "এই আসছি!

নির্ম্মলা কহিল, "অনেক রাত হ'য়েছে, চল ঘরে যাই; মনি আমার বিছানায় শুয়ে আছে, তাকে আবার তুলতে হবে।"

সুধীর কহিল, "মোহিনী উঠেছে, ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে।"

মোহিনী নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি কি ব'লে দিদি আমায় একলা ফেলে এলে?"

নির্ম্মলা কহিল, "কেন, তোর ভয় কর'ছিল না কি?"

মোহিনী কহিল, "ভয় কর'ছিল বৈ কি!"

বিলাতী হাওয়া

সেদিন সুধীরের রাত্রে নিদ্রা হইল না। সে কেবলই মনে মনে বলিতেছিল, "মোহিনী কি ভাব্‌ল? না, আর না, আর তাকে কিছুতেই এ ভাবে রাখা যাবে না। নির্ম্মলা কোন দিকে একবার চেয়ে দেখে না, দেখা আবশ্যক ব'লেও মনে করে না! আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে আছে। এত বড় সরল বিশ্বাসকে আমি কি অবশেষে পদদলিত করব! না, না তাহা কিছুতেই হতে পারে না।" অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিয়া ফেলিল, যতদিন না পাত্র পাওয়া যায়, ততদিন মোহিনীকে কোন বোর্ডিংএ রাখিবে। তাহার অশান্ত মনে এইবার সে ভারি আরাম পাইল! গভীর আনন্দে সে নিদ্রিত পত্নীকে বুকের আরও নিকটে টানিয়া আনিল। নির্ম্মলা নিদ্রিতাবস্থায় দুই শিথিল বাহুলতায় স্বামীর দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিতেই, সুধীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হে ভগবান্ নির্ম্মলার কাছে যেন কোন দিন অবিশ্বাসী না হই!" আজ হঠাৎ ইভার কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার অন্তরাত্মা মধ্যে শিহরিয়া উঠিল। ইভা কি সর্ব্বনাশই করিতে বসিয়াছিল! আহা অভাগিনী! এতদিনে কি সে তাহার মনের চাঞ্চল্য দমন করিতে পারে নাই? যদি না পারিয়া থাকে? সুধীর আবার চমকিয়া উঠিল! ইভার পরিণামের কথা স্মরণ করিয়া সে কাঁপিতে লাগিল। প্রায় ভোর হয়, এমন সময় সে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া শান্তিলাভ করিল।

বেলা আটটার সময় শরৎ আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ যে দেখ্‌ছি, তুমিও আমায় ঘুমে টেক্কা দিয়েছ। ব্যাপারখানা কি ?"

সুধীর কহিল, "কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে শরৎ ?"

শরৎ বুঝিল মোহিনীর সম্বন্ধেই সুধীর তাহাকে কিছু বলিবে। সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "কি ?"

সুধীর কহিল, "চা খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর ব'লব।"

চা খাইবার পর মোহিনীকে লইয়া নির্ম্মলা রন্ধনশালার তত্ত্বাবধানে চলিয়া গেলে সুধীর কহিল, "আমি অনেক ভেবে দেখেছি আর মোহিনীকে কিছুতেই এভাবে রাখা চলে না। তাই স্থির ক'রেছি, যতদিন তার বিয়ের সুবিধে ক'রতে না পারি ততদিন তাকে কোন মেয়ে-বোর্ডিংএ রেখে দেব। তুই ভাই যদি আজকের দিনের মধ্যে একটা বোর্ডিংএর বন্দোবস্ত ক'রে আসিস ?"

শরৎ মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "মোহিনী বোর্ডিংএ থাকতে রাজী হবে ?"

সুধীর এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখে নাই! বোর্ডিংএ পাঠাইবার পূর্ব্বে মোহিনীকে ত একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। যদি সে রাজি না হয়? যদি সে কাতর মুখ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে ? যদি ভাবে, অনাথা নিরাশ্রয়া বলিয়া তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে? সুধীরের মন বলিল,

"যেমন আছে তেমনই থাকবে। তাকে কি ছোট বোনের মত দেখ্‌তে পারব না? নিশ্চয়ই পারব।" এই ভাবিয়া সে প্রকাশ্যে কহিল, "একবার মোহিনীকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। তাকে ত জোর করে পাঠাতে পারি না!"

শরৎ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "সেই ভাল।"

উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিতেই হলঘরে মোহিনীর সঙ্গে দেখা হইল; সুধীর মনে করিয়াছিল, সে নিজেই কথাটা তুলিবে, কিন্তু কেমন বাধবাধ ঠেকিল। শরতও মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "মোহিনী, সুধীরের ইচ্ছে তোমাকে কোন বোর্ডিংএ রেখে লেখাপড়া শেখায়; তুমি কি বল?"

এরূপ প্রশ্নের জন্য মোহিনী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই আশ্রয় ছাড়িয়া তাহাকে যে অন্য কোথায় যাইতে হইবে, ইহা সে যে স্বপ্নেও ভাবে নাই! পরগাছা যেরূপ চ্যুতবৃক্ষকে আশ্রয় করে, সেইভাবে এই আশ্রয়কে সে যে বড় আগ্রহে প্রাণপণ করিয়া জড়াইয়াছিল! কিন্তু হায়, পরগাছা যে যখন তখন দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে,—একথা একবারও সে ভাবে নাই! তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সুধীরের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলে, 'আপনি আমায় এ শান্তি-নিকেতন থেকে বার ক'রে দেবেন না,—আপনাদের ত কত দাসদাসী আছে, আমি না হয় তাদেরই একজন হ'য়ে থাকব।" পরক্ষণেই তাহার কল্য রাত্রের ঘটনা মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ সে

স্থির করিয়া ফেলিল, 'সে বোর্ডিংএই যাইবে। আশ্রয়দাতার এতটুকু অশান্তির কারণ সে হইবে না!' আজ কে যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া গেল, সে আর এখন বালিকা নাই, তাহার প্রতি অবয়বে যৌবনশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখেই একখানি বড় আয়না ছিল, তাহাতে দৃষ্টি পড়িতেই মোহিনী নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিল! সে আর কিছু ভাবিল না, শরতের মুখের দিকে সহজ শান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আমি বোর্ডিংএ যাব; কবে যেতে হ'বে?"

সুধীর মনকে দৃঢ় করিয়া কহিল, "এখনও বোর্ডিং ঠিক করা হয় নি। তুমি কবে যেতে চাও, তাই জেনে ঠিক করব।"

মোহিনী কহিল, "কাল সকালেই যাব।"

সুধীর ও শরৎ তাহার অবিচলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় নির্ম্মলা সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "তোমরা তিনজনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে?"

মোহিনী তাহার নিকটে গিয়া হাসিয়া কহিল, "দিদি আমি কাল বোর্ডিংএ যাচ্ছি?"

নির্ম্মলা ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সুধীরের মুখের দিকে চাহিল।

সুধীর জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "মোহিনীর এখানে অসুবিধে হ'চ্ছে।"

নির্ম্মলা ব্যগ্র হইয়া মোহিনীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "মনি কি অসুবিধে হ'চ্ছে তোর আমায় বলবি নি ?"

মোহিনী তাহার মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া কহিল, "এখানে আমার পড়াশুনার সুবিধে হ'চ্ছে না দিদি।"

নির্ম্মলা কহিল, "তার জন্যে বোর্ডিংএ যেতে যাবি কেন মনি, আমি মাষ্টার রেখে দেব।"

মোহিনী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "তা হয় না দিদি। বোর্ডিংএ আমায় যেতেই হবে।"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ নির্ম্মলা, তুমি কি মোহিনীকে চিরকাল আইবুড়ো রাখতে চাও না কি ? তার ত বে-থা দিতে হবে ; এখনকার দিনে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে পারলে, ভাল পাত্র পাওয়া সহজ হ'য়ে ওঠে। মোহিনীকে ত যার-তার হাতে দিতে পারি না !"

মোহিনী আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে নিজের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গিয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

নির্ম্মলা মোহিনীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই স্তব্ধ হইয়া দেখিল, মোহিনী কাঁদিতেছে ! সে ত ইচ্ছা করিয়াই বোর্ডিংএ যাইতেছে, তবে কাঁদিতেছে কেন ?

অতি ধীরে ধীরে নির্ম্মলা তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মনি ?"

মোহিনী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া কহিল, "কি দিদি ?"

নির্ম্মলা বেদনা-ভরা কণ্ঠে কহিল, "তুই কাঁদছিস্ কেন মনি ?"

মোহিনী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তোমার জন্যে মন কেমন করছে দিদি।"

নির্ম্মলা সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুই বোর্ডিংএ যাস নি, মেয়েছেলের অত লেখাপড়া শিখে কি হবে! তুই যা জানিস তাতেই ঢের হবে।"

মোহিনী মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "আমাকে যেতেই হবে; মাঝেমাঝে এসে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব দিদি।" অতি কষ্টে মোহিনী চোখের জল রোধ করিল।

পর দিন শরৎ মোহিনীকে বোর্ডিংএ রাখিয়া আসিল।

বিলাতী হাওয়া

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইভা হরিশকে লইয়া পশ্চিমের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন স্থানেই সে দুই চারি দিনের বেশী থাকিতে পারিল না। বাণবিদ্ধা হরিণীর মত সে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ছুটিয়া গেল ; কিন্তু কোথাও শান্তি পাইল না।

হরিশ তাহার কোন কার্য্যে বাধা দেয় নাই। এক একদিন সে সত্যই ইভার জন্য অন্তরে ব্যথা অনুভব করিত, মনে মনে ভাবিত, অভাগিনী বোধ হয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া জ্বালা উপশমের জন্য এই ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষণিক মোহের বশে যদি ইভা একটা ভুলই করিয়া থাকে এবং তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হয়, তাহা হইলে কি সে ক্ষমার্হ নহে ? ভাবিতে ভাবিতে হরিশের মন অনেকটা নরম হইল। সে স্থির করিল, অনুতপ্ত ইভাকে ক্ষমা করিবে। কিন্তু যদি দেখে ইভা এখনও সুধীরকে ভুলিতে পারে নাই, তাহা হইলে ?

সেই ঘটনার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত হরিশ ইভার সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই। যে কথা না বলিলে নয়, শুধু তাহাই বলিয়াছে। ইভাও প্রয়োজনীয় দুই একটা কথা ছাড়া

আর কিছুই বলে নাই। রাত্রে দুইজনে দুইটী বিভিন্ন কক্ষে শয়ন করিত। দিনের বেলায় একজন আর একজনের নিকট হইতে দূরে থাকিত।

ইভাও মাঝে মাঝে তাহার কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিত; স্থির করিত, আর সুধীরের কথা মনে স্থান দিবে না। কিন্তু কিছুতেই সে তাহাকে ভুলিতে পারিত না। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, হরিশকে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায়। এই কথা মনে করিয়া সে দুই তিন দিন হরিশকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে; হরিশ কিন্তু সম্মুখে আসিবা মাত্র সে অমনই বলিয়া উঠিয়াছে, "না, না আমি তোমায় ডাকি নি।" হরিশ ম্লান মুখে ফিরিয়া গিয়াছে।

সে দিন হরিশ ইভাকে ক্ষমা করিবার জন্য মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া ইভার শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ইভা শয্যার উপর বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিল।

হরিশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "ইভা?" ইভা চমকিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল। হরিশ সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ইভা?"

ইভা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বহুদিন সে যে হরিশের এমন স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনে নাই!

হরিশ তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথার উত্তর দিলে না ইভা?"

ইভা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "ভাল আছি।"

উভয়ে খানিকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। কি বলিয়া যে আবার কথা আরম্ভ করিবে তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। এই কয়দিনের মধ্যে একজন আর একজনের নিকট হইতে কতদূর গিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু এই ভাবে বেশীক্ষণ থাকা চলে না। হরিশই আবার কথা আরম্ভ করিল, কহিল, "যখন এখানে এসে ভাল আছ, তখন এইখানেই কিছুদিন থাকা যাক, কি বল?"

ইভা কহিল, "তুমি যা বল তাই ক'রব।" একটু থামিয়া আবার কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।"

হরিশ ধীরে ধীরে ইভার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। হরিশ কোন কথা না বলিয়া ইভার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। এমন সময় হঠাৎ ইভার অঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হরিশের মনে হইল যেন একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার সে হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছে! সে অস্থির হইয়া ইভার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কি যে হইল, ইভা বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে বেশীদিনের কথা নয়, ইভার পতনের মাস দুই পূর্ব্বে সুধীর নিজের নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী তৈয়ারী করাইয়া আনে। ইভাকে দেখিতে দিলে, ইভা অঙ্গুরীটির বিশেষ প্রশংসা করে এবং হাসিতে হাসিতে বলে, "এ আঙ্‌টিটি আমায় উপহার দিন না সুধীরবাবু?"

সুধীর তাহার উত্তরে বলে, "এ যে আমার নামলেখা আঙটি।"

ইভা বলে, "সেই জন্যেই ত এটা উপহার চাইছি। বন্ধুর স্মৃতি-চিহ্ন থাকবে।"

সুধীর হাসিয়া বলে, "তবে নিন।" এ সব কথাবার্ত্তা তখন হরিশের সম্মুখেই হইয়াছিল। সেই অঙ্গুরীটি এখনও ইভার আঙ্গুলে রহিয়াছে। অঙ্গুরীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হরিশের মনে হইল, যেন পাপকার্য্যের জীবন্ত সাক্ষিস্বরূপ অঙ্গুরীটি তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে!

হরিশ অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া কহিল, "ভেবেছিলাম তুমি মন ঠিক করতে পেরেছ; তাই তোমায় ক্ষমা করতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি ক্ষমারও অযোগ্য!"

আজ কয়েকদিন হইল, ইভা অস্থির হইয়া সুধীরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু আজও তাহার উত্তর আসে নাই। লজ্জায় ও ক্ষোভে ইভার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল। হরিশের সহিত দেখা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সে স্থির করিয়াছিল, আর সে সুধীরের কথা ভাবিবে না, সে স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইবে। তাহার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ইভা, কেমন আছ?"

হয়ত ইভা সুধীরকে ভুলিতে পারিত, হরিশের ক্ষমা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বামীর পদে মন স্থির রাখিয়া অতিবাহিত করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।

বিলাতী হাওয়া

"তুমি ক্ষমারও অযোগ্য!" এই কথা কয়টি কানে যাইতেই ইভার অন্তরের মধ্যে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল! সে তীব্রকণ্ঠে কহিল, "তোমারও!"

তাহার এই বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠস্বর শাণিত ছুরিকার মত হরিশের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। সে আঘাত কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া হরিশ কহিল, "একেবারে মরেছ! জান্‌লে আর তোমার মুখ দর্শন করতাম না! কি মূর্খ আমি, তোমার মত পাপীয়সীকে ক্ষমা ক'রতে এসেছিলাম!"

ইভা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি ত পাপীয়সী, কিন্তু তুমি কোন্ সাধুপুরুষ?"

হরিশ চমকিয়া উঠিল। ইভা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "নির্ম্মলার রূপের ব্যাখ্যা যার মুখে ধরে না, নির্ম্মলা বায়স্কোপে না গেলে যার মুখ কালি হ'য়ে যায়, নির্ম্মলাকে কাছে পেলেই যার মনের বাসনা বাইরে ফুটে বেরোয়, সে মস্ত সাধুপুরুষ; তার কাছেও আমি ক্ষমা পেতে পারি না! তুমি সত্যাই মূর্খ, নইলে তুমি ক্ষমা করতে এস!"

ইভা যে তাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিতে পারে ইহা হরিশ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। তাই আঘাতটা বড় বেশী করিয়া তাহার বুকের মধ্যে বাজিল। যদি কথাটা একেবারে মিথ্যা হইত, তাহা হইলে হয় ত আঘাতটা এত গুরুতর বাজিত না! কিন্তু সত্য হইলেও এ কথা সে কিছুতেই ইভার কাছে স্বীকার করিতে

পারে না। সে প্রাণপণ করিয়া আঘাতটি সামলাইয়া লইয়া কহিল, "পরের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপিয়ে নিজের পাপ ঢাকা চলে না!"

ইভা দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যি কি মিথ্যে তোমার অন্তর তার সাক্ষ্য দেবে! আমি কোন কথা ঢাকতে চাই না, তোমার মুখের সাম্‌নেই ব'লছি, আমি সুধীরকে ভালবেসেছি, যতদিন বেঁচে-থাকব ততদিন তার আশা ছাড়ব না, একদিন না একদিন সে আমার হবেই। এই দেখ তার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্যে তার নাম-লেখা আঙ্‌টি প'রে আছি। আরও শুনতে চাও? আমি তাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছি, তার উত্তরও হয়ত আজ কালের মধ্যেই আসবে। আমি আর যা হই, তোমার মত মিথ্যে-বাদী নই।" ইভার দুই চক্ষু ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

হরিশের মনে হইল, যেন তাহার অতি নিকটে অসংখ্য কামান একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সে চমকিয়া উঠিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া গেল! তাহার পলকহীন চক্ষুর সম্মুখে কামানের ধূমরাশি যেন ক্রমেই জমাট বাঁধিতে লাগিল। সেই ধূম-রাশির মধ্যে সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না; শুধু দেখিল, ইভার দেহ অধিকার করিয়া একটা পিশাচিনী তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলিতেছে, আমি ত পাপে ডুবেইছি; তুমি কোন্ নিষ্পাপ! পিশাচিনীর শীর্ণ অঙ্গুলিতে তখনও সেই অঙ্গুরীটি ঝক্‌ঝক্ করিতে-ছিল! হরিশ মহাভয়ে চীৎকার করিতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন বেহারা আসিয়া কহিল, "বাবুজি চিঠি।"

হরিশ চমকিয়া উঠিয়া বেহারার দিকে চাহিল; তারপর তাহার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া তাহাকে বিদায় দিল। পত্রখানির দিকে চাহিতেই দেখিল, খামের উপর সুধীরের নাম মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহার বোধ হইল, কে যেন তাহার হাতে সহস্র সূঁচিকা বিদ্ধ করিয়া দিল! খামখানি ইভার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া টলিতে টলিতে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

ইভা শয্যা হইতে নামিয়া বড় আগ্রহে খামখানি কুড়াইয়া লইল। সেখানিকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে বিজয়গর্ব্বে তাহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল! খামের উপর মুদ্রিত সুধীরের নামের দিকে সে বারবার চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে অতি ধীরে ধীরে খামখানি উন্মোচন করিয়া দুই এক লাইন পড়িতেই হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সুধীর লিখিয়াছে, "পরম কল্যাণীয়া সোদর-প্রতিমাসু,—তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি শিক্ষিতা, একটু চেষ্টা করিলেই নিজের শুভাশুভ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। হরিশকে আমি বেশ জানি, অবশ্য তুমিও জান, সে উদার, সরল-প্রাণ; সে তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পায়ে স্থান দিবে। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখী হও, স্বামীর উপর তোমার অচলা ভক্তি হউক। আর দুই একটী কথা বলিয়াই পত্র শেষ করিব। কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের পথে

অগ্রসর হইও। স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভাবিতে শিখিও; সিঁথির সিঁদুর বেশ উজ্জ্বল করিয়া পরিও, স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া যাহাতে মরিতে পার, সর্ব্বদা সেই কথাই স্মরণ করিও। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন তোমার মনের সমস্ত কালিমা ধৌত করিয়া দেন। ইতি,—আশীর্ব্বাদক, সুধীর।”

পত্রখানি হাতে করিয়া ইভা কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, পত্রখানির প্রত্যেক শব্দ যেন তাহার কানের মধ্যে আশার ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিতেছে; পথভ্রষ্টাকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে।

পত্রখানি বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া ইভা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে হরিশ আসন্নপ্রলয়বাহী মেঘের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। ইভা তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া দুই পা জড়াইয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিল, “আমি না বুঝে দোষ ক’রেছি; তুমি মাপ কর, তোমার পায়ে আমায় স্থান দাও।”

হরিশ বিদ্রূপপূর্ণকণ্ঠে কহিল, “সুধীর বুঝি পায়ে স্থান দেয় নি, তাই আমার কাছে এসেছ!” এই বলিয়া সে পা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

ইভা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, “তিনি দেবতা তাঁকে কিছু ব’ল না। এই দেখ তাঁর চিঠি।”

বিলাতী হাওয়া

হরিশ পত্রখানি টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সজোরে পা টানিয়া লইয়া কহিল, "দূর হ কুলটা।"

ইভার মন আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে সদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আমি ত কুলটাই, কিন্তু যে বন্ধু-পত্নীর সর্ব্বনাশ করবার জন্যে ঘুরে বেড়ায় তার মুখে এ কথা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

হরিশ আর নিজেকে দমন করিতে পারিল না; উঠিয়া সজোরে ইভাকে পদাঘাত করিল। ইভা সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল, টিনের বাক্সের কোণ লাগিয়া তাহার কপাল কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল! হরিশ সে দিকে চাহিয়াও দেখিল না; সে স্থান ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া গেল।

ইভা ক্ষতস্থানের উপর হাত চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুকোমল হাতখানি রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল, হাতের ফাঁক দিয়া রক্তের বড় বড় ফোটা টপ্‌টপ্‌ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! তাহার অন্তর যেন কেবলই বলিতেছিল, "উঃ, দেবতা কখনও এত নিষ্ঠুর হয়!" ইভা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিল, তাহার ইহকাল পরকাল দুইই গিয়াছে! সে পতিতা; স্বামিগৃহে পতিতার স্থান নাই। তবে আর কিসের আশায় সে এই তুচ্ছপ্রাণ রাখিবে! এমন সময় সম্মুখে কূপের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সেইদিকে সে ছুটিয়া গেল! কূপের ধারে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই! মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ,

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখরকিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে! চারিপাশে জনহীন প্রান্তর নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে! সে কূপের আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কিছু সে ভাবিল না; দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কূপের মধ্যে সে আত্মবিসর্জ্জন করিল।

গভীর রাত্রে হরিশ গৃহে ফিরিয়া শুনিল, ইভার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সে কোনরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। সকলে ঘুমাইলে, কাহাকে কিছু না জানাইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

প্রত্যুষে কে একজন জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, জলের উপর একটা কাপড়ের বস্তার মত কি ভাসিতেছে। সেটা কি, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। অল্পক্ষণ পরে সে সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেল! একরাশ কাল চুল দেখিয়া সে স্পষ্ট বুঝিল, কোন রমণীর মৃতদেহ। তখনই সে ছুটিয়া গিয়া পুলিশে সংবাদ দিতেই পুলিশ আসিয়া ইঁদারা হইতে মৃতদেহ টানিয়া উপরে তুলিল। শব-দেহের কপালের উপর ক্ষতচিহ্ন তখনও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, ডান হাতখানি তখনও ঈষৎ রক্ত-রঞ্জিত ছিল। পুলিশের সন্দেহ হইল, হয় ত কেহ খুন করিয়া রমণীকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহারা সন্ধান লইয়া জানিল, এই রমণীর স্বামীরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। লাসটীকে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য

পাঠাইয়া পুলিশ হরিশের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। হরিশের কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তার জানাইলেন, জলে ডুবিয়াই রমণীর মৃত্যু হইয়াছে। কাজেই পুলিশ হরিশের আর কোন সন্ধান করিল না। সারাদিন লাসটীকে একখানা চাদর ঢাকা দিয়া ফেলিয়া রাখা হইল। কেহ মৃতদেহ দাবী করিতে আসিল না। অগত্যা সন্ধ্যার পর পুলিশ সৎকারের জন্য দেহটীকে মুদ্দফরাসের জিম্মা করিয়া দিল।

পল্লীর বাহিরে এক মাঠের মধ্যে শবদাহ করা হইত। মুদ্দফরাসেরা বাঁশে বাঁধিয়া ইভার শবকে সেই স্থানে বহিয়া লইয়া গেল। একজন মড়ার কাছে বসিয়া গাঁজা খাইতে লাগিল, আর একজন কাঠ সংগ্রহার্থে বাহির হইল। কাঠ আসিল; তখন মুদ্দফরাসদ্বয় ইভার দেহ হইতে বস্ত্র ও সেমিজটী খুলিয়া লইয়া শবের কটিদেশে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রাংশ জড়াইয়া দিল। তারপর কতকগুলি কাঠ একস্থানে জড় করিয়া শবের আড়ষ্ট পা দুখানি দুমড়াইয়া সেই কাঠের উপর রাখিয়া আর কতকগুলি কাঠ চাপা দিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় হরিশ কোথা হইতে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিল। বেহারার মুখে সমস্ত কথা শুনিল। হরিশের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল! সে রুদ্ধকণ্ঠে বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লাস এখনও হাঁসপাতালে আছে?"

বেহারা কহিল, "না বাবুজী, সন্ধ্যে অবধি পুলিশ আপনার জন্যে লাস রেখেছিল, তারপর মুদ্দফরাসদের জিম্মা করে দিয়েছে—সে প্রায় দু ঘণ্টা হ'য়ে গেল।"

হরিশ বেহারাকে বিদায় দিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিল। তাহার দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সে পথে আসিতে আসিতে কতবার ইভার মৃত্যু কামনা করিয়াছে, এমন কি এক একবার তাহার মনে হইয়াছে, ইভাকে খুন করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে; কিন্তু ইভার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সেই হরিশই এখন বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

সংসারে এমনই ঘটিয়া থাকে! যে ভালবাসার বস্তু সে শত অপরাধ করিলেও, তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অতিবড় নিষ্ঠুরেরও প্রাণ তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠে!

হরিশের আজ কত কথাই মনে পড়িতেছিল। সে যদি প্রথম দিনই ইভাকে ক্ষমা করিতে পারিত, তাহা হইলে ইভার হয় ত এ দুর্দ্দশা ঘটিত না! তাহার চরণে লুণ্ঠিতা ইভার মূর্ত্তি যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। ইভার সেই বাষ্পরুদ্ধ কাতর কণ্ঠস্বর,—"আমি না বুঝে দোষ করেছি আমায় দয়া কর, তোমার চরণে আমায় স্থান দাও।"—হরিশের কানের মধ্যে আসিয়া বড় নিদারুণভাবে বাজিল! হায়, কেন সে কুলটা বলিয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল! অনুশোচনায় হরিশের অন্তর জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

উঃ, অভাগিনী কি যন্ত্রণা পাইয়াই মরিয়াছে! শবব্যবচ্ছেদের কথা তাহার মনে পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল! ইভার সেই সুকোমল দেহ কি না ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে,—মুদ্দফরাস সেই দেহ স্পর্শ করিয়াছে! হরিশ আর ভাবিতে পারিল না। ইভার শয়ন-কক্ষাভিমুখে ছুটিয়া গেল।

ঐ যে সেই শয্যা, তেমনই পড়িয়া আছে, কাল মধ্যাহ্নে সে ঐ শয্যার উপর ইভার পার্শ্বে বসিয়াছিল! হরিশ ধীরে ধীরে শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর সহসা শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে উঠিয়া বসিল—তাহার মনে হইল, এখনও শ্মশানে গেলে হয় ত ইভার জলন্ত চিতা সে দেখিতে পাইবে। সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া শ্মশানাভিমুখে ধাবিত হইল।

তখন অল্প অল্প জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, খানিক দূর যাইতেই সেই স্তিমিত জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিল, দুই ব্যক্তি তাহারই অভিমুখে আসিতেছে। তাহার মন বলিল, আর কোথায় যাইতেছ, ঐ যে মুদ্দফরাসেরা ইভার দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে! হরিশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহারা নিকটে আসিতেই হরিশ দেখিল, একজনের কাঁধের উপর ইভার সেই কাপড় ও সেমিজ ঝুলিতেছে!

তাহারা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। হরিশ সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, 'হায়, স্ত্রীলোকের

লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্য একখানি বস্ত্রের আবশ্যক, তাহা হইতেও ইহাকে বঞ্চিত করিয়াছ ভগবান্।'

হরিশ যখন শ্মশানে গিয়া পৌছিল, তখন চিতা নিবিয়া গিয়াছে। সে শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, দুইটী শৃগাল একটি অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মোহিনীকে বোর্ডিংএ রাখিয়া শরৎ যখন বাড়ী ফিরিল, তাহার মনটা যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। বাহিরের ঘরে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল যেন কে একজন পরমাত্মীয় তাহার নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে; সেই হাসিমাখা মুখখানি আর সে দেখিতে পাইবে না, সুমধুর সেই কণ্ঠস্বর আর তাহার কানে সুধা-বর্ষণ করিবে না। সে প্রায় বেলা বারটা পর্য্যন্ত সেইভাবে বসিয়া রহিল, বোধ হয় সারাদিনই বসিয়া থাকিত; কিন্তু তাহার বউদিদির কণ্ঠস্বর তাহাকে সেই স্বপ্নরাজ্য হইতে ফিরাইয়া আনিল। সে চমকিয়া উঠিয়া বসিতেই উমাসুন্দরী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কি হয়েছে রে শরৎ?"

শরৎ যথাসম্ভব মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিছু ত হয় নি বউদিদি, বড্ড ঘুম পেয়েছিল।"

উমাসুন্দরী তাহার একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তিনি বেশ বুঝিলেন, শরৎ কি যেন তাহার নিকট হইতে গোপন করিতেছে। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহিনীকে বোর্ডিংএ রেখে এলি?"

শরৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "হ্যাঁ বউদিদি।"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "সে যাওয়ার সময় কেঁদেছিল?"

শরৎ কহিল, "না বউদিদি, বেশ হাসতে হাসতে গেল।"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "আর নির্ম্মলা, সে নিশ্চয় কেঁদেছিল, না রে?"

শরৎ কহিল, "বউঠাকরুণের চোখ ছলছল করছিল, বোধ-হয় কেঁদেছিল।"

উমাসুন্দরী সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিলেন, "এখন নেয়ে খেয়ে নে, বড্ড বেলা হয়ে গেছে যে।"

শরৎ উঠিয়া স্নানাহার করিতে গেল।

প্রতিদিনই সে সুধীরের বাটীতে যাইতে লাগিল। পূর্ব্বের মত কিন্তু তাহার মুখে আর তেমন হাসি ছিল না। চায়ের টেবিলে বসিয়া সে প্রায়ই অন্যমনস্ক-ভাবে সম্মুখের একখানি শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া থাকিত।

মোহিনী যে কক্ষে শয়ন করিত, শরৎ এ ঘর সে ঘর ঘুরিয়া হঠাৎ এক সময় সেই কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইত; সেখানে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা সেই স্থান ত্যাগ করিত। এমনই করিয়া প্রায় পনর দিন কাটিয়া গেল।

সেদিন শরতের সবে মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, এমন সময় সুধীর আসিয়া ডাকিল, "শরৎ!"

শরৎ তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দেখিল, সুধীর গম্ভীর

মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একখানি পত্র। শরৎ কি বলিতে যাইতেছিল, সুধীর বাধা দিয়া কহিল, "এই চিঠিখানা দেখ।"

শরৎ পত্রখানি পড়িয়া চিন্তিত মুখে সুধীরের দিকে চাহিল।

পত্রখানি. বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনি পত্রপাঠ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কুমারী মোহিনীর সম্বন্ধে বিশেষ কথা আছে; কিছুতেই অন্যথা করিবেন না।"

সুধীর কহিল, "কি করা যায়?"

শরৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "দেখা করতে হবে। কিছু ত বুঝতে পারছি না। মোহিনীর মামাটামা হয় ত কেউ কিছু লিখেছে। তুমি একটু বোস, আমি হাতমুখ ধুয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।"

সুধীর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ পত্রের অর্থ কি? মোহিনীর কি কোন অসুখ করিয়াছে, না তাহার আর বোর্ডিংএ থাকিতে ভাল লাগিতেছে না? কিছুই সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

শরৎ আসিতেই দুইজনে বোর্ডিং অভিমুখে রওনা হইল।

বোর্ডিংয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উষাপ্রভা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র তিনি কহিলেন, "এ রকম মেয়ে কি ব'লে আপনারা বোর্ডিংএ রেখে গেছেন?"

সুধীর ও শরৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল, মোহিনী কি কোন অসদ্-ব্যবহার করিয়াছে? কিন্তু মোহিনীর দ্বারা তাহা ত সম্ভবপর নহে।

ঊষাপ্রভা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "মেয়েটিকে আপনারা কুস্থান থেকে উদ্ধার করে এনেছেন—বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করবার সময় কি না সে কথা গোপন ক'রলেন! আপনারা কতদূর অন্যায় ক'রেছেন, তা বোধ হয় এখন হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পেরেছেন!"

ইহার উত্তর দিবার মত কথা সুধীরের মুখে জোগাইল না। শরৎ মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া কহিল, "এতে অন্যায়টা কি হ'য়েছে, তা ত বুঝতে পারছি না!"

ঊষাপ্রভা চোখের চশমা-জোড়া খুলিয়া রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "আশ্চর্য্য! এ সামান্য কথা আপনি বুঝতে পারলেন না? আপনাদের মধ্যে কে একজন শুনলাম এম, এ পাশ করে ওকালতি পড়ছেন, আপনাদের ত আর অশিক্ষিত বলা চলে না! সত্যই এ অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় যে, এই সামান্য ব্যাপারটাও আপনাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।"

শরৎ কহিল, "আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার বিশ্বাস কোন অন্যায় হয় নি।"

ঊষাপ্রভা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আপনি বলেন কি! বোর্ডিংএ যে সমস্ত মেয়ে আছে তাদের অভিভাবকেরা যদি কোন মতে জানতে পারে যে, একজন কুস্থান-প্রত্যাগত মেয়েকে আমরা

বোর্ডিংএ রেখেছি, তা হ'লে কি কাণ্ডটা হবে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? এ কথা অস্বীকার করবারও জো নেই, কেন না মোহিনী নিজের মুখেই সে কথা স্বীকার ক'রেছে।"

শরৎ অন্তরের ব্যথা চাপিয়া কহিল, "তার মনে যদি কোন পাপ থাকবে, তা হ'লে সে কখনও অমন সরলভাবে সব কথা ব'ল্‌তে পারত না।"

উষাপ্রভা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "এ সব বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। সে তিন রাত্রি কুস্থানে কাটিয়ে এসেছে, তাই যথেষ্ট, আর কিছু আমাদের জানবার দরকার নেই। ভদ্রকন্যাদের সঙ্গে তাকে আমরা কিছুতেই এক জায়গায় রাখতে পারব না।"

শরৎ মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, "এই কি আপনাদের উদারতা! শুনেছিলাম আপনারা ভারি উদার—"

উষাপ্রভা বাধা দিয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, আপনার বক্তৃতা আমি শুনতে পারব না। আমরা নিয়মের বাইরে কোন কাজ করতে পারি না।"

শরৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "বেশ!"

সুধীর এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল; এইবার সে কহিল, "এ বেলাটার মত তাকে যদি এখানে থাকতে দেন? আমরা সন্ধ্যের সময় এসে তাকে নিয়ে যাব।"

উষাপ্রভা খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মেয়েটী খুব নম্র,

বাধ্য, তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কি করব, স্কুলের নিয়ম মেনে ত আমায় চলতে হবে। যাক, আমি না হয় নিজের দায়িত্বে তাকে এ বেলাটা এখানে থাকবার অনুমতি দিলাম। আপনারা সন্ধ্যের সময় এসে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন। দেখবেন আমায় অপ্রস্তুত করবেন না?"

সুধীর ও শরৎ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি কহিলেন, "দেখুন, কাল ঐ কথা শোনবার পর থেকে আমি অনেক ভেবেছি। আপনারা যদি বলেন, আমি মেয়েটিকে অন্য কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সম্প্রতি আমাদের সমাজের একটী ভদ্রলোকের স্ত্রী-বিয়োগ হ'য়েছে। তিনি মেয়েটীর দুঃখের কথা সব শুনেছেন; মেয়েটীকেও দেখেছেন। তাঁর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হ'য়েছে। মেয়েটীকে তিনি দীক্ষিত করে বিবাহ করতে রাজি আছেন। এ বিষয়ে আমি মেয়েটীকে প্রশ্ন করেছিলাম। তার উত্তরে সে বল্লে, সে কিছু জানে না, আপনারা যা করবেন তাতেই সে রাজি। আপনাদের যে কোন আদেশ সে মাথা পেতে গ্রহণ করে নেবে। এখন আপনাদের অভিমত জানতে পারলে মেয়েটীর গতি করে দিই।"

শরৎ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, তা হয় না। আমরা তাকে হিন্দুঘরেই বিয়ে দেব।"

উষাপ্রভা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তা আপনারা যা ভাল বোঝেন করবেন। মেয়েটীকে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে আর একবার

কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবেন। হিন্দুঘরের কেউ কি জেনে-শুনে অমন মেয়ে বিয়ে করবে! সে উদারতা তাদের কোথায়?"

ইহার উত্তর শরতের ঠোঁট অবধি আসিয়া থামিয়া গেল; অতি কষ্টে সে নিজের রসনাকে সংযত করিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া শরৎ কহিল, "আমার ত ইচ্ছে ছিল না সুধীর, আর এক দণ্ড মোহিনী ওখানে থাকে! কিন্তু তুমি ব'লে ফেললে, তাই আর আমি কোন কথা ব'ললাম না।"

সুধীর কহিল, "দেখ শরৎ আমি সব দিক ভেবেই কথা ব'লেছি; মোহিনীকে আমরা কোথায় পেয়েছি সে কথা নির্ম্মলাকে বলা হয় নি, এখন যদি মোহিনীর কাছে সব কথা সে শোনে, তা হ'লে হয় ত মনে মনে সে আমায় অবিশ্বাস ক'রবে; আমি তা সহ্য ক'রতে পারব না; নির্ম্মলাকে তখন সব কথা না ব'লে কি অন্যায়টাই ক'রেছি! এখন আর বলবারও উপায় নেই! দেখ, এক কাজ করা যাক। আজকের দিনের মধ্যে মোহিনীর জন্যে একটা ছোটখাট বাড়ী ভাড়া ক'রে ফেলি। নির্ম্মলা জানবে মোহিনী বোর্ডিংএই আছে। আর কোন গোল হবে না। তুই কি বলিস?"

শরৎ চিন্তা করিয়া কহিল, "এ ব্যবস্থাই ভাল। তা হ'লে এখনই বাড়ী খোঁজা যাক।"

সুধীর অন্যমনস্কভাবে কহিল, "চল্।" সে মনের মধ্যে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতেছিল। একটা সত্য গোপন করিতে গিয়া তাহাকে আবার আর একটা মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল! এই

ব্যাপারের পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে এই ভাবিয়া সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল! ইভার কথাও হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার সম্বন্ধেও সে নির্ম্মলাকে কিছু জানায় নাই। ইভা তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাও সে নির্ম্মলার নিকট গোপন রাখিয়াছে। ইভা হয় ত একদিন নিজের ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত হইবে এই আশায় ইভার ক্ষণিক মোহের কথা নির্ম্মলার কাছেও সে ব্যক্ত করে নাই। কিন্তু কাজটা কি সে ভাল করিয়াছে? যদি কোন দিন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নির্ম্মলা কি মনে করিবে? হয় ত ভাবিবে, তাহার স্বামী অবিশ্বাসী, সেই ভয়ে সে স্ত্রীর কাছে এ কথা গোপন করিয়াছে; তখন তাহার কি অবস্থা হইবে? না, না, নির্ম্মলা তাহাকে কখনও অবিশ্বাসী ভাবিতে পারে না। সে স্থির করিল, আর কিছু তাহার নিকট গোপন রাখিবে না, তাহাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিবে।

ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া তাহারা একটা বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করিল এবং সন্ধ্যার সময় উভয়ে গিয়া মোহিনীকে বোর্ডিং হইতে আনিল। গাড়ীতে মোহিনী শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিরা কেমন আছেন?"

সুধীর কহিল, "ভাল।" আর কোন কথা হইল না।

নূতন বাড়ীতে আসিয়া মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ আবার কোথায় আসিল! কথায় কিছু প্রকাশ না করিলেও তাহার অন্তরের বেদনা মুখের উপর প্রতিফলিত হইয়া

উঠিল, সুধীর ও শরত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সুধীর আবার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। মোহিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার পড়াশুনার সুবিধে হবে ব'লে, তোমার জন্যে এই আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রেছি। একজন ঝি রাতদিন তোমার কাছে থাকবে। এখানে থাকতে কোন কষ্ট হবে না ত?"

মোহিনী অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কহিল, "কষ্ট হবে কেন সুধীরবাবু, একলা থাকতেই আমার ভাল লাগে।"

শরৎ কহিল, "আমরা এসে দু'বেলা তোমার খোঁজ নিয়ে যাব।"

মোহিনী শরতের মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া কহিল, "রোজ এলে আপনার পড়াশুনার যে ক্ষতি হবে!"

শরৎ হাসিয়া কহিল, "সে আমি বুঝব'খন।"

মোহিনী কহিল, "তা হবে না শরৎ বাবু।"

তারপর সুধীরের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে অতিবাহিত করিয়া শরৎ ও সুধীর সেদিনকার মত স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ফিরিল।

মোহিনী নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ভগবান্ কি সুধু কাঁদিবার জন্যই তাহাকে এ জগতে পাঠাইয়াছেন! এ কান্নারও কি একদিন

শেষ হইবে না? সে ভগবানের পায়ে কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার এত যন্ত্রণা, এত লাঞ্ছনা?

খানিক পরে ঝি আসিয়া ডাকিল, “দিদিঠাকরুণ?”

মোহিনী চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, “কি?”

ঝি কহিল, “ও ঘরে তোমার খাবার ঢাকা র’য়েছে।”

মোহিনী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আমি আজ আর কিছু খাব না ঝি, আমার ক্ষিধে নেই। তুমি খাও গে।”

ঝি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আচ্ছা দিদিমণি, ও বাবুরা তোমার কে গা?”

মোহিনী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “ওঁরা আমার বন্ধু।”

ঝি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “বন্ধু! সে আবার কি রকম?”

মোহিনী সে কথা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, “আমি ভুলে গেছলাম, অধীরবাবু আমার ভগ্নীপতি, আর উনি তাঁর বন্ধু।”

হাসিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

বিলাতী হাওয়া

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুধীর গৃহে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, হরিশ বসিয়া আছে,—উচ্ছৃঙ্খল কেশ, শুষ্ক বিষণ্ণ মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি! নির্ম্মলা একটু দূরে দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল।

সুধীরকে দেখিয়া নির্ম্মলা চোখ মুছিয়া তাহার নিকটে আসিয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "ইভা মারা গেছে!"

সুধীর শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "কি হ'য়েছিল?"

নির্ম্মলা কহিল, "আত্মহত্যা ক'রেছে।"

সুধীর আর কোন প্রশ্ন করিল না। তাহার বক্ষঃস্থল আলোড়িত করিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল,—অভাগিনী বোধ হয় মন বাঁধিতে পারে নাই, তাই হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার দুরাশায় এই মহাপাপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। হায়, অভাগিনী ইভা!

এমন সময় হরিশ তাহার দিকে চাহিয়াই বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। সুধীর চোখের জল রোধ করিতে পারিল না; অঞ্চল প্রান্তে চোখ মুছিতে লাগিল।

সুধীরকে কাঁদিতে দেখিয়া হরিশ মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল,

তাহার চোখের জল সহসা বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল। শুষ্ক কঠোর দৃষ্টিতে সে মেঝের দিকে চাহিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সুধীর তাহার নিকটে গিয়া সমবেদনাপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন এলে ?"

হরিশ একবার তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া, গম্ভীর স্বরে কহিল, "সন্ধ্যের সময়।"

সুধীর কহিল, "সারাদিন বোধ হয় কিছু খাওয়া হয় নি ?"

হরিশ সংক্ষেপে কহিল, "না, আমি এখনও বাড়ী যাই নি, বরাবর তোমার এখানে এসেছি।"

নির্ম্মলা সুধীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তা হ'লে আমি তাড়াতাড়ি ওঁর জন্যে চা ক'রে আনি, রাত্রের খাবারেরও জোগাড় করে আসি; তুমি ততক্ষণ ওঁর হাত পা ধোয়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেলে সুধীর কহিল, "হাতে মুখে জল দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও হরিশ।"

হরিশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "চল।"

হাত মুখ ধুইয়া একটু সুস্থ হইয়া বসিতেই, নির্ম্মলা চা ও খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। হরিশ সেই খাবারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুধীর কহিল, "খাও ভাই ?"

হরিশ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "তোমাদের কই ?"

সুধীর কহিল, "আমরা ত খেয়েছি।"

হরিশ কহিল, "তা হবে না, আমি আজ কিছুতেই একলা খেতে পারব না ; গলা দিয়ে কিছু গলবে না। আমার সঙ্গে আজ তোমাদের খেতেই হবে।"

অগত্যা নির্ম্মলা ও সুধীর কিছু খাইতে বাধ্য হইল। তিন জনে এক সঙ্গে বসিয়া খাইতে লাগিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কবে এই কাণ্ডটা হ'ল ?"

হরিশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল, "পরশু।"

সুধীর মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, সেই দিনই তাহার পত্রখানি পৌঁছিবার কথা! সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু লিখে রেখে গেছেন ?"

হরিশের হাত এমনই কাঁপিয়া উঠিল যে, আর একটু হইলেই চায়ের পেয়ালা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যাইত! পেয়ালাটি কোন রকমে টেবিলের উপর রাখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তোমার নামে!"

সুধীর টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ যেন কিসের আঘাত খাইয়া সোজা হইয়া বসিল।

দুই জনেই এত বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, যে নির্ম্মলার দৃষ্টিও তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

সুধীরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, হরিশ তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। তাহার প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনই ইভা ও হরিশের সম্মুখে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলে কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, এখন তাহার কথা কে বিশ্বাস করিবে? ইভা বাঁচিয়া থাকিলে একদিন না একদিন সত্য কথা প্রকাশ পাইত। হায়, তাহা আর যে হইবার নহে! ইভা চলিয়া গিয়াছে,—তাহার উপর সমস্ত কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেন সে তখন নির্ম্মলার কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই? তাহা হইলে তাহাকে সারাজীবন এ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। পরক্ষণেই তাহার মন বলিয়া উঠিল, আর কেহ না জানুক, যাঁহার কাছে অন্তরের গোপন কথাটি পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকে না, সেই অন্তর্যামী ত সবই জানেন, তবে কেন সে মিথ্যা যন্ত্রণা সহ্য করিতে যাইবে। পাপ যেমন কোন না কোন দিন আপনই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে যে দোষী নহে, এ কথাও তেমনই গোপন থাকিবে না, একদিন না একদিন সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। এই চিন্তা তাহার মন হইতে সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া দিল। তাহার অন্তর নির্ম্মল স্বচ্ছ হইয়া গেল। সে অকুণ্ঠিতচিত্তে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সারা দিন উপোসের পর হরিশের এ খাবার ভাল লাগবে না, তুমি তাড়াতাড়ি চারটি ভাতের যোগাড় করে দাও।"

নির্ম্মলা চেয়ার হইতে উঠিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত

হইলে, হরিশ বলিয়া উঠিল, "না, না আপনি যাবেন না, বসুন, ভাতের জন্যে আমার তাড়া নেই। চা খাবার খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নি, তারপর যা হয় কিছু খাব।"

নির্ম্মলা সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পার্শ্বের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। এ কথা সে কথার পর নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে কোথায় ছিলেন, তা অবধি আমরা একবার জানতে পারলাম না।"

হরিশ সুধীরের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "কেন সুধীর ত জানত আমরা কোথায় ছিলাম! আপনাকে বুঝি কিছু বলে নি?"

সুধীরের মুখ শুকাইয়া গেল। শত চেষ্টা করিয়াও সে মুখের বিষন্নভাব গোপন করিতে পারিল না। হরিশ মনে মনে আনন্দ অনুভব করিল।

সুধীর মুহূর্ত্তে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। হরিশ যে তাহাকে খোঁচা দিয়া কথা বলিবে, আর সে নীরবে সহ্য করিয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না! সে নিঃসঙ্কোচে দ্বিধাশূন্য অন্তরে কহিল, "দিন কতক আগে আমি ইভার একখানি চিঠি পেয়েছিলাম, সে কথা তোমায় বলি নি নির্ম্মল।"

হরিশ স্তব্ধ হইয়া গেল! ইহার পর আর কথা চলে না।

হরিশের কথায় সুধীরের প্রথমে রাগ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহা স্থায়ী হয় নাই। হরিশ যে কতটা আঘাত

পাইয়াছে, সেই কথা মনে হইবামাত্র সুধীরের অন্তর তাহার প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, হরিশ যাহাই বলুক না কেন, সে কিছুতেই রাগিবে না!

সুধীরের কথামত প্রতিদিন নির্ম্মলা দুই বেলা স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে বসিয়া হরিশকে খাওয়াইত; বৈকালে তাহাকে লইয়া নির্ম্মলা ও সুধীর বেড়াইতে বাহির হইত।

পশ্চিম হইতে ফিরিবার পর সাত দিন হরিশ সুধীরের বাড়ীতেই ছিল। সে নিজের বাটীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে গৃহের প্রতি কক্ষে, প্রতি দ্রব্যে যে ইভার স্মৃতি জড়িত,—সেখানে থাকিলে সেই সমস্ত দ্রব্য সর্ব্বদা তাহার চোখে পড়িবে, আর মনে পড়িয়া যাইবে, ইভার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা! সুধীরের বাড়ী থাকিলেই যে, সে ইভার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে তাহা নহে, তবু পাঁচজনের সঙ্গে থাকিলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও সে একটু শান্তি পাইবে। এই কথা ভাবিয়া সেই রাত্রেই সুধীরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া হরিশ কহিল, "দিন কতক তোমার এখানেই থাকব সুধীর।"

সুধীর সানন্দে কহিল, "আমিও তোমায় ঐ কথা বলব মনে করেছিলাম।

দিন সাতেক পরে হঠাৎ হরিশ কহিল, "আজ বাড়ী যাব।"

সুধীর কহিল, "আরও দিন কতক থাক না কেন?"

হরিশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "ভেবে দেখলাম, যে আর ফিরলে

না, তার ভয়ে আর কত দিন বাড়ীঘর ছেড়ে থাকব। যখনই যাব তখনই ত কষ্ট হবে। তবে দু'দিন পরে গিয়ে আর লাভ কি! তুমি ভাই আর অনুরোধ কর না। তোমাদের যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি—" বলিয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে একবার চাহিল।

নির্ম্মলা মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কষ্ট হবে কেন?"

হরিশ কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনাদের এ বাড়ী আমি একদিনও পরের বাড়ী বলে মনে করি নি, তা মনে করলে কখনও এত দিন থাকতে পারতাম না। আজ বাড়ীর জন্যে মনটা কেমন ক'চ্ছে; একবার ঘুরে আসি! বাড়ীতে ত নাম মাত্র থাকা হবে।"

সুধীর কহিল, "চল নির্ম্মলা, আমরাও হরিশের সঙ্গে যাই।"

হরিশ উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে ত ভালই হয়; বউরাণী গেলে ঘরদোরগুলার একটা গতি হবে।"

বহুদিন পরে বাড়ী প্রবেশ করিয়া হরিশের শোকসাগর আবার উথলিয়া উঠিল। এই বাড়ীতে সে ইভাকে লইয়া চারি বৎসর কি সুখেই কাটাইয়াছিল। কক্ষে কক্ষে সেই সুখের ছবি যেন এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য যেন ইভার সেই স্পর্শ-সুখে এখনও বিভোর হইয়া পড়িয়া আছে; শুধু ইভা নাই! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। নির্ম্মলাও অঞ্চলে বারবার চক্ষু মুছিতে লাগিল। সুধীর চোখ ফিরাইয়া নীরবে দুই ফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। হঠাৎ হরিশের মনে হইল, "ইহার

জন্য দায়ী কে? যে ইভাকে আদর্শ স্ত্রীরূপে দাঁড় করাইয়া নারী জাতির উন্নতিকল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই ইভাকে কে তাহার গরীয়ান্ স্থান হইতে বিপথে ভুলাইয়া লইয়া আমার সঙ্কল্পের মূলে এমনই নির্ম্মমভাবে আঘাত করিল? কে সে? কে আমার সুখের সংসারে কালাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল, কে আমার জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট করিল? কে আমায় লোকের কাছে মাথা হেঁট করাইল?" তাহার অন্তরাত্মা যেন চীৎকার করিয়া উত্তর করিল, "সুধীর সুধীর!" হরিশের চোখের জল শুকাইয়া গেল! সে তীব্র দৃষ্টিতে সুধীরের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই! যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে, আমিও তার সর্ব্বনাশ ক'রব।"

হায়, প্রতিহিংসা-স্পৃহা যখন মানুষের মন অধিকার করিয়া বসে, তখন এমনই করিয়া মানুষের বিবেচনা-শক্তি লোপ পায়! হরিশ একবার ভাবিয়া দেখিল না, সুধীর সত্যই দায়ী কি না।

হরিশ মনকে কঠিন করিল। যে ইভা তাহার ভালবাসাকে পদদলিত করিয়া পরপুরুষে মন সমর্পণ করিয়াছিল, সে ইভা তাহার কেহ নহে। কেন তাহার জন্য চোখের জল ফেলিবে? আর না, এই শেষ। বিশ্বাসহন্ত্রী ইভার চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া ফেলিয়া, সেইখানে সে প্রতিহিংসার করালমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে!

এই সঙ্কল্প করিয়া সে একবার কঠোর দৃষ্টিতে সুধীরের দিকে চাহিল; তারপর সহসা চোখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া নির্ম্মলার

দিকে চাহিয়া সহজ ভাবে কহিল, "না বউরাণী, আপনাকে আর অনর্থক কষ্ট দেব না, আমি একলাই ঘরদোর-গুলো গুছিয়ে নিতে পারব।"

সুধীর কহিল, "তা হ'লে আমরা এখন যাই?"

হরিশ কহিল, "আচ্ছা।"

নির্ম্মলা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "উনি আমাদের ওখানেই খাবেন, বলে যাও।"

সে কথা হরিশের কানে গেল, সে বলিয়া উঠিল, "আজ মাপ করতে হবে বউরাণী, এ বেলা আমার একেবারেই ক্ষিধে নেই। রাত্রে গিয়ে আপনাদের ওখানে খাব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তাহারা চলিয়া গেলে, হরিশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কক্ষের কোন দ্রব্য পাছে তাহার চোখে পড়ে, এই ভয়ে সে চক্ষু মুদিত করিল। সেই ভাবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর ধীরে ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবিষ্যতে সে কি ভাবে চলিবে, তাহা ইতিমধ্যে সে মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিল।

কাগজ-কলম লইয়া সে অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষের নামে একখানি পত্র লিখিয়া, তখনই বেহারাকে প্রেরণ করিল; তারপর ইভার যাহা-কিছু জিনিষপত্র ছিল, তাহা একস্থানে সাজাইতে লাগিল। সমস্ত শেষ করিয়া সে বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিয়া একখানি বই হাতে লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিল। কোনরূপ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়াও সে পাতার পর পাতা পড়িয়া গেল। খানিক পরে আকাশের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, দীপ্তি-মান্ মধ্যাহ্ন সূর্য্য প্রচণ্ড কিরণসম্পাতে পথের ধূলিকণাকেও উত্তপ্ত করিয়া আকাশের মধ্যপথে সদর্পে বিরাজ করিতেছেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার সে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। আজ

হরিশের ক্ষুধাতৃষ্ণা যেন কিছুই ছিল না; সে যেন এ পৃথিবীর লোক নয়; সদ্য কোন্ পিশাচপুরী হইতে এইমাত্র যেন পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে!

অপরাহ্নে বেহারার সহিত অনাথ আশ্রমের লোক আসিয়া যখন পৌঁছিল, হরিশ সহজ শান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইয়া একখানি তালিকা হাতে দিয়া কহিল, "আমার স্ত্রী মারা গেছেন, তাঁরই সমস্ত জিনিষপত্র আমি অনাথ আশ্রমে দান ক'রছি, আমার একটা অনুরোধ এ কথা আপনারা কারু নিকট প্রকাশ ক'রবেন না।"

আশ্রমের কর্ম্মচারী তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া আলমারি, টেবিল, চেয়ার, খাট, বিছানা ও অপরাপর দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেল। হরিশ সেইদিকে চাহিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। বহুক্ষণ পরে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইভাঁর সমস্ত দ্রব্য বিদায় করিলেও, কক্ষগুলি হইতে ইভার স্মৃতি যে কিছুতেই মুছিবার উপায় ছিল না। তাহার মনে হইল, কক্ষের প্রাচীরগুলা যেন সহসা সজীব হইয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। সে স্থির করিল, এ গৃহে কিছুতেই থাকা হইবে না। অল্পক্ষণ পরে ভৃত্যদের ডাকাইয়া সমস্ত মাহিনাপত্র চুকাইয়া দিয়া তাহাদের বিদায় দিল।

তারপর সন্ধ্যাকালে বাড়ী চাবি-বন্ধ করিয়া সুধীরের গৃহে চলিয়া গেল।

সুধীর ও নির্ম্মলা তখন বাহিরের বারন্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় হরিশ গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথার উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

হরিশ সেই চেয়ারখানিতে বসিয়া কহিল, "বউরাণী, এক পেয়ালা চা ও খাবার যদি—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি চা ও খাবার আনিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল।

হরিশ সুধীরের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি না বুঝে তোমায় অনেকগুলো অন্যায় কথা ব'লে ফেলেছি, আমায় মাপ ক'রতে হবে ভাই।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "আমি কিছু মনে করি নি হরিশ!"

হরিশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "শোকে তাপে মানুষ সত্যই পাগল হ'য়ে যায়। আমারও মাথার ঠিক ছিল না ভাই, যা বলা উচিৎ নয়, তাও তোমায় হয় ত ব'লে ফেলেছি।"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সুধীর বাধা দিয়া কহিল, "ও-কথা আর কেন ভাই।"

হরিশ শান্তচিত্তে কহিল, "তুমি যখন আমায় মাপ ক'রেছ, তখন ও কথা আর তুলব না। দেখ সুধীর, আমি স্থির ক'রলাম,

ও বাড়ীটা কিছুদিন চাবি দিয়ে রেখে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে থাকব ; ও বাড়ীতে কিছুতেই থাকতে পারব না।"

সুধীর কহিল, "আলাদা বাড়ী ভাড়া করে কি হবে। তুমি আমাদের এখানে থাক না কেন ?"

হরিশ কহিল, "না ভাই তা হয় না, এখানেও যে তার স্মৃতি বড় বেশী করে জড়ান রয়েছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে চাই।"

সুধীর ভাবিয়া দেখিল, হরিশ ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাই আর কোন কথা বলিল না।

এমন সময় নির্ম্মলা চা ও খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। হরিশ চা খাইতে খাইতে সুধীরের সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল, যেন তাহার কিছুই হয় নাই। সুধীর ও নির্ম্মলা তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিল।

সে রাত্রে হরিশ সেইখানেই রহিয়া গেল। সকালবেলা শরৎ আসিতেই, তাহার সহিত সে পূর্ব্বের মত হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল। আবার চায়ের টেবিলের সভা বেশ জমিয়া উঠিল। ইভার অভাব যেন কেহই অনুভব করিল না।

কথায় কথায় হরিশ বলিয়া উঠিল, "ইভা আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু বউরাণী আছেন ; তাঁকেই আদর্শ ক'রে আবার আমি নারীজাতির উন্নতি-বিধানে প্রাণপাত চেষ্টা ক'রব। তোমাদের কিন্তু এ বিষয়ে আমায় সাহায্য ক'রতে হবে।

এ একলার কাজ নয়। পাঁচজনে মিলে সাহায্য না করলে এত বড় বিষয়ে হাত দিতে সাহস হয় না।"

সুধীর উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমাকে যা ক'রতে বলবে আমি তাতেই রাজি আছি হরিশ।"

শরৎ কিন্তু কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরিশ কহিল, "তোমারও সাহায্য চাই শরৎ!"

শরৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমায় মাপ ক'রতে হবে হরিশ। নিজের অন্তরের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করতে পারব না। হ'তে পারে সেটা আমার ভুল বিশ্বাস!"

হরিশ কহিল, "তোমার স্পষ্ট কথা শুনে আমি খুব খুসী হ'লাম। আমি তোমায় কোন অন্যায় অনুরোধ ক'রতে পারি না, তবে একটা কথা ব'লতে চাই, তুমি সাহায্য না ক'রতে পার, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'র না। এ কথাটা বোধ হয় তুমি আমার রাখবে?"

শরৎ কহিল, "তাও আমি প্রতিজ্ঞা করে ব'লতে পারি না। যদি মনে হয়, কাজটা সত্যিই অন্যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।"

এত বড় স্পষ্ট কথার পরে আর কিছু বলা চলে না। কাজেই হরিশ নিরুত্তর হইয়া রহিল। সে বুঝিল, এই শরতটাই তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে; শরতকে

যথাসম্ভব এড়াইয়া তাহাকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই ভাবিয়া হরিশ হাসিয়া কহিল, "তুমি যে বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তা আমি জানি, কিন্তু তবুও তোমার সাহায্য চাই। তুমি আর কিছু না কর, শুধু আমাকে জানিয়ো কোন্‌টা তুমি অন্যায় ব'লে মনে কর।"

শরৎ মুখে বলিল, "বেশ।" অন্তরের মধ্যে সে চাঞ্চল্য অনুভব করিল।

হরিশ এবার নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, "বউরাণী, আপনি আমায় সাহায্য করতে ত প্রস্তুত আছেন?"

নির্ম্মলা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে দিন আর কোন কথা হইল না। শরত ও হরিশ একসঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনেই হরিশ একটী নূতন বাড়ী ভাড়া করিল। একজন সাহেব আসিয়া বাড়ীটি সাজাইয়া দিয়া গেল। চারি পাঁচজন নূতন চাকর ভর্ত্তি হইল। দিন সাতেকের মধ্যে হরিশ নূতন বাড়ীতে বেশ জমকাইয়া বসিল; তাহার পুরাতন বাড়ীটি চাবি-বন্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

ইভার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোক-সন্তপ্ত হরিশকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ দলে দলে হরিশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। হরিশ তাহাদের প্রায় সকলের সহিত সুধীর ও নির্ম্মলার পরিচয় করাইয়া দিল। চারিদিক হইতে হরি-

শের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল; অধিকাংশ স্থলে সুধীর-নির্ম্মলারও নিমন্ত্রণ হইল। কেবল শরৎ এই দল হইতে বাদ পড়িয়া গেল।

ইভার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তাহার নাম রাণী। সে দিন রাণীর বাড়ী সুধীর, নির্ম্মলা ও হরিশের নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। এতদিন নির্ম্মলা স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও এক টেবিলে বসিয়া সকলের সহিত একত্রে ভোজ খাইতে পারে নাই। সে দিন রাণী কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না। নির্ম্মলার হাতে খড়ি হইয়া গেল!

খাওয়ার শেষে হরিশ একটি গ্লাসে খানিকটা শ্যাম্পেন ঢালিয়া সুধীরের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "ওহে এই জিনিষটা খেয়ে ফেল, বেশ হজমি।"

সুধীর হাত জোড় করিয়া কহিল, "আমায় মাপ করতে হবে ভাই। ও আমি কিছুতেই খাব না।"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "তোমার দেখছি এখনও কুসংস্কার গেল না! তোমায় ত আমি মদ খেতে বলছি না; শ্যাম্পেন মদ নয়;—আচ্ছা একটু খেয়ে দেখ, যদি নেশা হয় তার পর না হয় আর খেও না।"

রাণী কহিল, "সুধীরবাবু ওতে কোন দোষ নেই; আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।"

সুধীর ইতস্ততঃ করিয়া গ্লাসটি হরিশের হাত হইতে লইয়া এক চুমুক খাইল;—বেশ সুস্বাদু, কোনরূপ ঝাঁজ বা তীব্রতা নাই।

হরিশ কহিল, "আচ্ছা সুধীর, এবার সত্যি বল দিকি, ওটা কি তোমার মদ বলে মনে হ'ল?"

সুধীর কহিল, "না, শুনেছি মদ খেলে গলা জ্বলে, কিন্তু এতে ত কিছুই হ'ল না, মনে হ'ল যেন খানিকটা ভাল আঙ্গুরের রস খেলাম।"

ইহার পর হইতে প্রত্যেক ভোজে হরিশ সুধীরকে স্যাম্পেন খাওয়াইতে লাগিল। অবশ্য প্রতিদিনই মাত্রা একটু একটু করিয়া বাড়িয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে স্যাম্পেনের বদলে হরিশ সুধীরকে হুইস্‌কি ধরাইল। হুইস্‌কিতেও সুধীরের এখন আর গলা জ্বালা করে না।

শরৎ ইহার কোন খবর পাইত না। কেন না সুধীর বাড়ীতে কোন দিন স্যাম্পেন বা হুইস্‌কি খাইত না; কোথাও ভোজ হইলে, হরিশের জিদ ও পাঁচজনের খাতিরে পড়িয়া তাহাকে খাইতে হইত।

চায়ের সভা এখন প্রায়ই হরিশের বাড়ীতেই বসিত। হরিশ প্রতিদিন প্রাতঃকালে আসিয়া সুধীর ও নির্ম্মলাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। শরৎ আসিয়া কোন দিনই তাহাদের দেখা পাইত না।

একদিন শরৎ ইচ্ছা করিয়াই খুব ভোরে আসিয়া সুধীরের বাটী উপস্থিত হইল;—তখনও বাড়ীর কেহ উঠে নাই। শরৎ সম্মুখের বাগানে বেড়াইতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হরিশের সহিত হঠাৎ তাহার দেখা হইতেই হরিশ বলিয়া উঠিল, "এই যে

শরৎ, তুমি যে একবার ডুমুরের ফুল হ'য়েছ, আর দেখা সাক্ষাৎই পাওয়া যায় না! ব্যাপারখানা কি হে?"

শরৎ কহিল, "তোমরা আমায় একঘরে ক'রেছ, তাই ভয়ে ভয়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি।"

হরিশ হাসিয়া কহিল, "আমরা তোমায় একঘরে ক'রেছি, না তুমি আমাদের একঘরে ক'রেছ? আজ আমার ওখানেই চা খাওয়া হবে, তুমিও চল না হে?"

শরৎ খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "বেশ ত।"

এমন সময় সুধীর ও নির্ম্মলা বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইতেই শরৎ হাসিয়া কহিল, "আজ তোমাদের কেমন ধ'রেছি বউঠাকরুণ। রোজই ফাঁকি দিয়ে অন্য জায়গায় চা খেতে যাও, আজ আর তা হ'চ্ছে না।"

নির্ম্মলা সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ তা হ'লে আমাদের এখানেই চা-র ব্যবস্থা করা যাক। হরিশবাবু, আপনি কি বলেন?"

হরিশ কহিল, "আমার কোন আপত্তি ছিল না বউরাণী, এখানে হ'ক আর সেখানে হ'ক ও একই কথা। তবে আজ আমার ওখানে সব ব্যবস্থা হ'য়েছে আজ ওখানেই সকলে চলুন; শরতকেও ছাড়ছি না।"

তাহারা সকলে মিলিয়া হরিশের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। চায়ের টেবিলে বসিয়া নির্ম্মলার পরিবর্ত্তন দেখিয়া শরৎ স্তব্ধ

হইয়া গেল। এ যেন সে নির্ম্মলাই নহে! আশ্চর্য্য; এত অল্প সময়ের মধ্যে এতদূর পরিবর্ত্তন হওয়া যে সম্ভব ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই! আজ চা ও নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য শরতের নিকট তিক্ত বোধ হইল। ঔষধের মত তাহা কোন রকমে গলাধঃকরণ করিয়া শরৎ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি আজ উঠলাম বউঠাকরুণ, বিশেষ কাজ আছে।"

হরিশ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই বিদ্রূপপূর্ণ হাসি শরতের অন্তরে দারুণ বাজিল; সে তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে সে ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছে। আর ত এ ভাবে চুপ করিয়া থাকা চলে না। সুধীরকে যে হরিশ একবারে তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছে! সে যে দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা করিতেছে, ইহা শরৎ প্রথম দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সুধীর বা নির্ম্মলা সে দিকটা একবার ভাবিয়া দেখিতেছে না, ইহাতে শরৎ বিস্মিত হইল; সে বুঝিতে পারিল না তাহারা দুই জনেই কিসের নেশায় মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! এতদিন কেন যে সে অভিমান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে ছিল, এই কথা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে বিষম অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, হরিশের চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করিতেই হইবে! ভাবিতে ভাবিতে সে মোহিনীর গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া

দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মোহিনী তখন কাপড় কাচিয়া কি একখানা বই লইয়া সবে মাত্র পড়িতে বসিয়াছিল। শরতের পদশব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া সেঁ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া সে কহিল, "আপনার শরীরটা·কি আজ ভাল নেই?"

শরৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আজ কিছু ভাল লাগছে না মোহিনী।"

মোহিনী সমবেদনাপূর্ণকণ্ঠে কহিল, "কেন বলুন দেখি?"

শরৎ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তোমার এখানে কোন কষ্ট হ'চ্ছে না ত মোহিনী?"

তাহার এই অপ্রাসঙ্গিক উত্তরে বিস্মিত হইয়া মোহিনী কহিল, "কষ্ট আবার কিসের। তবে দিদির জন্যে মন কেমন করে, কতদিন তাঁকে দেখি নি! আমাকে একবার দিদির কাছে নিয়ে যাবেন?"

শরৎ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই।"

মোহিনী আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শরৎ কহিল, "মোহিনী তোমার একলা থাকতে ভারি কষ্ট হয়, না?"

মোহিনী শরতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "হয়!" পরক্ষণেই সে কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শরৎ কহিল, "তা এতদিন বল নি কেন মোহিনী ?"

মোহিনীর ইচ্ছা হইল, একবার বলিয়া ফেলে, "বলে কি হ'বে ?" কিন্তু তাহা না বলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "কেন, এখানে ত আমি বেশ আছি; আপনি দু'বেলা এসে আমার খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন, সুধীরবাবুও মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নেন।"

শরৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তা হ'লে আজ যাই মোহিনী, বেলা হ'য়ে গেছে।" এই বলিয়া সে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

মোহিনী খানিকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বইখানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে বসিল, কিন্তু এক ছত্রও সে পড়িতে পারিল না। কিছুই যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শরৎ বাড়ী পৌঁছিয়া উপরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, তাহার বউদিদির পাশে কে একটী অপরিচিত কিশোরী বসিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি বারন্দা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে উমাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "পালাচ্ছিস্ যে শরৎ, প্রতিভাকে বুঝি চিনতে পাচ্ছিস্ নি?"

শরৎ প্রতিভার মুখের দিকে একবার চাহিল। প্রতিভা তাড়াতাড়ি লজ্জারক্তিম মুখ নত করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। কি সুন্দর মুখ, ভাসাভাসা হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু, টকটকে গোলাপী রঙ, তাহার উপর লজ্জার অরুণরাগ পড়িয়া মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

শরৎ কহিল, "তোমার ছোটকাকার মেয়ে ত? কি ক'রে চিনব, যখন দেখেছিলাম তখন ত দু'বছরের মেয়ে। কাকাবাবুর সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে বুঝি?"

উমাসুন্দরী কহিল, "না—ওর বের জন্যে কাকাবাবু ওকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন; যে জায়গায় তিনি থাকেন, সেখানে ত পাত্র পাবার উপায় নেই; তাই তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছেন।"

বিবাহের কথায় প্রতিভার মুখ আরও নত হইয়া পড়িল।

শরৎ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে ঘটকালি ক'রতে হবে নাকি বউদিদি ?"

উমাসুন্দরীও হাসিয়া কহিলেন, "ঘটকালি ত ক'রবি, আগে আমার বোনটিকে ভাল করে দেখে নে। ঘটকালি ক'রতে গেলে রূপের ব্যাখ্যা ত ক'রতে হবে।" এই বলিয়া তিনি জোর করিয়া প্রতিভার লজ্জাবনত রক্তিম মুখখানিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। প্রতিভা চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল। উমাসুন্দরী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "তোর পছন্দ হ'য়েছে কি না আগে বল দিকি ?"

শরৎ চঞ্চল হইয়া কহিল, "আমার পছন্দ হ'লে কি হবে বউদিদি। যে বিয়ে ক'রবে তার ত পছন্দ হওয়া চাই।"

উমাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তোর পছন্দ হ'লেই তার হবে। আর এ মেয়ে পছন্দ না ক'রে পারবার জো আছে ? তা ছাড়া কাকার এক মেয়ে, তাঁর ত সবই প্রতিভা পাবে।"

শরৎ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "কাকাবাবু, কাকিমা কোথায় ; তাঁদের যে দেখতে পাচ্ছি না ?"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "প্রতিভার ছোট মামার অসুখ, তাঁকে দেখতে গেছেন। বলে গেছেন, ফিরতে দুপুর হবে। এখন আমার বোনটিকে তোর পছন্দ হ'ল কি না বল দিকি ?"

এমন সময় প্রতিভা ছাড়া পাইয়া চুড়িবলয়ের ঠুন্‌ঠুন্‌ ও মলের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে স্থানটী মুখরিত করিয়া পার্শ্বের কক্ষে পলাইয়া গেল। শরৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উমাসুন্দরী শরতের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আজ চা খাওয়া হ'য়েছে, না এত বেলায় শুধু মুখে ফিরে এসেছিস্‌?"

শরৎ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কহিল, "আজ হরিশদের বাড়ী চা খেয়েছি। অত সকালে ওঠা কোন দিন অভ্যাস নেই, বড় ঘুম পাচ্ছে বউদিদি। একটু ঘুমিয়ে নি, ঘণ্টা দুই পরে ডেকে দিও।" এই বলিয়া সে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল; কত কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে কুসুম আসিয়া ডাকিল, "কাকাবাবু, বারটা বাজে, মা ডাকছেন।"

শরৎ উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল, "তোর দাদামহাশয়, দিদিমা এসেছেন বুঝি?"

কুসুম কহিল, "তাঁরা ত এ বেলা আস্‌বেন না, লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। তাই মা তোমায় নেয়ে খেয়ে নিতে বললেন।"

শরৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল যাই।" এই বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। সিঁড়ির মধ্যপথে হঠাৎ প্রতিভার সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। প্রতিভা মুখ-চোখ রাঙা করিয়া দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইল, শরৎ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

স্নানাহার করিয়া অন্যদিন শরৎ যেমন বই লইয়া পড়িতে বসিত, আজও বসিল; কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসিল না। বই বন্ধ করিয়া খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া ভাবিল; তারপর জামা গায়ে দিয়া হঠাৎ বাটীর বাহির হইয়া গেল এবং মোহিনীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

শরৎ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মোহিনীর সংবাদ লইয়া যাইত। তাই আজ অসময়ে তাহাকে আসিতে দেখিয়া, মোহিনী বিস্মিত হইল। শরৎ মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "একখানা পাখা দাও দিকি মোহিনী? ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি।"

মোহিনী পাখাখানি তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এত রদ্দুরে কোথায় বেরিয়ে ছিলেন?"

শরৎ জামা খুলিয়া জোরে জোরে হাওয়া করিতে করিতে কহিল, "কোথাও যায় নি, তোমার এখানেই এসেছি; উঃ আজ কি ভয়ানক গরম!"

মোহিনী কহিল, "এত রদ্দুরে কেন এল্লেন?"

শরৎ কহিল, "কিছু ভাল লাগছিল না মোহিনী, বই নিয়ে পড়তে বসলাম, পড়তে পারলাম না। তাই ভাবলাম তোমার এখানে একটু বেড়িয়ে আসি।"

মোহিনী আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শরৎও নিঃশব্দে হাওয়া খাইতে লাগিল।

খানিক পরে শরৎ কহিল, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে, একটু গড়িয়ে নি।"

এই বলিয়া মেঝেয় শুইতে উদ্যত হইলে মোহিনী কহিল, "খালি মেঝেয় শোবেন না, বড্ড ধুলো, আমি ও ঘর থেকে মাদুরখানা এনে দিচ্ছি।" মোহিনী পার্শ্বের কক্ষ হইতে একখানি মাদুর ও বালিশ লইয়া আসিল।

শরৎ কহিল, "দাও, আমি পেতে নিচ্ছি; তুমি তা হ'লে তোমার ঘরে গিয়ে পড় গে, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নি।"

মোহিনী পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শরৎ চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। কত কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে সে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মোহিনীরও আজ পড়িতে ভাল লাগিল না। তবুও অনেকক্ষণ এ বই সে-বই লইয়া সে নাড়াচাড়া করিল। অবশেষে বইগুলি রাখিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইবা মাত্র দেখিল শরৎ অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে; সে একেবারে ঘামিয়া নাইয়া গিয়াছে; ঘরের একটী জানালা উন্মুক্ত ছিল, তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র তাহার শরীরের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। মোহিনী অতি সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জানালা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল; কি ভাবিয়া আবার সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত শরতের শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

কক্ষদ্বার উন্মুক্তই ছিল। প্রায় মিনিট পনর হাওয়া করিবার পর, সহসা বাহিরে কাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া সেইদিকে চাহিতেই

মোহিনী দেখিল, সুধীর ও হরিশ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মোহিনীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল! সে তাড়াতাড়ি পাখাখানি মাটিতে ফেলিয়া উঠিতে যাইবে, এমন সময় শরতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চোখ মেলিতেই দেখিল, মোহিনী তাহার শিয়র হইতে উঠিয়া চঞ্চলপদে জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুধীর ও হরিশকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

সুধীর হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঠিক এসে ধ'রেছি ত! তোর বাড়ী থেকেই আমরা আসছি; সেখানে না পেয়ে এখানে খোঁজ ক'রতে এসেছিলাম। দেখ্, কাল হরিশের বাড়ী সান্ধ্যসম্মিলন তাই তোকে নেমন্তন্ন করবার জন্যে হরিশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোদের বাড়ী গেছ্‌ল। যাক, দেখা হ'য়ে গেল।"

হরিশ শরতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "কাল সন্ধ্যের সময় যেয়ো কিন্তু শরৎ।"

শরৎ 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিল না।

হরিশ সুধীরের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তুমি ত এখন বাড়ী ফিরবে? আমি তবে ভবানীপুরের নেমন্তন্ন ক'টা সেরে আসি; সন্ধ্যের সময় তোমার সঙ্গে দেখা করব। কি বল?"

সুধীর কহিল, "সেই বেশ, আমি ততক্ষণ শরতের সঙ্গে বসে দু'টো কথা বলি।"

"বেশ;" বলিয়া হরিশ বাটীর বাহির হইয়া গেল।

সুধীর ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই মোহিনী আসিয়া প্রণাম করিল।

সুধীর কহিল, "কেমন আছ মোহিনী? এতদিন হরিশকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তোমার খোঁজ নেবার সময় অবধি পাই নি! এবার থেকে রোজ এসে তোমার খবর নিয়ে যাব।"

মোহিনী কহিল, "আমি ভাল আছি। দিদি বেশ ভাল আছেন?"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ।"

শরৎ মোহিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল "এক গ্লাস জল আন না মোহিনী?" মোহিনী জল আনিতে গেলে সে কহিল, "হরিশকে এখানে এনে ভাল কাজ কর নি সুধীর! সে নিশ্চয়ই বউঠাকরুণকে গিয়ে অনেক কথা বলবে।"

সুধীরের এ কথা একবারও মনে হয় নাই! শরতের কথায় তাহার চৈতন্য হইল, সত্যই সে কাজটা ভাল করে নাই। সেদিন নির্ম্মলা তাহাকে মোহিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সে শুধু 'ভাল আছে' বলিয়া সে কথা চাপা দিয়াছিল; এখন যদি হরিশের মুখে নির্ম্মলা এই কথা শোনে, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে! নিজের এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য সে মনে মনে অস্থির হইয়া কহিল, "এখন কি করা যায় শরৎ, নির্ম্মলাকে সব কথা বলে ফেলি?"

শরৎ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মোহিনী এক গ্লাস জল লইয়া উপস্থিত হইতেই তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

পান করিয়া শরৎ মোহিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "চা খাওয়াতে পার মোহিনী ?"

মোহিনী কহিল, "শুধু চা খাবেন—"

শরৎ কহিল, "হ্যাঁ।"

মোহিনী চা করিতে চলিয়া গেলে, শরৎ ও সুধীর তাহার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনরূপ মীমাংসায় তাহারা উপনীত হইতে পারিল না। হরিশ যে একটা গোলযোগ বাধাইবে ইহা শরৎ স্পষ্ট বুঝিলেও নির্ম্মলাকে মোহিনীর কথা জানান উচিত কি না তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

চা খাইয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা মোহিনীর গৃহ হইতে বাহির হইল।

এদিকে হরিশ মোহিনীর বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। সে ভবানীপুর না গিয়া, সুধীরের গৃহাভিমুখে চলিল।

একলা বসিয়া বসিয়া নির্ম্মলার কিছু ভাল লাগিতেছিল না, সে হারমোনিয়াম বাজাইয়া গায়িতে লাগিল। এমন সময় হরিশ ধীরে ধীরে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা তাহা জানিতে পারিল না। গান শেষ করিয়া সোজা হইয়া বসিতেই সে তপ্তশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিয়া পিছনের দিকে চাহিতেই দেখিল, হরিশ। হরিশ অমনই বলিয়া উঠিল, "আজ গানটী আপনার চমৎকার জমেছিল।"

নির্ম্মলা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াই
রোজই আপনার কাছে চমৎকার লা
আপনি কতক্ষণ এসেছেন, উনি
রইলেন কেন।"

হরিশ একখানি চেয়ারে উপবে
দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনিও ব

নির্ম্মলা কহিল, "অনেকক্ষণ ব
গেছে। খানিকটা পায়চারী ক'রে বেড়াই। উনি কোথায় গেলেন?"

হরিশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "আচ্ছা বউরাণী, আপনাদের এখানে একটী ফুট্‌ফুটে মেয়ে দেখেছিলাম, সে মেয়েটীকে এসে অবধি ত দেখতে পাচ্ছি না?"

নির্ম্মলা কহিল, "তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কোন এক মেয়ে বোর্ডিংএ রেখে দিয়েছেন!"

হরিশ তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "আপনি ঠিক জানেন মেয়েটী বোর্ডিংএ আছে?"

নির্ম্মলা কহিল, "জানি বৈ কি। উনি নিজে সঙ্গে করে রেখে এসেছেন। আপনি ওকথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

হরিশ আবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "না এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম; আচ্ছা সে আপনার কি রকম বোন হয়?"

নির্ম্মলা কহিল, "এক কমলা ছাড়া আমার আর কোন বোন

নেই। মনি আমার বোন না হ'লেও তাকে আমি নিজের ছোট বোনের মত ভালবাসি। অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর দু'টী দেখা যায় না। তার জন্যে সময় সময় সত্যি আমার ভারি মন কেমন করে। সেও আমায় বড়দিদির মতই ভালবাসে; আমায় ছেড়ে তার বোর্ডিংএ যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, ঠাকুরপো আর উনি একরকম জোর করে তাকে পাঠিয়াছেন; সেই অবধি সে বোর্ডিংএ আছে।" মোহিনীর সম্বন্ধে যাহা কিছু সে সুধীরের নিকট শুনিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সমস্তই হরিশকে জানাইল।

হরিশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, মোহিনী কোন্ বোর্ডিংএ আছে তা আপনি জানেন?"

নির্ম্মলা কহিল, "জানি, কিন্তু নামটী আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, একটু বসুন, আমি মোহিনীর একখানা চিঠি এনে দিচ্ছি, তাতে বোর্ডিংএর ঠিকানা বোধ হয় লেখা আছে।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেলে, হরিশের অন্তরের প্রচ্ছন্ন আনন্দ তাহার মুখের উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে প্রাণ ভরিয়া হাসিল। শরৎকে সে সত্যই ভয় করিত, কিন্তু তাহার এত বড় দুর্ব্বলতা যখন ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তখন আর ভয় কিসের? এইবার পদে পদে সে শরৎকে অপদস্থ করিতে পারিবে। পৈশাচিক আনন্দে সে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "সুধীর, সুধীর, এইবার আমার প্রতিহিংসার পথ সুগম হইয়াছে।"

এমন সময় নির্ম্মলা পত্রখানি হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিতেই চমকিয়া উঠিল!

হরিশ তাহা লক্ষ্য করিয়া যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "এনেছেন, দেখি চিঠিখানা?" পত্রখানি পড়িয়া কহিল, "এ বোর্ডিংএর কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে। উনি ঐ বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আমার খুব আপনার লোক। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, এবার দেখা হ'লে মেয়েটীর খবর নোব'খন। আচ্ছা, তার চিঠি আপনি প্রায়ই পান না কি?"

নির্ম্মলা কহিল, "অনেক দিন পাই নি। বোধ হয় পড়াশুনার জন্যে লিখতে সময় পাচ্ছে না। তবে ওঁর কাছে প্রায়ই তার সংবাদ পাই।"

হরিশ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এ কথা সে কথার পর কহিল, "আজ তা হ'লে চল্লাম বউরাণী, এখনও অনেক জায়গায় নেমন্তন্ন বাকি।" এই বলিয়া বিদায় লইয়া খানিক দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আপনার এখন কি বিশেষ কোন কাজ আছে?"

নির্ম্মলা কহিল, "না, এখন আর কি কাজ থাকবে।"

হরিশ কহিল, "তা হ'লে আপনার মোটরখানা নিয়ে চলুন ভবানীপুরে ঘুরে আসি, আমারও নেমন্তন্ন সারা হ'য়ে যাবে, আপনারও রাণীর সঙ্গে দেখা করা হবে। রাণীর সঙ্গে বসে

আপনি গল্প করবেন, আমি ততক্ষণে নেমন্তন্নগুলো সেরে নেব।”

নির্ম্মলা ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “যদি তাঁর মোটর দরকার হয়?”

হরিশ কহিল, “তার আসতে এখন অনেক দেরী, ততক্ষণে আমরা ঘুরে আসতে পারব।”

নির্ম্মলা আর কোন আপত্তি করিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুধীর বাড়ী ফিরিয়া শুনিল, নির্ম্মলাকে লইয়া হরিশ মোটরে করিয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। শরতও তাহার সঙ্গে ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "এ কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে।"

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি ত কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি না, ওতে কোন দোষ নেই। তুই কেন মিছে ভাবছিস্ শরৎ।"

শরৎ কহিল, "আমি আর কিছু ভাবছি না;—হরিশ লোকটা ভাল না, এইটাই ভাবনার কথা।"

সুধীর হাসিয়া কহিল, "হরিশের ওপর তোর অত রাগ কেন বল দিকি?"

শরৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "রাগের কথা না;—হরিশ আগে এমন ছিল না; ইভা মরবার পর থেকে সে যেন অন্য রকম হ'য়ে গেছে। আমার ত ভাল বোধ হ'চ্ছে না।"

সুধীর কহিল, "তুই আগে খারাপ দিকটা দেখিস্ কেন বল দিকি, লোকের ভাল দিকটা দেখলে ক্ষতি কি?"

শরৎ দেখিল সুধীরের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। যে কিছুতেই

বুঝিবে না, তাহাকে বোঝান ভারি শক্ত! আর বেশী বাড়িতে দেওয়া হইবে না, যেমন করিয়া হউক নির্ম্মলাকে ফিরাইতে হইবে! শরৎ আর কিছু না বলিয়া সুধীরের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে হরিশ ঊষাপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মোহিনীর কথা জানিয়া আসিল; কিন্তু কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিল না। শরতকে জব্দ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র হস্তগত হইয়াছে ভাবিয়া সে মনে মনে ভারি আনন্দ অনুভব করিল। সেই দিন হইতে সে শরতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর সে সুধীরের সঙ্গে মোহিনীর বাড়ী যাইতে লাগিল। হরিশের উপস্থিতিতে শরৎ মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেও প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু বলিত না। তাহা ছাড়া হরিশ তাহার সহিত এমন আত্মীয়তা করিত যে, শরৎ কোন কথা বলিবার সুযোগও পাইত না। তিন জনে মিলিয়া গল্পগুজব করিয়া রাত্রি প্রায় নয়টার সময় গৃহে ফিরিত। কিন্তু হরিশ যতক্ষণ থাকিত, মোহিনী নিজের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত; তাহাদের সম্মুখে যাইত না। সুধীর বা শরৎ, কেহই তাহাকে ডাকিত না। হরিশও তাহার কথা তুলিত না।

সেদিন সকালে শরৎ সুধীরের বাড়ী গিয়া দেখিল, হরিশ ও নির্ম্মলা বসিয়া চা খাইতেছে, সুধীর নাই। তাহাকে দেখিয়াই

হরিশ বলিয়া উঠিল, "আজ এত দেরী যে শরৎ? আমরা তোমার জন্যে আটটা অবধি অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিলাম।"

শরৎ কহিল, "আজ উঠতে বেলা হ'য়ে গেছে। সুধীর কোথায়?"

হরিশ কহিল, "তার কাল রাত্রে ভবানীপুরে নেমন্তন্ন ছিল, এখনও সেখান থেকে ফেরে নি। তার সব তাতেই বাড়াবাড়ি; যার সঙ্গেই আলাপ হবে, তাকে এত আপনার ক'রে নেবে যে, বাড়ীর কথা অবধি ভুলে যাবে। বুঝলে হে শরৎ, সেই কথাই এতক্ষণ আমি বউরাণীকে বলছিলাম, তাকে রাণীর বাড়ীর সবাই এমনই আপনার ক'রে নিয়েছে যে তাদের নাম করতেই সে অজ্ঞান! আর নেমন্তন্ন ত সেখানে লেগেই আছে। এই দেখ না, কাল আমাদের বাদ দিয়ে রাণী চুপি-চুপি ওকেই নেমন্তন্ন ক'রে গেল! যা বুঝতে পাচ্ছি, খেতে-দেতে সেখানে অনেক রাত হ'য়েছে, আর কে এতটা কষ্ট ক'রে আসে; এই ভেবে আর বাড়ী ফেরে নি। তারপর সকালে রাণী কোন্ না চা খাইয়ে ছাড়বে। নটার আগে সে আর ফিরতে পারছে না। যাই বল এটা কিন্তু তার অন্যায়। বাড়ীর কথাও ত ভাবতে হয়, কি বলেন বউরাণী? তা ছাড়া মজাটা কেমন দেখুন, এখানে আজ বিকেলে পার্টি হ'বে, আর কাল রাত থেকেই তার দেখা নেই! আপনি একলা কত দিক দেখবেন বলুন দিকি, নেমন্তন্ন করে বেড়াবেন না, এ দিকের ব্যবস্থা করবেন।"

শরৎ একমনে হরিশের কথাগুলি শুনিতেছিল। হরিশ যে নির্ম্মলার মন ভাঙ্গাইবার জন্য এই প্রসঙ্গের সুদীর্ঘ অবতারণা করিয়াছে, সে তাহা স্পষ্ট বুঝিল। তাহার মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল! সে কোন উত্তর না দিয়া বসিয়া রহিল।

নির্ম্মলার কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া কহিল, "উনি বরাবরই ঐ রকমের, কেউ কিছু বললে, 'না' বলতে পারেন না। ওর সব সময় ভয় হয়, যদি 'না' বললে কেউ কিছু মনে করেন। নিশ্চয়ই রাণীর কথা ঠেলতে না পেরে রাতটা সেখানেই কাটিয়েছেন; আমি যে এখানে একলা পড়ে আছি, সে কথা একবার ভাবলেন না! এই যা, শুধু কথাই বলছি, ঠাকুরপোকে যে এখনও চা-ই দেওয়া হয় নি।" এই বলিয়া নির্ম্মলা চাদানি হইতে পেয়ালায় চা ঢালিয়া দুধ ও চিনির পাত্র শরতের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "কি ভাবছ ঠাকুরপো, চা খাও?"

শরৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "কিছু ভাবচি নি বউঠাকরুণ; এই যে চা খাচ্চি।" সম্মুখে চাহিতেই দেখিল, হরিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া হরিশ কহিল, "সুধীর ত এখনও এল না; আর ত দেরী করা চলবে না। ক জায়গায় নেমন্তন্ন বাকি আছে, চলুন, সেরে নি।"

নির্ম্মলা কহিল, "তাই চলুন।"

শরৎ চা খাইতে খাইতে মনে মনে ভাবিল, "আজ একবার

বিনয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাহা হ'ক একটা ক'রতে হ'বে; আর দেরী ক'রলে, হয় ত এমন একটা কিছু ঘ'টতে পারে যার জন্যে পরে সকলকে আপশোষ ক'রতে হবে।" পেয়ালা শেষ করিয়া শরৎ নির্ম্মলার নিকট বিদায় লইয়া বিনয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে বিনয়ের সঙ্গে শরতের এক ঘণ্টার উপর এই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা হইল।

শরৎ কহিল, "দেখ বিনয়, আজ বউঠাকরুণ হয় ত আর একট পরেই তোমার এখানে নেমন্তন্ন ক'রতে আসবেন, তোমরা সেই সময় ইঙ্গিতে এই সমস্ত ব্যাপারের উল্লেখ ক'র। আমিও আজ পার্টির সময় হরিশকে মিষ্টি মিষ্টি করে দু'কথা শুনিয়ে দেব।" তারপর উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল।

শরৎ চলিয়া গেলে কমলা সেখানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "শরৎবাবুর সঙ্গে দিদির কথা হ'চ্ছিল বুঝি? তোমরা কেন আমার দিদির সঙ্গে এমন করে লেগেছ বল দিকি? তার না হয় মেম সাজবার ইচ্ছে গেছে, তাতে কি দোষটা হ'য়েছে শুনি?"

বিনয় কহিল, "তোমরা যে খুব বাহাদুর তা আমার জানা আছে।"

কমলা কহিল, "তা না ত কি! আচ্ছা দিদি ক'রেছে কি শুনি, সুধীরবাবু ভালবাসেন ব'লেই দিদি পাঁচজনের সঙ্গে বেড়ায়, গল্প ক'রে, তাতে অন্যায়টা কি হ'য়েছে?"

বিনয় কহিল, "না, না অন্যায় কিছু হয় নি। তবে শরৎবাবুর কাছে যে রকম ব্যাপার সব শুনলাম, তাতে—"

কমলা বাধা দিয়া কহিল, "তোমরা পুরুষ-মানুষ তোমরা মেয়েদের মন বুঝবে কি ক'রে! যারা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে স্বামী দেবতা, যারা বড় হ'য়ে স্বামীকে দেবতা ব'লে পূজা করে আসছে, তারা যেমন ক'রেই বেড়াক না কেন, কখনও ভুল পথে যেতে পারে না।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বিনয় কহিল, "আমরা স্বীকার ক'রতে বাধ্য এ সব বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী বোঝ, তুমি যা বললে তা খুব সত্যি। শরৎবাবুর সঙ্গে আমার এ কথাও হ'য়েছিল। তিনি বলেন, এই 'বিলাতী হাওয়াটা' যদি শরীরের ওপর দিয়ে ব'য়ে যেত তা হ'লে কোন ক্ষতি ছিল না, সেটা এ দেশের মেয়েরা সহ্য ক'রে নিতে পারে; কিন্তু ঐ হাওয়াটা যদি মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানকার সব ওলটপালট ক'রে দেয়—অন্তরের আজন্ম-সংস্কারকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,—তা হ'লেই যে ভয়ের কথা হ'য়ে দাঁড়ায়! শরৎবাবুর কথাগুলো আমার খুব মনে লাগল, তুমি কি বল?"

কমলা গম্ভীর ভাবে কহিল, "তা যদি হয়, তা হলে সত্যিই ভয়ের কথা, যে রকম শুনছি তাতে ত মনে হয় দিদি কিছু বাড়াবাড়ি ক'রছে। তবে যাই বল না কেন, দোষটা সুধীরবাবুর বেশী, দিদি ত প্রথম প্রথম খুব আপত্তি ক'রেছিল, কিন্তু সুধীরবাবু

তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ায় সে বাধ্য হ'য়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশছে।"

বিনয় কহিল, "দোষ সুধীরবাবুরই বটে, কিন্তু শরৎবাবুর কাছে যা শুনলাম তাতে সত্যিই ভয়ের কারণ দাঁড়াচ্ছে। হরিশবাবুর না কি মতলব ভাল নয়।"

কমলা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া কহিল, "শরৎবাবু কি ক'রতে বলেন? দিদিকে যেমন করে হ'ক এ পথ থেকে ফিরাতে হবে ত!"

বিনয় কহিল, "সেই কথাই ত শরৎবাবুর সঙ্গে হচ্ছিল, তিনি যা বললেন তা সব শুনেছ?"

কমলা কহিল, "কতক কতক শুনেছি।"

বিনয় কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সিঁড়ির উপর কাহার পদশব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল। নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সিঁড়িটুকু উঠিতেই তাহার কপালের উপর ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছিল। রুমাল দিয়া তাহা মুছিতে মুছিতে সে কহিল, "আজ সন্ধ্যের সময় আমাদের ওখানে পার্টি হবে, তাই তোমাদের ব'লতে এলাম বিনয়, আজ কিন্তু না গেলে চলবে না। তুমি সেবার ফাঁকি দিয়েছিলে। কমলা তুইও ত সেবার যাস্ নি, তোকেও আজ যেতে হবে? তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও বিনয়।"

বিনয় কহিল, "যাব; ও আপনার ওখানে যাবে তার আবার কথা কি! সেবার অসুখ ক'রেছিল ব'লে আমি যেতে পারি নি, কিন্তু কমলা ইচ্ছে ক'রেই যায় নি, বলে ওখানে যেতে ওর ভয় করে—"

কমলা স্বামীর মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া কহিল, "ইস ভয় কিসের, আমি অমন কাউকে ভয় করি না! বুঝলে দিদি, সে দিন নিজেই আমায় ভয়ে যেতে দিলে না,—ভয়, কেউ যদি আমায় ভুলিয়ে নিয়ে যায়!"

বিনয় কহিল, "সব মিথ্যে কথা দিদি, কমলার একটি কথাও বিশ্বাস ক'রবেন না। আমার অসুখ ক'রেছিল ব'লে যায় নি। আমি তবু বললাম, 'আমার একটু মাথা ধ'রেছে বই ত নয়, যাও, না হ'লে দিদি কি মনে ক'রবেন।' উত্তরে সে আমায় বললে, 'ইস, তোমার অসুখ, আর আমি যাব আমোদ ক'রতে, সে রকম, মেয়ে আমায় পাও নি?' আপনার ভগ্নীর পতিভক্তিটা খুব বেশী বুঝলেন দিদি, কিন্তু অতিভক্তিকে লোকে অনেক সময় চোরের লক্ষণ ব'লেই মনে করে।" এই বলিয়া বিনয় হাসিতে লাগিল।

নির্ম্মলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, আর মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছিতেছিল।

কমলা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমরা চোর হ'লাম কিসে? অতিভক্তিটুকু দেখান হ'লই বা কি করে? সে দিন শুধু আমি কর্ত্তব্য পালন করেছি; স্বামীর সেবা করা ছাড়া এ জীবনে মেয়েমানুষের বড় কাজ কি আছে? তোমার অসুখ ক'রেছিল ব'লে যদি সেদিন তোমায় একলা ফেলে না গিয়েই থাকি, তা হ'লে অন্যায়টা কি ক'রেছি। তুমি বল না দিদি, আমি যদি সেদিন ওঁকে

ফেলে তোমার ওখানে আমোদ ক'রতে যেতাম, তা হ'লে তুমি আমায় ব'কতে না ?"

নির্ম্মলা অন্তরের মধ্যে ব্যথা অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, একটু পূর্ব্বে বিনয় নিজের অসুখের কথা তুলিয়া কমলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিল, সেটা কেবল তাহাকেই খোঁচা দিবার জন্য! এই সেদিন সুধীর শিরঃপীড়ায় অস্থির হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, আর সে তাহাকে ফেলিয়া স্বচ্ছন্দে হরিশবাবুর সহিত বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিল,—সেই কথাই তাহার বারবার মনে পড়িতে লাগিল। যে উৎসাহ লইয়া সে আজ সান্ধ্যসম্মিলনের নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিতেছিল, সেই উৎসাহ যেন তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে স্থির করিয়াছিল, এখানে বসিবে না, দুটো কথা বলিয়াই চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা হইল না। মেঝের উপর একখানা মাদুর পাতা ছিল, নির্ম্মলা সহসা তাহার উপর বসিতে গেলে, বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও কি ক'রছেন দিদি, পোষাকটা একেবারে মাটি হ'য়ে যাবে! আপনি একটু দাঁড়ান আমি ও ঘর থেকে চেয়ারখানা এনে দিই।"

বিনয় সরলভাবেই এই কথা বলিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহার এই কথার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস পাইল। সে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আমি ত একেবারে মেমসাহেব হই নি যে, মাদুরে ব'সতে পারব না! চেয়ার আনতে হবে না বিনয়।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কমলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হ'য়েছে দিদি ?"

নির্ম্মলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিছু হয় নি কমলা, বুকটা হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল। কমলা, তুই আমার সঙ্গে চল!" একটু থামিয়া হঠাৎ সে আবার বলিয়া উঠিল, "না, না, কমলা তোর যেতে হবে না ; বোধ হয় ফিক্ ব্যথা ধ'রেছিল, ও সেরে গেছে, আমি এখন যাই।"

কমলা ও বিনয় নির্ম্মলাকে সদর দরজা অবধি আগাইয়া দিতে গিয়া দেখিল, হরিশ মোটরে বসিয়া আছে। কমলা ঘোমটা আর একটু টানিয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

বিনয়কে দেখিয়া হরিশ বলিয়া উঠিল, "এই যে বিনয়বাবু, ভাল আছেন ?"

বিনয় কহিল, "হ্যাঁ ; আপনি সঙ্গে এসেছেন তা ত দিদি আমাদের কিছু বলেন নি ?"

এমন সময় নির্ম্মলা গিয়া মোটরে বসিতেই, "আমরা তা হ'লে এখন আসি ;" বলিয়া হরিশ মোটর চালাইতে বলিল। মোটর শব্দ করিয়া নড়িয়া-চড়িয়া তাহাদের লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বিনয় ভিতরে গিয়া কমলাকে কহিল, "সত্যি ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। শরতবাবুর কাছে শুনলাম, সুধীরবাবু বা দিদি কেউ কোন দিকে চেয়ে দেখে না, তারা যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছেন।"

কমলা ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি আর শরৎবাবু যা হ'ক কিছু ব্যবস্থা কর। আর দেরী করা ভাল নয়।"

বিনয় কহিল, "যা হ'ক ক'রতেই হবে। চল আমরা আজ খেয়ে দেয়েই দিদির ওখানে যাই।"

সন্ধ্যাকালে শরৎ উপস্থিত হইয়া দেখিল, সম্মিলন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা এখানে সেখানে সমাগত ব্যক্তিদের আদর আপ্যায়ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শরৎ তাহার নিকটে যাইতেই দেখিল, নির্ম্মলার মুখ ভারি বিষণ্ন। সে ইহার কোন কারণ অনুমান করিতে পারিল না। এমন সময় বিনয়ের সহিত তাহার দেখা হইল; অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইল। শরৎ কহিল, "এই রকম ক'রে আস্তে আস্তে বউঠাকরুণের নেশাটা কাটাতে হবে। তা হ'লে তুমি গিয়ে ওদিকে বেড়াও গে, আমি হরিশকে গোটা দুই কথা ব'লে আসি।"

বিনয় চলিয়া গেলে, শরৎ হরিশকে খুঁজিয়া বাহির করিল। দেখিল, বাগানের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, সেইখানে হরিশ একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে; তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। মাঝে মাঝে তাহার মুখের শিরা-উপশিরাগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। শরৎ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে বসিতেই, সে চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া উঠিল।

শরৎ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি হে হরিশ, এমন সময় তুমি যে, বড় এক কোণে চুপটি ক'রে ব'সে আছ? ব্যাপারখানা কি?"

হরিশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "এ কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে তোমাকে ত এখানে ডাকি নি। আমি যাই করি না কেন, তোমার সে খবরে দরকার কি।"

শরৎ কহিল, "তা, না থাকতে পারে, কিন্তু যারা আমাদের নিকট আত্মীয়, তাদের শুভাশুভের সংবাদ আমাদের নিতে হয় বৈ কি? তুমি সুধীর ও বউঠাকরুণের চোখে ধূলো দিতে পেরেছ বটে; কিন্তু আমাদের মত লোকের চোখে ধূলো দেওয়া বড় শক্ত। একটা কথা জিজ্ঞেস করি; সত্যি ব'লতে ভয় পাবে না ত?" হরিশ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। শরৎ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কহিল, "এই যে বউঠাকরুণের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ক'রছ, এ কি শুধু নারীজাতির উন্নতির জন্যে; এর ভেতর কি তোমার কোন মতলব নেই?"

হরিশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। অন্তরের যে ভাবটা সে প্রাণপণে গোপন করিয়া আসিতেছিল, আজ শরতের কাছে তাহা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল! কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া সহসা সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যার শীতল হাওয়ায় তাহার মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হইলে সে স্থির করিল, আর অপেক্ষা করিলে চলিবে না, সব পণ্ড হইয়া যাইবে! এমন সময় সহসা একটা বৈদ্যুতিক আলো সশব্দে তাহার পায়ের নীচে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল! তখনই সেই আলোকোদ্ভাসিত উদ্যানটিকে গভীর

অন্ধকার গ্রাস করিয়া ফেলিল। চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সকৌতুক কলহাস্তে উদ্যানটি মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন সান্ধ্যসম্মিলন প্রায় ভাঙ্গিবার মত হইয়াছিল, তাই আর বিশেষ কোন গোলযোগ হইল না! কেহ বা পদব্রজে কেহ বা গাড়ী করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে বিনয়, কমলা ও শরৎ নির্ম্মলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, নির্ম্মলা বারন্দার একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সে তখন উদ্যানের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, সেই জনকোলাহল-মুখরিত উদ্যানটি ধ্যানমৌন ঋষির মত নিস্তব্ধ।

বিনয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়া অবধি সে অন্তরের মধ্যে অশান্তি বোধ করিতেছিল; কিছুই যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সান্ধ্যসম্মিলনে নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সে হাসিয়া গল্প করিয়া বেড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু সব সময় একটা অব্যক্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। সে স্থির হইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, কেন স্বামী তাহার প্রতি বিরূপ হইল? যে স্বামী তাহাকে একদণ্ড কাছে না পাইলে অস্থির হইয়া পড়িত, সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া সারাদিন তাহার সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিত; সেই স্বামী কি না এখন তাহাকে ফেলিয়া সারাদিন কোথায় ঘুরিয়া-বেড়ায়, রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ী আসে না! হৃদয়ের ভিতর হইতে একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইল; নির্ম্মলার মনে হইল, নিশ্চয়ই সে কোন অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য সুধীর

তাহার সংস্পর্শ হইতে ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে। সে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভাবিতে লাগিল, স্বামীর পায়ে সে কি অপরাধ করিয়াছে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, সেই দিনের কথা যে দিন সে পীড়িত স্বামীকে ফেলিয়া হরিশের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল! অনুতপ্ত হইয়া সে স্থির করিল, এখনই স্বামীর পায়ে ধরিয়া সে ক্ষমা চাহিবে। ব্যস্ত হইয়া সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু সুধীরকে দেখিতে পাইল না। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তিনি হরিশবাবুর সহিত কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; কখন যে ফিরিবেন তাহা বলিয়া যান নাই। নির্ম্মলার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে যে বড় আশা করিয়াছিল, চোখের জলে স্বামীর পা ধৌত করিয়া তাহার অন্তরের বেদনা দূর করিবে! গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভগ্নহৃদয়ে স্বামীর শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

ওদিকে সম্মিলনে নিমন্ত্রিত সকলে চলিয়া গেলে, হরিশ সুধীরকে রাস্তায় লইয়া গিয়া কহিল, "চল হে সুধীর, আজ একবার তোমার মোহিনীর বাড়ী বেড়িয়ে আসা যাক। কিছু ভাল লাগছে না, সে শুনেছি ভাল গাইতে পারে, আজ তার দুটো গান শোনাবে চল?"

সুধীর কহিল, "ও বাড়ীতে মোহিনী ত গায় না।"

হরিশ কহিল, "তা দেখা যাবে, চল ত এখন যাওয়া যাক।"

সুধীর কহিল, "না ভাই, আজ আর কোথাও যাব না। কাল রাত থেকে আজ বিকেল অবধি অন্য জায়গায় কাটিয়ে এসেছি

নির্ম্মলা হয় ত কি মনে ক'রছে! কি ক'রব, রাণী আর তাঁর স্বামী কিছুতেই ছাড়লেন না, তাঁদের অনুরোধে সেখানেই রাত কাটাতে হ'য়েছে; সকালে আসতে চাইলাম, তাও আসতে দিলেন না। আজ আর কোথাও যাব না।"

হরিশ কোন কথা শুনিল না, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

মোহিনীর দরজার সম্মুখে গিয়া তাহারা দেখিল, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ রহিয়াছে। সুধীর কহিল, "চল ফিরে যাই; মোহিনী হয় ত এতক্ষণ শুয়েছে। এত রাত্রে তাকে মিছে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই।"

হরিশ চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া কহিল, "চল তবে আজ রাণীদের বাড়ী গিয়ে তাকে জব্দ করি। এত রাত্রে নানারকম খাবারের ফরমাস করলেই সে খুব জব্দ হবে'খন। তবে যেমন ক'রে হ'ক সে জোগাড় করে খাওয়াবে; যাই বল না কেন সুধীর, রাণীর মত লোক খুব কম দেখতে পাওয়া যায়।"

সুধীর এবারও বিশেষ আপত্তি করিল, কিন্তু হরিশ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। পথে যাইতে যাইতে সুধীর সহসা বলিয়া উঠিল, "আমার শরীরটা ভাল বোধ হ'চ্ছে না, আমি এখনই বাড়ী ফিরে যাই।"

হরিশ কহিল, "শরীর খারাপ এ কথাটা আগে বল নি কেন?" এমন সময় হোটেলের সম্মুখে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেই, সে

হাঁকিয়া কহিল, "থামাও গাড়ী।" গাড়ী থামিল; সুধীরের হাত ধরিয়া একরকম টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া তাহাকে লইয়া সে হোটেলে প্রবেশ করিল। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে তাহারা যখন হোটেল হইতে বাহির হইল, তখন সুধীরের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার মত অবস্থা ছিল না; কোন রকমে হরিশের কাঁধে ভর দিয়া সে গাড়ীতে আসিয়া বসিল; তাহার মাথাটি একদিকে হেলিয়া পড়িল। হরিশ কহিল, "এখনও রাত বেশী হয় নি, চল, রাণীর ওখানে বেড়িয়ে আসি।" সুধীর কিছুই বলিল না; হরিশ তাহাকে রাণীর বাড়ী লইয়া গেল।

এদিকে স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মলার সিক্ত নয়নপল্লব দুইটী ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসিল; সর্ব্বদুঃখহরা নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সে শান্তি লাভ করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া নির্ম্মলার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেই, সে নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়দেশ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল; সুকোমল করপল্লব সঞ্চালনে চক্ষুর জড়তা অপসারিত করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধান লইয়া নির্ম্মলা জানিল, রাত্রে সুধীর বাড়ী ফিরে নাই। সে বারন্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একবার শূন্যমনে পথের দিকে চাহিল। তখন উদ্যান-বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণ আসিয়া বারন্দার ভিতর উঁকি মারিতেছিল। খানিকক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, হরিশবাবু আসিয়াছেন। নির্ম্মলার একবার মনে হইল, 'না হরিশবাবুর সম্মুখে সে আর বাহির হইবে না,' কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, 'তাঁহার অপরাধ কি, তিনি ত আর ওঁকে রাত্রে বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়া দেন নাই, বরং ওঁর এই অন্যায় আচরণের জন্য হরিশবাবু অত্যন্ত দুঃখিত।

আর সে কি না কাল সেই হরিশবাবুরই সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই! কাজটা সত্যই অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে,' এই ভাবিয়া নির্ম্মলা তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল।

হরিশ বারান্দায় বসিয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, নির্ম্মলার পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "এই যে আসুন?"

নির্ম্মলা মনে মনে কহিল, 'হরিশবাবুর মত লোক দেখা যায় না, একটু রাগ নেই! অন্য কেউ হ'লে আমার সঙ্গে হয় ত কথাই ব'লত না; তিনি আমার জন্যে কষ্ট স্বীকার ক'রে সারাদিন খাটলেন আর তার সঙ্গেই কি না ভাল করে দুটো কথা অবধি বলি নি!'

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হরিশ কহিল, "আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন? আমি কি ক'রেছি?"

নির্ম্মলা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না, অসন্তুষ্ট হব কেন, কাল মনটা ভারি খারাপ ছিল, তাই কারু সঙ্গে যেন কথা ব'লতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল না।"

হরিশ কহিল, "মন খারাপ হওয়ারই ত কথা। সুধীরের কি রকম আক্কেল বলুন দেখি, পরশু রাত গেল, কাল সারা দিন গেল, এল কি না একবারে সন্ধ্যের সময়!"

নির্ম্মলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কাল রাত্তিরেও তিনি আসেন নি!"

হরিশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "বলেন কি! এ ত আপনার ওপর ভারি অবিচার করা হ'চ্ছে! এক আধ দিন না হয় বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী রাত কাটিয়ে আস্‌তে পারে, কিন্তু রোজ রাত্তিরে বাইরে থাকা,—এ ভারি অন্যায়! আপনি কিছু বলতে পারেন না?" একটু থামিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি যে ব'লছি তার ঠিক নেই, দেখাই পাচ্ছেন না, তা বলবেনই বা কাকে! তাকে দেখতে পেলে আমিও দু'কথা শুনিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ কহিল, "চলুন বউরাণী, আজ আমাদের ওখানেই চা খাবেন?"

নির্ম্মলা মনে করিল, ইতিমধ্যে স্বামী হয় ত আসিতে পারেন; এই ভাবিয়া সে কহিল, "না না আজ এখানেই চা করি।"

হরিশ কহিল, "আমি যে সব ঠিক ক'রে আপনাদের ডাকতে এসেছি, আমায় নিরাশ ক'রবেন না। দেখুন, সুধীরকে একটু জব্দ করা দরকার, আমার মনে হয় সে বাড়ী ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে খুব জব্দ হবে'খন। যেমন আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, তেমনই কষ্ট পাওয়া ওর দরকার।"

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কহিল, "তাই চলুন, আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। একটু বসুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

নির্ম্মলা ভিতরে চলিয়া গেলে হরিশ উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ

করিয়া, এ বই সে বই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল খানিক পরে নির্ম্মলা যথারীতি সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইতেই হরিশও কক্ষ ত্যাগ করিয়া আসিল। তখন উভয়ে হরিশের গৃহাভিমুখে চলিল!

হরিশ পূর্ব্ব হইতেই চায়ের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাই অতি সত্বর তাহাদের চা খাওয়া শেষ হইয়া গেল। হরিশ নির্ম্মলাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। নির্ম্মলা ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, কেন না হরিশ তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সুধীরকে শিক্ষা দিবার সহজ উপায়,—তাহার নিকট হইতে দূরে থাকা।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে সুধীর গৃহে ফিরিল। শরীর একেবারে অবসন্ন! পথে আসিতে আসিতে সে কেবলই ভাবিয়াছে, নির্ম্মলা এতক্ষণ তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় বসিয়া আছে, কিন্তু সেখানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সে চঞ্চলপদে নিজ শয়নকক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানেও সে তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে বুকের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল। তাহার পা টলিতেছিল; সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা গ্রহণ করিল। খানিকক্ষণ মড়ার মত পড়িয়া থাকিয়া সহসা উঠিয়া বসিয়া চারি-দিকে উদাস-নয়নে চাহিতে লাগিল। কই, নির্ম্মলা ত আসিল না? সে কি তাহা হইলে তাহার আগমন-সংবাদ পায়

নাই ? না, সে অভিমান করিয়া আসে নাই ? সুধীর শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; আবার শুইয়া পড়িল। তাহার চোখের জলে উপাধান সিক্ত হইয়া উঠিল। হায়, শেষে নির্ম্মলাও তাহাকে অবিশ্বাস করিল ! সে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নির্ম্মল, নির্ম্মল, একবার কাছে এস, অভিমান করে দূরে থেক না। আমি শপথ ক'রে ব'লছি, আমি অবিশ্বাসী নই ;—আমি মাতাল, নির্ব্বোধ, কিন্তু অবিশ্বাসী নই। কোথায় তুমি, একবার এসে বলে যাও, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর নি।" কিন্তু কোথায় নির্ম্মলা ? সুধীর চোখ মুছিয়া আবার উঠিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের বাহিরে গিয়া বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, নির্ম্মলা প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হরিশের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। সুধীরের মনে হইল, নির্ম্মলা নিশ্চয়ই হরিশকে লইয়া তাহারই সন্ধানে বাহির হইয়াছে। সে অন্তরে অনেকটা শান্তি পাইল। কাপড় জামা ছাড়িয়া আবার সে শয্যায় শয়ন করিল। বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় তাহার দেহের উত্তাপ কমিয়া গেল, সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া সুধীর দেখিল, হরিশ তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নির্ম্মল, নির্ম্মল কই ?"

হরিশ কহিল, "বউরাণী কি এখনও বাড়ী ফেরেন নি ?"

সুধীর বিস্ফারিতনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তা ত জানি নি, আমি ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুনলাম তোমার সঙ্গেই সে বেড়াতে গেছল।"

হরিশ কহিল, "হ্যাঁ, আমার ওখানে ঘণ্টা খানেক ছিলেন।"

সুধীর ব্যগ্র হইয়া কহিল, "তা হ'লে হয় ত বাড়ী ফিরেছে! তুমি এসে খোঁজ নাও নি বুঝি?"

হরিশ কহিল, "না, আমি এই মাত্র আসছি। দেখি খোঁজ নিয়ে।" এই বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল; খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বউরাণী ত আসেন নি।"

সুধীরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মলা হয় ত অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর বোধ হয় সে এ গৃহে ফিরিবে না!

হরিশ একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে যেন তাহার মধ্য হইতে কি একটা রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সহসা বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "বউরাণী তোমার ওপর ভারি রাগ ক'রেছেন। অবশ্য তিনি মুখে কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তার ভাবে যেন আমার তাই মনে হ'ল।"

সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "রাগ করবারই ত কথা, তোমায় কাল কত ক'রে বললাম, আমি বাড়ী ফিরি, তুমি কিছুতেই আসতে দিলে না। এখন কি হ'বে বল দিকি?"

হরিশ কহিল, "সত্যিই কি বউরাণী রাগ করে বাড়ীঘর ছেড়ে

থাকবেন না কি? তিনি বোধ হয় তাঁর বোনের বাড়ী গেছেন, রাগ পড়লেই ফিরে আসবেন।"

সুধীর উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আমি তা হ'লে এখনই বিনয়ের ওখানে যাই।" এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

হরিশ কহিল, "তোমার দেখছি এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নি। অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, নেয়ে খেয়ে সুস্থ হ'য়ে তারপর যেও এখন।"

সুধীর কহিল, "নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি জল অবধি স্পর্শ করব না।"

হরিশ কহিল, "তা হ'লে চল, বিনয়বাবুর ওখানে যাই।"

সুধীর মোটর আনিতে আদেশ দিল। মোটর আসিলে দুই জনে মোটরে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনয়ের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া সুধীর শুনিল, নির্ম্মলা সেখানে আসে নাই। তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল!

বিনয় কহিল, "সুধীরদাদা আপনি অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন, দিদি নিশ্চয় কারু সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গেছেন; হয় ত আপনি এখানে থেকে বাড়ী ফিরেই তাঁকে দেখতে পাবেন।"

সুধীর হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ভাই মোটরে ক'রে যদি একবার বাড়ী গিয়ে খোঁজ নিয়ে এস, আমি উঠতে পাচ্ছি না।"

হরিশ কহিল, "বিনয়বাবু, আগে সুধীরের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন ; এখনও ওর নাওয়া খাওয়া হয় নি।"

সুধীর কহিল, "কেন মিছে বিরক্ত ক'রছ। আমি কিছুতেই খাব না, নির্ম্মলার খোঁজ না পেলে আমি জলস্পর্শ করব না। বিনয়, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে? বেশ, কারু গিয়ে কাজ নেই আমি নিজেই যাব।"

এই বলিয়া উঠিতে গেলে, বিনয় তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া কহিল, "আমি এখনই যাচ্ছি, আপনি সুস্থ হ'য়ে ভেতরে বসবেন চলুন।"

হরিশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তাই নিয়ে যান বিনয়-বাবু, একটু সরবত-টরবত খাওয়ান গে। আমার একটু বিশেষ কাজ ছিল,—যাক না হয় ক্ষতিই হবে, সুধীরকে একটু সুস্থ না দেখে ত আর যেতে পাচ্ছি না! যাও সুধীর ভেতরে ব'সে একটু ঠাণ্ডা হও গে, মিথ্যেমিথ্যে অত ভাবছ কেন।"

বিনয় সুধীরের হাত ধরিয়া একরকম জোর করিয়া ভিতরে লইয়া চলিল। তারপর বাহিরে আসিয়া মোটরে করিয়া সুধীরের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

কমলাকে দেখিয়া সুধীর কাঁদিয়া ফেলিল ; কমলাও চোখের জল মুছিতে লাগিল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে সুধীর কহিল, "কমলা, তোমার দিদির সঙ্গে বুঝি আর দেখা হয় না!"

কমলা ভারি গলায় কহিল, "আপনি যে কি বলেন সুধীর বাবু!

দিদির সঙ্গে আপনার এমন কি হ'য়েছে যে দেখা হবে না। দিদি নিশ্চয়ই কোথায় বেড়াতে গেছে,—এতক্ষণ বাড়ী ফিরেছে; উনি সঙ্গে করে এখনই আনবেন। যাই, আগে আপনার জন্যে এক গ্লাস সরবত নিয়ে আসি।"

কমলা চলিয়া গেল। সুধীর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন সান্ধ্যসম্মিলনের পর মোহিনীর সংবাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া শরৎ দেখিল, উমাসুন্দরীর ছোটকাকা বাহিরে বসিয়া আছেন। সে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখে থাক বাবা।"

শরৎ কহিল, "আপনি কখন্ এলেন? কাকিমা এসেছেন?"

রাজকুমারবাবু কহিলেন, "আমরা সন্ধ্যের পরই এসেছি, শুনলাম তুমি কোথায় নেমন্তন্ন রাখতে গেছ।"

শরৎ কহিল, "হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। আমি তা হ'লে একবার কাকিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।" এই বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া শরৎ ডাকিল, "বউদিদি!"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "কে, শরৎ? ভেতরে আয়।"

শরৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাকিমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

তিনি কহিলেন, "কেমন আছ বাবা?"

শরৎ কহিল, "ভাল আছি কাকিমা, মামাবাবু বেশ সেরে গেছেন?"

কাকিমা কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, এখন অনেক ভাল; ডাক্তাররা বলেছেন, আর কোন ভয় নেই। তাঁর জীবনের আশা একরকম ছিল না, ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষে পেয়েছেন। আমাকে কিছুতেই আসতে দিতে চাইছিলেন না;—আমি অনেক ব'লে ক'য়ে তবে এসেছি। কি করি, প্রতিভা বড় হ'য়ে উঠেছে, আর ত রাখতে পারা যায় না। এই মাসের মধ্যে বিয়েটা দিতে পারলে, একটু সুস্থ হ'য়ে বেড়াতে পারি; কদ্দিন পরে দেশে এলাম, পাঁচজনের সঙ্গে দেখা ক'রতে ক'রতেই ত দু'মাস কেটে যাবে। প্রতিভার বিয়ে দিতে না পারলে ত কোথায় বেরুতেও পাচ্ছি না।"

প্রতিভা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

উমাসুন্দরী শরতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "প্রতিভার জন্যে কাকিমা ত ভারি অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। আর কোথায় পাত্র খুঁজতে যাই,—"

শরতের অন্তরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া কহিল, "এই মাসের মধ্যেই আমি পাত্র ঠিক ক'রে দেব বউদিদি।"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "তোর আর কষ্ট ক'রতে হবে না, আমরা পাত্র ঠিক ক'রেছি।"

শরৎ কম্পিত-হৃদয়ে কহিল, "কোথায়?"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "সে খবরে তোর দরকার কি! তুই

কাল কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা বাড়ী ঠিক করে দেখি ; এক বাড়ীতে ত আর বিয়ে হয় না।"

শরৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাকিমা কহিলেন, "বাবা, আমার ত আর ছেলেপুলে নেই, তুমিই আমার ছেলের মত হ'য়ে থাকবে। আমাদের সামান্য যা কিছু আছে সবই তোমার হবে। দু'বোনে এক জায়গায় থাকবে, এর চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে।"

উমাসুন্দরী কহিলেন, "কাকিমা, শরৎ আমার এখনকার ছেলেদের মতই নয়। আমি তাকে মার মত কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, সেও আমাকে ঠিক মার মতই দেখে,—মারই মত ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রে। এখনকার ছেলেপুলেরা, বিশেষ ত যারা বি, এ, এম, এ পাশ ক'রেছে তারা মাকেই গ্রাহ্য করে না, বউদিদি ত দূরের কথা! শরৎ কিন্তু লেখাপড়া শিখে এখনকার ছেলেদের মত স্বাধীন হয় নি। তুমি বলছিলে না কাকিমা, শরতকে জিজ্ঞেস করতে? অবশ্য এখনকার ছেলেদের মত হ'লে জিজ্ঞেস ক'রতে হ'ত বই কি! কি বলিস্ শরৎ, তোকে আবার জিজ্ঞেস করব কি?"

একটু পূর্ব্বে শরৎ স্থির করিয়াছিল বউদিদিকে বলিয়া ফেলিবে, এখন সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না ; কিন্তু বউদিদির এ কথার পর আর শরৎ কিছু বলিতে পারিল না। বউদিদিকে সে সত্যই জননীরই মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। তিনি তাহা জানেন বলিয়াই

তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই কথা দিয়াছেন ; এখন যদি সে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হয়! মাতৃকল্পা বউদিদির অবাধ্য সে কিছুতেই হইতে পারে না! সে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে সে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া চমকিয়া দেখিল, প্রতিভা ও কুসুম মেঝেয় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে! শরৎ প্রতিভার মুখের উপর হইতে সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না। তাহার মনে হইল, বিধাতা যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া প্রতিভার মুখখানি গড়িয়াছেন! মুহূর্ত্ত পরেই হঠাৎ সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে দিন শরৎ সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। দুইটী বিভিন্ন-মুখী চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার অন্তর বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল! মাঝে মাঝে সেই আঘাত এমনই প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে-ছিল, যে সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া বুকের সঙ্গে একটা বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কোন রকমে সে আঘাত সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বেশীক্ষণ সে এক ভাবে বসিয়া থাকিতেও পারে নাই ; আবার শুইয়া পড়িয়াছে। কিছুতেই সে মনের মধ্যে এতটুকু শান্তি পায় নাই!

যখন প্রভাত-গগন ধীরে ধীরে অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, পাখীরা প্রভাত-বন্দনা সুরু করিল, গ্যাসের আলোকগুলি একে একে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তখন শরৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া

দাঁড়াইল। বাহিরের মুক্ত বাতাসের মধ্যে সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

উমাসুন্দরী প্রতিদিনই খুব ভোরে উঠিতেন। তিনি সবে মাত্র ভগবানের নাম ক রিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় শরতকে দেখিতে পাইলেন। তাহার দিকে চাহিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি হ'য়েছে রে শরৎ? চোখ দুটো যেন জবাফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে, জ্বর হয় নি ত, দেখি?" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া শরতের দেহ স্পর্শ করিলেন।

শরৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিছু হয় নি বউদিদি, কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি, তাই বোধ হয় চোখ দুটো লাল হ'য়েছে।"

উমাসুন্দরী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ত খুব ঘুমুতে পারিস্, কাল হঠাৎ এমন হ'ল যে?"

শরতের ইচ্ছা হইল, এখনই বউদিদিকে তাহার মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিয়া ফেলে, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

উমাসুন্দরী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, শরৎ যেন তাহাকে কিছু বলিতে চাহিতেছে, অথচ পারিতেছে না। হঠাৎ তাঁহার মোহিনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার কথা ভাবিয়া কি শরৎ এতটা অস্থির হইয়া পড়িয়াছে? তাঁহার মনের মধ্যে কেমন খট্‌কা লাগিয়া গেল। তিনি স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "শরৎ,

আমার কাছে কিছু লুকাস নি; তুই ত আমায় জানিস্, আমি কখনও এমন কিছু তোকে ক'রতে বলব না, যা তুই সুস্থ মনে না ক'রতে পারবি। মনে ক'রিস্ নি, কাকিমাকে ব'লেছি ব'লে প্রতিভাকেই তোর বিয়ে ক'রতে হবে।"

শরৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার কাছে কিছু লুকাব না বউদিদি। এতদিন না বলে কি অন্যায় ক'রেছি তা আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি। তার জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি বউদিদি। তুমি ত জান, আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ ক'রতে পারি না। আমার জন্যে যে কারু কাছে তোমার মাথা হেঁট হবে, তুমি লজ্জায় পড়বে, এমন কাজ আমি কখনও ক'রব না।"

উমাসুন্দরীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাঁহার মন গভীর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি মনে মনে শরতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তা আমি জানি, সেই জন্যেই আমি শুনতে চাই কোথায় তোর ব্যথা।"

শরৎ কহিল, "তোমার কাছে সব কথা বলব বউদিদি, শুধু একটা কথা আমায় বলে দাও, যদি কোন মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ জোর ক'রে তিন রাত্রি কোন খারাপ জায়গায় আটকে রাখে, আর সে যদি দেহ-মনে পবিত্র থাকে, তা হ'লে কি সে সমাজে স্থান পাবে না, তাকে কি তুমি গৃহে স্থান দিতে পার না?"

উমাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সমাজ তাকে স্থান দেবে কি না দেবে, তা সমাজই ব'লতে পারে, কিন্তু সমাজ তার সম্বন্ধে যাহাই স্থির করুক না কেন, আমি তাকে আদর ক'রে গৃহে স্থান দেব, আমি তাকে বুকে ক'রে রাখব, না হ'লে ভগবানের কাছে যে দায়ী হ'তে হবে শরৎ।"

গভীর ভক্তিতে শরতের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের সমস্ত বেদনা দূর হইয়া গেল; দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে অগ্রসর হইয়া বউদিদির পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "আর আমার কোন ভাবনা নেই বউদিদি, ফিরে এসে তোমায় সব কথা বলব।" এই বলিয়া সে প্রফুল্ল চিত্তে নীচে চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিনয় ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, নির্ম্মলা এখনও বাড়ী ফিরে নাই। সুধীর হতাশভাবে কহিল, "তা হ'লে কি ক'রব? নির্ম্মলা নিশ্চয়ই রাগ ক'রে কোথায় চলে গেছে, সে আর ফিরবে না!"

সুধীর বাহিরে আসিতেই হরিশ তাহাকে চুপি চুপি কহিল, "দেখ সুধীর, একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। নির্ম্মলা মোহিনীর বাড়ীও যেতে পারে। সে আমাকে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস ক'রছিল। তোমরা বুঝি তাকে কিছু বল নি?"

সুধীর চমকিয়া উঠিল! কি সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই নির্ম্মলা তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে! কি করিয়া সে তাহাকে বুঝাইবে, যে, আপনার দুর্ব্বল চিত্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া সে মোহিনীকে দূরে রাখিয়াছে। সুধীরের মনে হইল, যাহা হইবার হইয়াছে, আর দেরী করিলে চলিবে না! যদি নির্ম্মলা মোহিনীর কাছেই গিয়া থাকে, সেইখানেই সে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে। এই স্থির করিয়া সুধীর কহিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লাম বিনয়, যেমন ক'রে হ'ক নির্ম্মলাকে সন্ধান ক'রে বের ক'রতেই হ'বে, যদি তাকে না পাই, তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।"

এই বলিয়া সে মোটরের দিকে অগ্রসর হইতেই হরিশ কহিল, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, একলা কোথায় যেও না।"

সুধীর ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, তোমার যাবার দরকার নেই; আমি একলাই যাব।"

হরিশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুধীর মোটরে গিয়া বসিল, এবং তাঁহার আদেশ মত শফেয়ার মোটর চালাইয়া দিল।

হরিশ বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "সুধীরকে একলা যেতে দেওয়া ভাল হ'ল না। তাকে ত সে কথা বললাম, শুনলে না, কি ক'রব! তা হ'লে আমি এখন বাড়ী যাই, খানিক পরে সুধীরের ওখানে যাব।" এই বলিয়া সে বিনয়ের বাটী হইতে বাহির হইল। পথে আসিয়া সে মনে মনে ভাবিল, "সুধীর যন্ত্রনায় ছটফট্ ক'রে মরবে তবুও নির্ম্মলাকে পাবে না; সে আমার, সে আমার!"

হরিশ বাড়ী গিয়া দেখিল, নির্ম্মলা তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা বইখানি রাখিয়া দিয়া কহিল, "উনি বাড়ী ফিরেছেন?"

হরিশ কহিল, "আপনি আসবার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে সে বাড়ী এসেছিল?"

নির্ম্মলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আবার কি তিনি বেরিয়ে গেছেন? আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?"

হরিশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "তখনই বেরিয়ে গেছে; সে

আপনার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে নি, বরং আমি আপনার কথা ব'লতে সে ব'লে উঠল, 'তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই'।"

নির্ম্মলা দুই হাতে চোখ ঢাকিল। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল!

হরিশ কহিল, "সে মোহিনীর জন্যে পাগল, তোমাকে সে আর চায় না! মোহিনীকে বোর্ডিংএ রাখবার নাম ক'রে আলাদা বাড়ী ভাড়া ক'রে রেখেছে। মোহিনী ভদ্রঘরের মেয়েই নয়, বেশ্যাবাড়ী থেকে সুধীর আর শরৎ তাকে প্রথম আনে, সে কথাও তোমায় বলে নি নির্ম্মলা!"

নির্ম্মলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এক একবার মনে হইল, "হরিশের সব কথা মিথ্যা, আমার স্বামী কখনও প্রতারক হ'তে পারেন না। এখনই ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে মাপ চেয়ে জিজ্ঞেস ক'রব, কি অপরাধ আমি তাঁর পায়ে ক'রেছি, যার জন্যে তিনি আমার এত বড় শাস্তির বিধান ক'রছেন।"

হরিশ তাহার মনোগত ভাব অনুমান করিয়া কহিল, "তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছ না? নিজের চোখে না দেখলে কি ক'রেই বা এমন কথা বিশ্বাস ক'রতে পারবে। আমি এতদিন এ সব ব্যাপারের কিছুই জানতাম না, আজ সবে জানতে পেরেছি—তুমি যদি দেখতে চাও, আমি এখনই তোমায় মোহিনীর বাড়ী দেখিয়ে আনতে পারি; গেলেই দেখতে পাবে

সুধীর সেখানে ব'সে আছে, কাল রাত্রে মদ খেয়ে সে মোহিনীর কাছেই পড়েছিল।"

নির্ম্মলা মুখ তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "আমি দেখতে চাই না; দোহাই আপনার, সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক আপনি ওকথা আর আমার সাম্‌নে ব'লবেন না—আমায় রক্ষে করুন হরিশবাবু, আমায় দয়া করুন, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! আমি আর বসতে পাচ্ছি না, আপনি এ ঘর থেকে যান।"

হরিশ কহিল, "ও ঘরে বিছানা করা আছে, সেখানে গিয়ে জিরোয় গে, এখানে কোথায় শোবে।"

নির্ম্মলা কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি দয়া ক'রে বাইরে যান।"

হরিশ কহিল, "বেশ, আমি যাচ্ছি; তুমি ভেবে দেখ, এখন কি ক'রবে। আমি তোমায় সব কথা বলি নি, এখন বলি শোন, সে মোহিনীকে নিয়ে আজই পশ্চিমে যাবে; কলকাতায় আর সে ফিরবে না।" এই বলিয়া হরিশ কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া সেই ধূলিধূসরিত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, 'হে ভগবান্ এ কি ক'রলে? আমায় রাজরাণীর পদে বসিয়ে, কেন আমায় পথের ভিখারী ক'রলে?' হঠাৎ সে উঠিয়া বসিয়া আবার আপন মনে কহিল, 'হরিশবাবুর সব মিথ্যে কথা! মোহিনী কখনও অমন হ'তে পারে না। তাঁর নিজের মুখে যতক্ষণ কিছু না শুনব ততক্ষণ কারু

একটা কথাও বিশ্বাস করব না; কেন আমি পরের কথায় আমার সব হারাতে যাব।" এই স্থির করিয়া সে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া হরিশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনার সব কথা মিথ্যে, তিনি কখনও আমায় ত্যাগ ক'রতে পারেন না। যা শোনবার আমি তাঁর মুখেই শুন্‌ব।"

হরিশ তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বেশ, তাই শুনো; আমরা ত মিথ্যেবাদীই; সত্যি কথা ব'লতে গেলে, বন্ধুবান্ধবের উপকার ক'রতে গেলে, এই রকম অপমানই সহ্য ক'রতে হয়; তা জেনেও আমি এতবড় একটা ষড়যন্ত্র গোপন রাখতে পারি নি। এটা আমাদের স্বভাব নয়; আমরা যাকে বন্ধু বলি, তার ইষ্ট অনিষ্টের দিকে আমরা দৃষ্টি রেখে থাকি। যাক আর কিছু বলতে চাই না,—তুমি যা ভাল বোঝ কর। তবে তুমি যে আমায় মিথ্যেবাদী ব'লবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারব না। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব আমি মিথ্যেবাদী নই। বেশ, এস আমার সঙ্গে।"

নির্ম্মলা আড়ষ্ট হইয়া তাহার কথাগুলো শুনিতেছিল। তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপাইয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। সে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই বুঝিবার শক্তি তাহার ছিল না। সে চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল!

হরিশ কহিল, "আমি গাড়ী তৈরী ক'রতে বলে আসি।" এই বলিয়া সে বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া গলার স্বর অত্যন্ত কোমল

করিয়া কহিল, "আমার ওপর তুমি মিথ্যে রাগ ক'রছ, তুমি স্বচক্ষে দেখলে বুঝতে পারবে আমি সব সত্যি কথাই বলছি।" এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া হঠাৎ নির্ম্মলার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী, আমার ওপর রাগ ক'র না।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা দাঁড়াইয়া বেতসপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

গাড়ী আসিলে, হরিশ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "এস নির্ম্মলা।"

নির্ম্মলা একাবারে হতবুদ্ধির মত হইয়া গিয়াছিল। সে নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। কোথায় যাইতেছে তাহা জানিতে পারিল না; কেনই বা যাইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিল না। গাড়ীতে গিয়া বসিতেই, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সুধীর মোহিনীর গৃহে ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "মোহিনী মোহিনী?"

মোহিনী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সুধীরের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধীর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি এসেছে?"

মোহিনী কহিল, "কই না।"

সুধীর উঠানের উপর বসিয়া পড়িল।

মোহিনী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অমন ক'চ্ছেন কেন সুধীরবাবু? কি হ'য়েছে?"

সুধীর দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "মোহিনী,

[আ]মার পাপের শাস্তি হ'য়েছে, নির্ম্মলা আমায় ছেড়ে চলে [গে]ছে।"

মোহিনী কিছুই বুঝিতে পারিল না, হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুধীর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল, এবং [শ]ফেয়ারকে কি বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া রকের এক কোণে বসিয়া [প]ড়িল। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। [মো]হিনী ক্ষিপ্রপদে কক্ষমধ্য হইতে একখানি পাখা লইয়া হাওয়া [ক]রিতে লাগিল।

খানিক পরে শফেয়ার একটি বোতল হাতে করিয়া সেখানে [উ]পস্থিত হইয়া বোতলটী সুধীরকে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সুধীর বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "মোহিনী যাও এখন থেকে চলে।" [মো]হিনী ভীত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, সুধীর [ক]হিল, "শরৎ কখন্ আসবে?"

মোহিনী কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "বিকালে আসবেন।"

"আচ্ছা যাও"; বলিয়া সুধীর বোতলের দিকে একদৃষ্টে চাহিল। [সে] স্থির করিল, "যখন নির্ম্মলার কাছে অবিশ্বাসী হ'য়েছি, যখন সে [আ]মায় ফেলে চলে গেছে, তখন এ প্রাণ আর রাখব না। মদ খাব, [ম]দ খেতে খেতে মরব।"

মদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া সুধীর মোহিনীর গৃহ-প্রাঙ্গনে [স্খ]লিত-চরণে নৃত্য করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,

"নির্ম্মলা একবার দেখে যাও; তোমার মাতাল স্বামীকে দেখে যাও. সে মাতাল, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়।" সে উঠানের উপর শুইয়া পড়িল।

মোহিনী এতক্ষণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সুধীরকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। সুধীরকে মদ খাইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া ঝি ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল মোহিনীকে সাহায্য করে এমন আর একজনও ছিল না তাহার ইচ্ছা হইল, একবার বাহিরে গিয়া শফেয়ারকে ডাকে, কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না। অথচ সুধীরকে সে কিছুতেই জলের উপর ফেলিয়া রাখিতে পারে না। সে কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল "সুধীরবাবু সুধীরবাবু?"

সুধীর চোখ বুজিয়া কহিল, "কে, কে নির্ম্মলা?"

মোহিনী কহিল, "না, আমি মোহিনী, ঘরে শোবেন চলুন।"

সুধীর কহিল, "চল, সেখানে নির্ম্মলাকে দেখতে পাবে?"

মোহিনী কহিল, "হ্যাঁ পাবেন, চলুন।"

সুধীর উঠিয়া বসিয়া টলিতে টলিতে কহিল, "আমায় ধরতে পারবে মোহিনী? আমি যে উঠতে পাচ্ছি না।"

মোহিনী কহিল, "আমি ধরছি, আপনি উঠে ঘরে চলুন।" এই বলিয়া সে সুধীরের হাত ধরিয়া তুলিল।

এমন সময় পদশব্দে চমকিত হইয়া মোহিনী চাহিয়া দেখিল, একটু দূরে হরিশ ও নির্ম্মলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

সুধীর মোহিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "মোহিনী আমি অবিশ্বাসী নই !"

নির্ম্মলার মাথা ঘুরিতে লাগিল ; সে চোখে অন্ধকার দেখিল, দুই হাত দেওয়ালের উপর রাখিয়া কোন রকমে দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল, "চলে এস নির্ম্মলা।" এই বলিয়া নির্ম্মলাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া তাহাকে এক রকম টানিয়া গাড়ীতে বসাইয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিল ; গাড়ী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

'নির্ম্মলা' কথাটি সুধীরের কানে যাইতেই সে উদাসদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কই, কই নির্ম্মলা ? মোহিনী মোহিনী আমি অবিশ্বাসী নই আমি অবি—" আর কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মোহিনীর কাঁধের উপর তাহার মস্তক ঢলিয়া পড়িল।

মোহিনী তাহাকে কোন রকমে কক্ষের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। একটা ভারি অমঙ্গলের আশঙ্কায় মোহিনীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। এই নিঃসহায় অবস্থায় সে এখন করিবে ? সে বারবার ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে হরি, উনি যেন এখনই আসেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না !"

হরিশ নির্ম্মলাকে লইয়া নিজের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মলা অবসন্ন-দেহে একখানি সোফার উপর বসিয়া পড়িল। আনন্দবিহ্বল হরিশ বারন্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, গৃহের ও বাহিরের সমস্ত দ্রব্যগুলি যেন কি এক অভিনব সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! সে আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, কি এক মোহ-মদিরার আবেশে নির্ম্মলার সোফার পার্শ্বে আসিয়া বিহ্বলস্বরে ডাকিল, "নির্ম্মলা!" হরিশের কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া নির্ম্মলা চোখ চাহিতেই হরিশ বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ নির্ম্মলা, তোমার চারিদিকে কি সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।"

নির্ম্মলা সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, চতুঃপার্শ্বের কক্ষ-প্রাচীরগুলা যেন বিকট দানবের চক্ষু লইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! সে আবার চোখ মুদিত করিল।

হরিশ বলিয়া যাইতে লাগিল, "তুমি নারী হ'য়ে জন্মেছ ব'লে এমন ত কোন অপরাধ কর নি, যার জন্যে তুমি একজন মাতাল পরস্ত্রী-রত পুরুষের দাসী হ'য়ে থাকবে। ঐ শোন, স্বাধীনতার উচ্চনিনাদে চারিদিক ভ'রে উঠেছে। 'স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য' এই ভ্রান্তবিশ্বাসের শ্মশানস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ঐ দেখ মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা তোমায় বলছে, স্ত্রী স্বামীর দাসী নহে, স্বামী যতদিন স্ত্রীকে ভালবাসবে, সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখবে ততদিন স্ত্রী স্বামীর; স্বামীদেবতার নিষ্ঠুর আচরণের মাথায় পদাঘাত ক'রে নারী

আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুক। নির্ম্মলা, স্বামীদেবতার মিথ্যা-প্রেমের অভিনয়কে বিস্মৃতির অতলজলে ডুবিয়ে দাও!" বলিতে বলিতে হরিশ সোফার সম্মুখে বসিয়া নির্ম্মলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার মনে হইল সারা দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! সে নির্ম্মলার অপর হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিতেই নির্ম্মলা সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া তড়িদ্‌বেগে সোফা হইতে উঠিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "এতদূর আস্পর্দ্ধা!" তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। সে দ্রুতপদে সেই পাপপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল!

নির্ম্মলা নিজের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইল, গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য যেন তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে! সে এক রকম চোখ বুজিয়া পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিল, শুষ্ক তুলসী-বেদীর তলে ফুল বিল্বপত্রগুলি শুকাইয়া পড়িয়া আছে। হরিশের সহিত মিশিবার পর হইতে সে আর এ ঘরে প্রবেশ করে নাই। পূর্ব্বে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এই ঘরে বসিয়া সে পূজা করিয়াছে। তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া মেজের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া স্বামীর উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিল। অল্পক্ষণ পরে আবার উঠিয়া পূজার ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল, এবং শুষ্ক তুলসী-বেদীর সম্মুখে লুটাইয়া পড়িল।

—কিছু দিনের মধ্যেই শরত ঘটক হইয়া বিনয়ের ছোট ভাইয়ের সহিত প্রতিভার বিবাহ দিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া অবধি সুধীর বাহিরের কোন সংবাদই রাখে নাই। সে দিন দুপুরবেলা সে একখানা পুরান খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে কাগজখানি ফেলিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল! খানিক পরে নির্ম্মলাকে ডাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমরা যে রাত্রে কলকাতা ছেড়ে চলে আসি, সেই রাত্রে হরিশ মদ খেয়ে রাস্তায় পড়েছিল; পাহারাওয়ালা ধরে থানায় নিয়ে যায়, সেখানে সে কোঁচার খুঁট গলায় বেঁধে আত্মহত্যা ক'রেছে। উঃ, কি শোচনীয় পরিণাম!"

নির্ম্মলার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সে স্বামীর মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইভার কথা এতদিন সুধীর তাহাকে বলে নাই; আজ এই প্রসঙ্গে তাহারও শোচনীয় পরিনামের কথা বলিয়া ফেলিল।

নির্ম্মলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

সমাপ্ত

PUBLIC LIBRARY * WEST

ফণীবাবুর—

আর দুইখানি সুবৃহৎ উপন্যাস

১। অনিমা ৸

২। পুষ্পরাণী ৸/